BIBLIOTHECA INDICA:

COLLECTION OF ORIENTAL WORKS

PUBLISHED UNDER THE SUPERINTENDENCE OF THE

ASIATIC SOCIETY OF BENGAL.

NEW SERIES.

THE

APHORISMS OF S'A'NDILYA

WITH THE

COMMENTARY OF SWAPNES'WARA.

EDITED BY

J. R. BALLANTYNE, LL. D.

CALCUTTA:

PRINTED BY C. B. LEWIS, BAPTIST MISSION PRESS.

1861.
ADVERTISEMENT.

The following work was more than half printed, when Dr. Ballantyne left this country for his new post in London, and the remaining sheets were carried through the press by Professor Griffith, his successor in the Benares Sanskrit College.

We extract from the preface to the editor's prize essay on "Christianity contrasted with Hindu philosophy," the following remarks on the work itself.

"There are some Sanskrit books yet untranslated, which the writer must study before deciding upon his theological terminology for India. Among these works is the Aphorisms of S'āṇḍilya. S'āṇḍilya rejects the Hindú (gnostic) theory that knowledge is the one thing needful, and contends that knowledge is only the handmaid of faith."

Hence, besides its intrinsic value as illustrating a peculiar phase of the Vedánta philosophy, S'āṇḍilya's work has an additional value as bearing on the question of the proper Sanskrit phraseology for theological controversy.

Dr. Ballantyne hopes to publish hereafter a translation of the Aphorisms, if his present engagements allow him leisure to complete it.

E. B. C.

Secretary, B. A. S.
शुद्धिपचम्।

प्रमस्। पद्मि। श्रुद्ध्म।।

० २० तद्रेवचायां तद्रेवचाया

१७ २ ब्राह्मणशोभी ब्राह्मणशोभी

२२ २२ तत्त्वानाति तत्त्वानाति

४४ १० {भगवते दशं नैवेद्यमात्यादिकं} भगवते दशं नैवेद्यमात्यादिकं

४५ २२ तथा तथा

५४ १९ कर्यासम्बन्धया कर्यासम्बन्धया
চুটিপচম।

পঞ্চাশ।

৫ ১ মহামায়াঃ | শা। | শা। | ২৫৫ | শ্রী। | ৮৪২২
৬ ১৫ মিহিপা। | চন্দ। | চন্দ। | ২০১৫ | গণন। ১০
৭ ১২ মিহিপা। | চন্দ। | চন্দ। | ২০৬ | গণন। ৪
৮ ১০ মিহিপা। | চন্দ। | চন্দ। | ২০২ | গণন। ২
৯ ১ মিহিপা। | চন্দ। | চন্দ। | ২১ | গণন। ২২
১১ ১৫ মিহিপা। | চন্দ। | চন্দ। | ২১৫ | গণন। ২
১২ ১৫ মিহিপা। | চন্দ। | চন্দ। | ২১৫ | গণন। ২
১৩ ১৫ মিহিপা। | চন্দ। | চন্দ। | ২১৫ | গণন। ২
शाखित्यशतसूचीयं भाष्यम्

परमेश्वरे जयति

प्रथम परम् देवं श्रीख्रिस्तसचिवारिणा।
शाखित्यशतसूचीयं भाष्यमाभाष्यस्ते।धुना।
गोविन्दंगर्णिंदनमधुनो महददहुतमम्।
यत्पाविनो न मुद्मलि मुद्मलि यद्वापि।

जीवानं श्रीभाष्यप्रतिमुक्तिरिति वष्टते जीवाय श्रीमा-श्रीमाण्यमभिषा हृति तेषां संसारान्तिकुण्याकान्तं: करणो-पार्थिकते न सा शास्त्रिको: त्यस्तं: यपार्थिवपरिधिः। ःर्वतीत्त्वादिकं व चैपार्थिवलालिदेव न स्माल्यन नवर्त्तिनोः: किन्नौ-पाणिपध्यायमर्यतरह्षानेन तस्यह्वात्र्हणेन वा न हि निपुष्टतर-र्वनेनायुपाधियोगे स्वतिस्वाधित्यभक्षनमन्त्विन्निकरिषि तयंइ न वर्तमन्त्राप्यात्रान्तो हाँ:। सम्बूच्ति नवा सम्मथमक्षु तस्थ तदुभवसवध्यान्तिरिक्तः परिश्रेष्ठदुपाधिसवानादेव भव-निविन्तिनासामान्यं उपाधिधाने | कारणात्तामन्येथं तथेत्यर्भक्तिरैवैश्वाभाकिलोल्कृत्तिकतिष्ठा। | तथा (गी ०)।

आ ० १४ | श्र ० ६)।

B
নত সত্য নির্মলসাত্ম প্রকাশকরণমায়ম।
সুখবিধন বিভাতি স্নাপমন্ন চামচ।
রণে রাগাত্মক বিনিত্তি ব্যাপারমূলকম।
তন্ত্রনিধাতি কাতিত্য কর্মবিধেন দেহিন্ম।
তমকাৎস্তান বিনিত্তি মানসম স্বয়ম্বিখিন্ম।
প্রমাণাস্তমন্নিরাবস্থাভাস্য ভাষাত।

দ্যুপকাম।

মাত এ চেয়ারিচারেণ ভক্তিযোগেন সুবতি।
স গুণান্ত সমতী যোতান বংবিভচার করতে।

দ্যুপসচর্ণ, ভগবানেতামোত্তিক্ষণাভাস্যকামঃ।
করণ-স্বপূতে কাশানন্দাভিধাস্থিতিসমূহ নিত্যতামাহ।
নচালনা-বিচ্ছেদস্থ অষ্ঠাদ্যোকালানন ভক্তনঃ অর্থগাত্র নলপরাই-ক্ষা।
করণকুপোমায়মায়মায় বিভিন্ননিরায়িনায়মায়।
নামমূৃ ভেতু মাধায় বাণ্ডঘি-নাথতিনি।
(গৌরীনন্দ, ৩০০২) অন্তঃনির্মায় অন্ততিনি।
(গৌরীনন্দ, ৩০০২) অন্তঃনির্মায় অন্ততিনি।
(গৌরীনন্দ, ৩০০২) অন্তঃনির্মায় অন্ততিনি।
নিত্যাগীন্নি। (গৌরীনন্দ, ৩০০২) অন্তঃনির্মায় অন্ততিনি।
(গৌরীনন্দ, ৩০০২) অন্তঃনির্মায় অন্ততিনি।
(গৌরীনন্দ, ৩০০২) অন্তঃনির্মায় অন্ততিনি।
নিত্যাগীন্নি। (গৌরীনন্দ, ৩০০২) অন্তঃনির্মায় অন্ততিনি।
(গৌরীনন্দ, ৩০০২) অন্তঃনির্মায় অন্ততিনি।
(গৌরীনন্দ, ৩০০২) অন্তঃনির্মায় অন্ততিনি।
(গৌরীনন্দ, ৩০০২) অন্তঃনির্মায় অন্ততিনি।
নিত্যাগীন্নি। (গৌরীনন্দ, ৩০০২) অন্তঃনির্মায় অন্ততিনি।
(গৌরীনন্দ, ৩০০২) অন্তঃনির্মায় অন্ততিনি।
(গৌরীনন্দ, ৩০০২) অন্তঃনির্মায় অন্ততিনি।
(গৌরীনন্দ, ৩০০২) অন্তঃনির্মায় অন্ততিনি।
(গৌরীনন্দ, ৩০০২) অন্তঃনির্মায় অন্ততিনি।
(গৌরীনন্দ, ৩০০২) অন্তঃনির্মায় অন্ততিনি।
(গৌরীনন্দ, ৩০০২) অন্তঃনির্মায় অন্ততিনি।
(গৌরীনন্দ, ৩০০২) অন্তঃনির্মায় অন্ততিনি।
(গৌরীনন্দ, ৩০০২) অন্তঃনির্মায় অন্ততিনি।
(গৌরীনন্দ, ৩০০২) অন্তঃনির্মায় অন্ততিনি।
(গৌরীনন্দ, ৩০০২) অন্তঃনির্মায় অন্ততিনি।
(গৌরীনন্দ, ৩০০২) অন্তঃনির্মায় অন্ততিনি।
(গৌরীনন্দ, ৩০০২) অন্তঃনির্মায় অন্ততিনি।
(গৌরীনন্দ, ৩০০২) অন্তঃনির্মায় অন্ততিনি।
(গৌরীনন্দ, ৩০০২) অন্তঃনির্মায় অন্ততিনি।
(গৌরীনন্দ, ৩০০২) অন্তঃনির্মায় অন্ততিনি।
(গৌরীনন্দ, ৩০০২) অন্তঃনির্মায় অন্ততিনি।
(গৌরীনন্দ, ৩০০২) অন্তঃনির্মায় অন্ততিনি।
(গৌরীনন্দ, ৩০০২) অন্তঃনির্মায় অন্ততিনি।
(গৌরীনন্দ, ৩০০২) অন্তঃনির্মায় অন্ততিনি।
(গৌরীনন্দ, ৩০০২) অন্তঃনির্মায় অন্ততিনি।
(গৌরীনন্দ, ৩০০২) অন্তঃনির্মায় অন্ততিনি।
(গৌরীনন্দ, ৩০০২) অন্তঃনির্মায় অন্ততিনি।
(গৌরীনন্দ, ৩০০২) অন্তঃনির্মায় অন্ততিনি।
(গৌরীনন্দ, ৩০০২) অন্তঃনির্মায় অন্ততিনি।
(গৌরীনন্দ, ৩০০২) অন্তঃনির্মায় অন্ততিনি।
(গৌরীনন্দ, ৩০০২) অন্তঃনির্মায় অন্ততিনি।
(গৌরীনন্দ, ৩০০২) অন্তঃনির্মায় অন্ততিনি।
(গৌরীনন্দ, ৩০০২) অন্তঃনির্মায় অন্ততিনি।
(গৌরীনন্দ, ৩০০২) অন্তঃনির্মায় অন্ততিনি।
(গৌরীনন্দ, ৩০০২) অন্তঃনির্মায় অন্ততিনি।
माधवर्मणस्वतः भाषाम्। प्रकृति संस्कृतिचिन्ताकरणी
जागृतिः यथलम्। नच बौद्धनाथाय तत्तु माणाभावात्।
सुखादिधिष्ठानां तु माधविकसां नीपपते सुखादेवो न
शाखादायज्ञविकारा बालविन प्रतीयमालामाळालङ्कारमिव।
सुखादिकष्टिः सकरण्डः क्रियालाभनित्य खात्वात् सम-
वाह्यनीतिकरणपञ्चं चुम्हे आत्मायलिमिव श्रद्धा। सुखा-
दर्थः करणमयते: अनादिनियमायागुणानां शब्दबद्धति
परमते। उभयस्मृतस्मृतिवेदगुणालामालान्। आत्मायम
दिर्हुख वर्षस्तान्त्वप्रकारकारकवृतिः। सर्वनिर्दिष्टातः इतः
अभिष्मित। तस्मात् पुष्यार्थेवहुः शिवमेको भजनमार्मिकाविवि-
वाच्येः सत्म।

अथातो मनोजिवः। ॥ ९॥

प्रशेषधीकाराः नाननमार्थाः। ब्राह्मणाः दिन खाद्य-
चायवेष्टनां भारतविवृत्तिसिः भाषानिष्ठानां। नापि भारा-
शिष्टनात्मः सुनुस्माचारं शक्तिविकारालान्। यथा मकारः
(सेता ३। पृ २६८)।

या ग्राहां विद्याधारिः पुष्पः
या वै वेदांश विद्याधारि तस्यः।
त इ द्वेषालामास्बुद्धिप्रकारां
समुच्छेः श्रवणमहि तत्पति। ॥ दृष्टि।

नत मला मल्लायांपि तदुद्धारमाचारमच्छ श्रवणात्। तथाच
समुच्छण मनोविवादः कर्त्तच इत्यथ:। जिन्नायाय विवादः
श्राक्षेत्रवर्तके यथा भाष्यम्।

वर्णिता। वचनपरमेश्वरनर्मिकपः भक्तेन धर्मवत्
कान्तिसाधलं न वा ब्रजवज्जैश्वलं तथापि तस्मा: सकारणपूंजुः
कौशिकमाणिष्यविषयकधातुदिकसत्कक्करके निशुद्धिरूप भवति
थ्या पत्या पत्या। तज्ज्ञातरसुखनवेव तथ्रामांश्या भक्तारुपयोग
द्रति अत्त्रवनोचये। यस्मि कुत्तकाज्ञानितापूष्पुषायः अतिः
व्यज्ञनात्मतः। अति एव, (विश्नु ४.अष्टि १। अष्ट २। अष्टि १६।)

गाय चाचिरस्वेषु चेषु चेषु राजायुष्मां।

तेषु तेषु भक्तिः भक्तियुक्तासकु चतो लयिते ||
तदविशृष्टिप्रार्थनमेवोत्सिद्धिते। अति एव च भक्तिवदः
विसर्गमिम् विशार: फलविराजः। ॥ १ ॥

चतुर्विश्वामित्रप्रार्थनेषु सर्वार्थार्थमपेचितलादिते। अति एव च फलवदः
झल्लाम्यापि विशार: फलवानेवेति ॥ २ ॥

चत तस्मि लोकिकाकारतामनर्वेषु बुद्धार्थार्थविशार: विशार
धारविश्वामित्रमतस्कहंसमुच्चये।

सा परामुर्तिकिरीति || २ ॥

चत च परेति चत्वारिः। श्रेष्ठ श्रेष्ठम्। परेति
गौत्ति यावस्यति। देववर दु: प्रक्ताभिभायम्। चाराधविश्वयकारालोभयो च।
इस तु परमेश्वरविषयकान्तकरण
ञिन्तिविशेष एव भक्तिसदिशेश च लोकिकानुरागादी सुप
हस्म। यथाश्च परभक्तिमता प्रदादेन। (विश्नु ४.अष्टि १।
अष्टि २। अष्टि १६।)

च भक्तिविवेकानां विश्वेयनयर्थसिद्धिः।

लाभसारं: सा मे उदयायाज्ञापयतु ||
মন্ত্রনির্দেশ সুখানিয়াতো রাগ এব বিচিত্রঃ অভন্যা গ্রীতেঃ সুখানিয়া নিত্যচালিত বিষয়সমূহী ন স্ফটত তথ্যঃ সুখানিয়াপূলেপি তন্ত্রানন্দ সুখবিষয়লাব্ধিরথিতে বিষয়বলাম্বি ভাবত। তন্ত্রানন্দকরিতে ধরিয়াছি বিষয়ইশী বিচিত্র। নচ বিষয়-জন্যপ্রতিরত্যঃ জনকসম্মত অনন্দাৰ্থনামাত। কিন্তু অধুন-তাস্ত্ত্বাচ লয়িত্তচ ভজনিয়রবিষয়নাগ্রাহিতাচ্ছে। প্রতিপদেগারি তার্কিকাচরণাই তথ্যঃ এব বিষয়বলাম্বি বিষয়বলাম্বি বিশেষ। বিষয়বলাম্বি প্রতিরত্যঃ রাগে রিছা এব বিষয়বলাম্বি বিশেষ। বিষয়বলাম্বি প্রতিরত্যঃ রাগে রিছা এব বিষয়বলাম্বি বিশেষ।

মানিত্র: মাহিত্রপ্রদী বোধগত্ব: পরস্পরে৷
কথনাভয় মান বিধ্য: তুষানি চ রসিনি চ ॥ ২ ॥
তেমান তন্নামাখানাম ভজন্তাম প্রতিপুর্বকমু ।
দীর্ঘায় ব্যাপীয়য় তর চন্দ্র মামপ্রচলন্তি নে৷ ॥ ৫ ॥
দ্যাধীত তথ্যপ্রাণাদিরা ভক্তনাশক্ত নারায়ণেন বাৎসর্পিত চতুর্মুখ। ভগ্ন কামনীয়াস্তির্প্যন্ত নিশ্যন্ত্রকৃত জ্ঞানবিদ্যা মহাপাত্র ভক্তিবাদ মুক্তি সংরক্ষণ। । অনুসারে নৃপচহ্যাগুণ্টি: কিতন ভগবান্নিরমণাদিভাগেন পশ্চাদ্বাদ্য ব্যাপারুনু পালিতকর্য্যাত। ভগবান্নিরূপ প্রমুখতম ব্যক্তি স্নাতক এব পরে সিরাজালাম। অর্থ বিকারবিত্ত এব তথায় বাচ্চা তথাপি গোপি প্রসন্ন নাম প্রাদুর্ভাবায়বিদ্বেশরম বজ্রায়াবশ্যকম। উত্তরে স্মৃতিতে বিষ্ণুপ্রয়াবিদ্বেশর বিষ্ণুবিশ্যকর্ম। প্রহরী মন্ত্রা প্রয়োগ বিষ্ণু মন্ত্রাবিদ্বেশর পরিপূর্ণ ও রচিত: বিদায়চিতা ভক্তি ॥ ২ ॥

তন্ন্যাযায়নমন্ত্রণপ্রকরণ ॥ ৩ ॥

তথ্যানুসারে সংখ্যা ভক্তিবাদ অ ন তথ্যানুসারে তথ্যানুসারে ফলমুপি নির্দেশনা (২০০০১২২২১) ব্রহ্মচর্যায় প্রকর্মীতি ।
তন্ন্যাযায়নমন্ত্রণশালোচন ফললিকুক্ত নতুন ভক্তিস্বাধীন পরিদৃষ্টি ভক্তি ॥ ৩ ॥

চানাননি চেন্ন দিষ্টনোপি চানাননি তন্ন্যাযায়নে ॥ ৪ ॥

নবপ্রায় ব্রহ্মচর্যায়বাদ ব্রহ্মচর্যায়বাদের নবন তন্ন্যায়নন্তর তথায়নুনু তথ্যেতি নেচুরুপৃষ্ঠ বিভাষা দেশ:। সংখ্যা ভক্তিবাদ অ ন যুক্তক্রমের বাচ্চা দেশ নুন দেশ মন্ত্রাবিদ্বেশর পরিপূর্ণ বিষ্ণু চরিত্রবিদ্বেশর ভাব। রাজায়ুর রক্ত নিখোদয় চরিত্রবিদ্বেশর প্রত্যেক ইতি ॥
যাটিকৃতলে ন পুন: প্রতিরূপমূল্যাি:। ভদ্রাঘীনিঃশ্চিবি
লেকবদ্ধেণ বেদেপূর্ণী। এত প্রতি লিঙ্কানিষ্মাকাপাখানে।
বিভুগ্রন্থে ন কালেন প্রোঃিষায়ান্তিকম।
চাঁদবীচ্ছ বর্ষ তত্ত্বে দুঃঝোনামূর্ণি বর্তমন্ত।
লব্যেন পরিমাণাত্মিকম আঃ। তাক্ষান্ত সংখ্যা ভক্তি-
রিতি। এতায় ভ্রমেী। শত্রু শীতলয়েত্রি-
ধিতি বাদ্রাঘীবাদ্রাঘীরামসারামবারাহিঙ্গাধিগবেত দৃঃ। ৪।


tায়োপপ্পায়া। ৫।।

তথা ভক্তা মৃতি প্রতি ভঙ্গুসঙ্গীতিবর তৃণ-
যুক্তিমূল্যািয়: (গীতা অ। ০৩। শীতল ০১)।

*তথায়। তথায় ধান প্রতি মজার ধান ধান নামার।


d্যাঘি। তথা প্রহার প্রতি ভগবদ্ধাকাম। (বিষ্ণুপুর।
আর্য ০। ৫০। শীতল ০২)।

বধা তে নিত্যোল প্রিয়ী ভরি ভক্তিকমলিতম।


tথা তে ভক্তপ্রায়ের নিত্য ভক্তিকমলিতম।


d্যতি ক্ষিপ্তম। কনু (শীতল ০৩ ২৩) তমীত বিদ্যালাভের-
মুক্তিতে নাম: পথা বিদ্যালাভেত্রাষ্ট বেদনাত্ম মুক্তি: স্তুতা
ত্রিযোগিত খ্রীতিনামসার্থম প্রিয়ী: চেষ্টা অধাপি তথ্যালাভ-
প্রাপ্ত। তথায় প্রতিমূল্যাি: ন মুক্তি রূঢ় কিন্তু চতুর্যাং
মেধালাভিতেঘ দ্যতিভূমিতে তথ্যায় তথায় ভক্তিস্বত্রিতিকম
d্যতি যুত্ত্ব ভক্তিবিশ্বাসমূল্যািপদেনাভিধান্তম উপপরিভিক্ষ-
ষ্ট্যাপিত্যা কারকবিভক্ষয়ঃ বলবিচার। (গীতা অ। ০১। ২৩)।
তেষামপি শস্ত্রাকার সমাজকর্ম্মার স্বমদত্ততা।

ভবাসি ন চিদান্ত পার্থ। মত্ত্বাসিতত্ত্বেতাচঃ।

দ্রষ্টান্ত মনোক্ষিপ্ত স্বয়ংকর্ম্মার সাধন। মন্দিবক ভবতি
(তৈনম্রিয়শমন্ত্রায়ে) চক্রাক্ষঃ ব্যাপকত্ব সুগন্ধিং পুস্তিবদ্ধমূলমূ।
ঘরাশ্চালকমতি বন্ধনাস্তথায়মূমূর্তি মাতৃতায়মূ। ভবতি
পালণে ভগি। তথাচ কার্যসংশয়মূকাধারায় গৃহস্থানমূ।
তত্ত্বাদনামার্ধ্যণ স্বয়ং নিযুক্ত প্রতিযোগী হন।

নন্দু তথ্যাপি ভক্তফুলপ্রণলী কিমো মারাজঙ্কিণয়েন চায়।

দ্রষ্টান্তপ্রত্যক্ষভাববৃত্তময় রাজঃ।।

ভক্তি খৃষ্ণ রাজ প্রতি বস্ত্রবদ্ধমহিলপুরুষ ব্রাহ্মণ
বিস্তরিত কুত দ্রষ্টান্তে লাল্গ। বিপুল ত্রিপুথবান্তরভিতি তত্ত দ্রষ্টান্তে চ রাজ প্রতি প্রবিশ্বে ন ভ্রান্তী
স্বভাব বিদ্যোলাপী ব্রাহ্মণাবন্ধনমূ রাজায় চ ব্রহ্মবান্তরভিতি চ রাজ প্রতি প্রবিশ্বে ন ভ্রান্তী
স্বভাব বিদ্যোলাপী ব্রাহ্মণাবন্ধনমূ রাজায় চ ব্রহ্মবান্তরভিতি চ রাজ প্রতি প্রবিশ্বে ন ভ্রান্তী
স্বভাব বিদ্যোলাপী ব্রাহ্মণাবন্ধনমূ রাজায় চ ব্রহ্মবান্তরভিতি চ রাজ প্রতি প্রবিশ্বে ন ভ্রান্তী
স্বভাব বিদ্যোলাপী ব্রাহ্মণাবন্ধনমূ রাজায় চ ব্রহ্মবান্তরভিতি চ রাজ প্রতি প্রবিশ্বে ন ভ্রান্তী
স্বভাব বিদ্যোলাপী ব্রাহ্মণাবন্ধনমূ রাজায় চ ব্রহ্মবান্তরভিতি চ রাজ প্রতি প্রবিশ্বে ন ভ্রান্তী
স্বভাব বিদ্যোলাপী ব্রাহ্মণাবন্ধনমূ রাজায় চ ব্রহ্মবান্তরভিতি চ রাজ প্রতি প্রবিশ্বে ন ভ্রান্তী

বিদ্রোহস্তু গোবিন্দে দেশাঘাটাস্তু। হরন।

শ্রীমূর্তি বর্ণ। খরি কিং পুনসুত্তমরাচ্ছ।। হন।

ত্রিপুথ্ব নিযুক্তমূ ভক্তিভাববিধদানায় তথ্যাস গোতায়
(নীরাং ৮১৮। নীরাং ৮১৮)।
মামাক্তাপরদেশিতঃ প্রথিতসনাত্মকত্বঃ

তামীক দিনতঃ কৌরাস্ব সমস্তাঃ গ্রামমানা।
বিপাক্যশাসনমুগ্ধরাগাস্বরীণঃ বাণিজ্যঃ

মামাক্তাপরদেশেী ততো বান্ধবমানা গতিঃ

তদিরোধিনীত অনুসারেরনবিশিষ্টীয়েরকিতি যুগ্ততে।

কিঞ্চ (তামীক ৫০৫৪) রস্ব শ্রেষ্ঠঃ কাব্যান্তরী-বুদ্ধিতি

শ্রীরামচুণ্ডেরাজস্যবিভাবমুক্তেশ্বরী রস্তা পেতবং

মন্ত্রে রাগঃ (গীত ৪০৫। শ্রী ৫০৪)।

রসামী রসামী পরঃ মৃদু নিবর্ততে।

রসামী প্রসিপ্পা। প্রতি রসামী বিশিষ্টীয়ঃ। প্রতি এব চ

রামকাভাদীর্মী বেদাঙ্কারীষামণ্ডিত চেপি তথ্য সাবধানের বুদ্ধিতি

তামাক্তাপরদেশী ততো বান্ধবমানা গতিঃ।

তদিরোধিনীত অনুসারেরনবিশিষ্টীয়েরকিতি যুগ্ততে।

নন্দ দেশবিরাধিত ন রাগলে বিচিত্রমুত্তামীনে নিদান্তে নিদান্তে। বাচায় দেশবান্তঃ নিন্দিতবিশিষ্টীয়ে প্রতিক্রিয়া

নন্দ কার্যান্তরের নিন্দিতবিশিষ্টীয়ে প্রতিক্রিয়া

নন্দ কার্যান্তরের নিন্দিতবিশিষ্টীয়ে প্রতিক্রিয়া

নন্দ কার্যান্তরের নিন্দিতবিশিষ্টীয়ে প্রতিক্রিয়া
तद्गुर्वत्ता युक्तकर्ष्या दृष्ट्यलाच। किंतु ची यथिन्तः भक्षणचार
tसंगृद्धार्हीला भाविकावस्थनाय भाविकादुस्मनोपायनुस्मात्सुधैरविरोधिगुणकर्ष्या भ्रुवर्तनचेतासाध्विशेषबुद्धिवाद्याधजनताधी
वदित वित्ताधिनाधीलाभाधवर्तकारण परिशेष्टार्गल
विचित्रः। किमुत भक्षमातिस्थितकीमूलिकायानि विरोधिभिन्न
दृष्ट्यः। (गी० श००८। श००२२)।

मां चि पार्थ कपालिका वेष्टिपि सः पापयोगचः।

किं पुनमन्नाल्लः पुष्का दयादीच। अवै (गी० श००६।
श००८) मासामपरसेनेन देवश्व संघर्षतुलान्
तद्रोहिगुणेन जीवपाधिपरिष्कारेन परात्मगौरे राग
प्रव भक्त्रूपः संघर्षनाश्ते। एवंसंबोध मासामप्रवेढः।
उकारात् पुलकादिरागखिंविनापि रागलम्। प्रविष्टः हि
पुलकादिन्तेन कथयति मयनुरागं कोषींदेयादीः। भूषेन्
गुणानले तु दृष्ट्यस्मार्कताकल्पे वैद्यवात्। स दृष्ट्यः
रागः केणादिस्यनादाधगनताज्ञानजनादिपि वागादिविच्छारूपः एव।
अन्नान तु प्रीणामुनरकाम ने प्रकाशोदितानितीरागः दृश्यमः
देवतुः। दृष्ट्यो कथीं भिषुमारविषयतारागस भिषा
विच्छारूपः विचित्रः। प्रत्युत् तस्येक्चारादिच्यायलक्ष्याणागीरवा
वेदिति दिक्कः। तस्यार्थ तसरचार्मिकित्विरिति।। ९ ॥

नलु भक्तः कियालिका स च नि: सैयसाय न चमते (तैत्ति।
शाराजः। खिलप्रेण संक्तः २२) न कर्ष्या न प्रजया घनेन त्यागेन
नेत्रकरुलमाणगृहित्यालिमुनिय दृष्ट्याख्यां परिशेष्ट्रः।
ন কিয়া ক্ষয়নপেক্ষাণ্ডাবান্ধনবন্‌ ॥ ৩ ॥

যা ভক্তি ক্ষয়াতি ক্ষয়াতি প্রয়াসনুপিষ্টধামঃ ভাবায়। যা প্রয়াসনুপিষ্টধাম তথা ক্ষয়াতি কথা স্মার্তি।

তদ্ভিঃ প্রয়াসনুপিষ্টাতি ন পুরুষেন স্থিতঃ কর্তৃকমনুষ্ঠিতঃ কালঃ বক্তব্যহ। তথা ভক্তি হি। নান্দি গানিষ্ক্রপ্রমুখাপুষ্পঃ দ্বিতীয়ধ্বনিঃ পুনঃপুনারেণ তথা তথা ভক্তি হি। কিন্তু পূর্বসূচকগীতামূলকাতি ভক্তিগীতিঃ পুনঃপুনারেণ তথা তথা ভক্তি হি। কিন্তু পূর্বসূচকগীতামূলকাতি ভক্তিগীতিঃ পুনঃপুনারেণ তথা তথা ভক্তি হি। কিন্তু পূর্বসূচক�ীতামূলকাতি ভক্তিগীতিঃ ॥ ৩ ॥

অন্যত্ব ফলান্ত্যম্ ॥ ৮ ॥

তথা যা ন ক্ষয়াতি অন্যত্ব তত্ত্বস্ক নি:ন্যবর্না-কাণ্ডমুপপজাতে । অন্যথা ॥ ২৫৩ ॥ ২৫ ॥ তথ্যত্বে স্কন্দিতে স্কন্দিতে স্কন্দিতে স্কন্দিতে স্কন্দিতে স্কন্দিতে স্কন্দিতে স্কন্দিতে স্কন্দিতে ॥ ৮ ॥

তথাত: প্রথমগবর্ণন ন স্মার্তিতাস্মাতিতন। ॥ ৯ ॥

ভক্তি হি ভগবাঙ্ক ॥ ৩০৬ ॥ ৩০৬ ॥

বন্দনাঃ অন্তাসামলি স্মার্তিঃ মাং প্রয়াসে ।

বাসুদেব: শরিমতি য মহাবাণ সুদূরঃ রস ।

স্মার্তি: প্রথমগবর্ণ। ভক্তিত্বায়ুবিষয়সংগ্রহনি তত্ত্বপ্রসিদ্ধি । তথা তথনান্তর ॥ ৩০৬ ॥ ৩০৬ ॥

কামেক্ষীতি: প্রশস্বদেবতাঃ ।

র্তানেন দেবতাণান্ত্বকতিন্ধাসুধিরৈব প্রথম: স্কন্দিতে ।

তত দেবতামানীরৈ প্রথমগবর্ণ কর্ণন ন তস্মানাস্ত। তথাপি ।

২
এব প্রতিনিধিত্ব শাখাভিষ্কারাত্র দত। বকারাজ্ঞানান্‌
ক্ষুং স্ক্রিয়মস্তি শ্মারলাভায় নিদ্রামস্তি। যথা (গীতায় স্ক্রি ১.৮।
স্ক্রি ১২)।

যাতি মামেভবময়ী আন্তরিত প্রভুজাতমকম।
তথ্য বস্তিবিদ্যাতি মাতি সর্বভাবন ভারত। দত।

তথ্যায় (গীতায় স্ক্রি ১.৮। স্ক্রি ১২)।

ভজনমন্মনস্তি শ্যাম ভূতান্ত্রিকগুণম।
তথ্য দত। যত্ন ভঙ্গি যাতি বুধ ভাববসম্ভিতা।

tথ্য চ। তত্ত্বাদ শ্যামান্ত্রিক। যথাপি রাগলেনীব শুদ্ধেদঃ বিদ্যাস্যাপি ভক্তিশ্রেদঃ শ্মারলাভে গাণ দত। তথ্যা

নিরাশায়েতি তদন্তু বিদ্যায় বেদার্থ প্রশাশি ম। কিন্তু ভারতে নিত্যলেগ।

তথ্যায় কথ্য প্রশাশি নিরিণৈঃ। অগ্রে কেয়ামুলিংশ্চার্যীদি

ির্গাভতে। অগ্রে কেয়ামুলিংশ্চার্যীদি বেদার্থ কথ্য গীতাশাস্ত্রীবিষ্ণুম। পর এব পর ভাগবতীতায়পবিষ্ণুবিষ্ণুবিষ্ণুবিষ্ণুবিষ্ণুবিষ্ণুবিষ্ণুবিষ্ণুবিষ্ণুবিষ্ণুবিষ্ণুবিষ্ণুবিষ্ণুবিষ্ণুবিষ্ণুবিষ্ণুবিষ্ণুবিষ্ণু

কথ্যাণ্ড এব এব সোকা আদেশ নিবাহঃ। তথ্যায় পুরাণাকর্ত্র।

গীতায় সুগীতায় কর্ণায় কিমৈঃ শাখাভিষ্কারে।

তথ্যায় প্রতিযোগিতায় মুখপ্রাপ্ত্যঃ স্তরত।

গত পূর্বায়ত্মপ্রশ্নঃ ভারতশাস্ত্রঃ আজ্ঞানীতীত পদ

প্রত্যাশায় প্রশাসনার্থগ্নিভাবে তদু

পপত্যাস্তী নিত্য ভাষ্যাকারীপ্রত্যাশায়।

তথ্যায় পরাম্পরার্থে।
তালীব বেদিকান্ত সম্ভাবন ভারতাদিসিদ্ধিমতন।
খাল্কাচরণসম চিলা খোকমে প্রথমেন। দতি। দুই।
দর্শনার্থ মখোরিশ্রীবিচিত্রসংলগ্ন শাব্দিকান্ত সদ্যপ্রায়ত্বিকের প্রথমাভাব্য প্রথমাভাব্য।

এবং মহান প্রায়শ্চিত্রজাত ভনী শালিতায়া শান-ধাগোলক্ষীপাল ভাগাভাগিকে বিজ্ঞানীয় মৃত্যু বর্ষণ।

হা মৃথেনরাপেশিতল্বন। ১০।

শাব্দিকমামায় পুনঃ প্রথমে চলতি নিহেঁঁ। যা পরা ভক্তর্যাসা প্রধানত রত্নরাজশানবোধাদিমহস্তায় খোপ-কার্যনশাপেশিতকালিত্যারি। শান্তিমে (১৬০৫) যে তাঁর ভূমা মানক্ষুমিয়ান্তকালিতে শাহীদের ধর্মধারার বিশ্বাস প্রচারন।

যথা দৃষ্টী প্রতিষ্ঠাচূ শাশীমোহনাতীত বৈশ্বিক শাসনীয়। সুখানু সুখানু সুখানু সুখানু।

এবং মহাভীতাদিপ্রতিষ্ঠান নিদ্রাদেশনার ভাষ্যে বাসাবাসী অভিস্থাপক যাহাতে।
સવાર (પૂર્વમોલેનાશામ) (૨૦૧.ભાષા.૨૦૨) શેષ:
પરાર્થલાદરિતનમાળાધારજનમસખ્તની જિત વગ્ર ભગાવાં 
ડીજીપન. (સદાબાપ ૨. ગ્રાહ્ત) (૨૦૧૧.૪) ગેરો 
૩૧૧ + ૩૧૨). 
શાખા પ્રશ્નને કંઈ જિત્ય માળાધાર સમયની 
શાખાના સદાબાપ સહારે. પરસાલા ગતિ: ||
દ્વયજેનાનું પલછ: પ્રાખાન્યમાચેર: || ૧૦ ||

પ્રકારણાંક || ૧૧ ||

પ્રકારણ રતનેત્ર ફલકલાખા તખાખાના પ્રકારણાંક દૃષ્ટના માં 
અંતવતિરિત્થ તરીકે પ્રકારણાંક. ૧૧ ||

દૃષ્ટનફ્લમિતિ ચેહ તેન જ્યાઝાના તરીકે પ્રકારણાંક. ૧૨ ||

અથ દૃષ્ટનચેખ ફલક ઝારાજલચાપણમિતિ તેન જ્યાઝાના પ્રકારણાંક. 
(કાઉં ૨૦૧.૧૬-૧૩) બ ઝારાજલ ભવનીય તેન ઝારાજલ ચિનન- 
ઝશારત્ભાઈને પાશે પ્રકારણને જવાબદ્ધ પાસે કારણભાવત. 
પ્રકારણવે કારણભાવત. ૧૨ ||

દૃષ્ટલાખ || ૧૩ ||

સૂટ ચ ઝેઓ મીનદ્રાહિદાંશાખા તખાખાસમે રતન- 
ડીજીપન નું રતનેશાનથે પ્રકારનપ્રકારના દૃષ્ટલાખ બીકટે. 
સૂટ ચ સૂટ માનચેનો પાશે કારણમાશાખા માંથી કારણ 
માશાખા દૃષ્ટલાખ તેથી પ્રશ્નની નયાંગ.
রূপাশয় আহরণি খালাম্বালিন্যগুড়িতসিন্ধ। পুরা অভি-রিতি। এত এব গীতে মে৪। খো০০৬।)

নাহা উদ্যানসাধারণকল্যাণ। কল্যাণপারায়ণ।}

tথায় র্বায়ুঃপ্রিয়া (অন্যবাঙ্গলায়ে না০১। খো০০২২২।)

ধীর্ঘবাস্ত্রার্ধসিংহাসন মনোদীশস্ত্র পরম। 

dি।

অভি এব নত্রানামিকে।

বং এত আন থান নাট্যোপকারকমোকম এব নাট্যোপকার

নিক্ষ মনোদীশষ্টিনাদাত্র প্রত্যাহরনেফরদ্বষকার

বাল্লাভান্ন সুকি: সংরতে। থায়। র্বিষ্ণুমনে। খো০১৪০।

থেটারাবৃক্ষপারাশীপুষ্পচিরা যতে।

নত্রানামিকে। খালিতনাশিয়াত।

চিত্রাচার্য জগবৃত্তি পরমানাদ্রকুণিপিপম।

নিচ্ছায়তত্ত্ব সুকি: গতান্য গোপকনক।

চত সুখাৰ্থরাতিনূরাগুলোমীতে ন সুকিরিতি

বাক্যায়ে। দারবাধাদিরনবতন্ত্রায়জাপি কর্মণ ফলসিঙ্গু-রীত তার্থ রাগামুক্তিরাজ্ঞি গমনে স্বাগতমাত্ম প্রধানলে তু

নত্রানামিকে ফসল ন স্থান চন্দ্রা বন ব্রাহ্মণকালান তত্ত্বাবধ-বাবশমালাভঃ স্বাভাবিকতা বিশীৰ্য বিশীৰ্য।

চন্দ্রাবালতঃ অপূর্বৰ্যাপলাত খালিতে বিশীৰ্য বাবাধিত।
ভল্ল জানান্তি চেন্নাভিভিষ্য সাধায়ান || ১৫ ||

দ্বারা ভূতিবিভিন্ন প্রকরণান্তি বিভাগামাচিব্য বমাধিয়তে। যথা সুতন (গীত।।২০৯ ও শ্লো।৫৪।)

ভল্লা মামভিজানাতি গোবাক্ষ সবাক্ষি তচ্চত:।

তত্তাসা তত্তচে শালকা বিশার্য তন্মন্তরম।।

তচ (তৈত্তিরিয়সং। ২৩। ২২। প্রথম। ৪০২) পুনস্কা গার্ভেয়মূত্রিতাতে বিটক কারকশূল্য ব্রাহ্মণশূলজনাচ্যুতাম। যথাপি প্রত্যক্ষিন্দ্রস্কণ্ঠ প্রজ্ঞাপার্থি প্রত্যক্ষযোগী নি স্তুতেরগ্নায়ঃ তথাপি ব্রাহ্মণিকীয় রাত্রেতে ব্রাহ্মণিকীয়শ্চারনপায়বলায়ন ন প্রত্যক্ষগমন্ত্র।।

কিন্ত তহশার্দে রতান তথা দর্শনে ব্রাহ্মণশূলচর্যানাশনমাত্রন্ত্র।

তথাচ হিন্দু পর্যন্তনান্তরাদিতি তেষ্ণ দৃষ্ট:। তথাচি যদি কেবল জানান্তি বদীক্ষণ নয় নয়। কিন্তু ভিজানান্তিত। ভল্লা পূর্বে শ্রতস্থানুস্মরণে। তথা ভক্তপ্রজাপুর্বকার্য তন্ত্রযজ্ঞতথাগত-প্রবর্তন।।

একান্তর প্রাত্যাধ তত্তাত্ত্বায়ভিভিন্নবিভাবনায়ে হতীতি ব্রহ্মবিন্দুনগরায়াধায়ত্বদিতি। কার্যবাহীয়যোগে ততস্ত বাণীয়াদিত্তে বাৰ্তী স্থনীতি স্বতি বিশার্য:। তথায়েত মূলি।

কিন্তু ন্যায়প্রাপ্তানুসারে দৃষ্ট। এত্যবাদে স্ফুটকরোমন।।

প্রাপ্তং চ || ১৬ ||

ভল্লা মামভিভিষ্য পূর্বে ব্রাহ্মণাথযায় কর্তব্য দ্যতিভিধায়

(গীত।।২০৯ ও শ্লো।৫৪।)।
বল্পত: প্রয়াজ্ঞাম ন ভগ্নিত ন কাভৃতি।

বস্ম: হরিবু ভুরেষু মনোগ্নি সহস্তে পবার্থু।

রাজ্যজুগু। তথান তু মনোজ্ঞাতি মনোধ্যাজনাভাৰু।

যুক্তমুখবাদলমিতি। ১৬।

এতেন বিকল্যাণপি প্রতুত্তু। ১৭।

এতেন মনোজ্ঞাতি নির্য্যাতি মনোধ্যারচ বিকল্যাণপি

মনুন: নিরাজ্ঞত হতি মনতবাম। মনোনিক্ষিপ্তারেকঃ বিকল্যাণে

ভবতীতী। অপিবহাত্তু সমুষ্টেবাঙ্গনিতি। ১৭।

দেবমণ্ডিতনির্মক্তী সাহচর্যায় ত। ১৮।

বাচিদেবে শুয়োতী (শেষাব্দে শোনীয়ে) ।

চহ্য দেবে পবৃত্তভাণ্ডা দেবে তথা গুণী।

তথায়েতি কাঠিতা শ্রণী: প্রকাশনে মন্দাব্দান: ।

চন্দ্ৰ দেবমণ্ডিতলীলাতঃ দেবে মন্ত্রায় দেহত: গুদুভক্ষে

মণ্ডিতায়। সাহচর্যী তার নামভক্ষায় ভক্তা ঘটতে।

ইবৃহংলেবতাক্ষারাধিতা: মুখব্রজ্ঞানতায় ভবতীতী সা-

চর্যায় নির্ণায়কো যোগস্তু ভাবিষ্টস্বরূপ-

মুখকমতত। ১৮।

যোগস্তু ভাবিষ্টস্বরূপস্বাত্ত্বিকায়। প্রয়াজ্ঞায়। ১৮।

যোগ: পুত্রাণাম ভক্ষয় চ ভবতি। যাস্মিতামগ্নি-

মায়া ভক্ষাময়িষ্ঠায়। গুসু (পূর্বিযন্তামোহামায়। ১৮১।


digitized by Google
পালো। সংখ্যার চ পরামর্শকর্ত্ব: সমালোচনা দিতিসাধারণ প্রখ্যাতিশীল ব্যক্তি: কথামূল্যবিশিষ্ট আচার প্রকাশকার কথা প্রয়ালে বাজারপ্রাঙ্গন তথা র্যাদিন্দীকার রোপণ রতন। তদব্যতাব্বকগুলিতে জিজ্ঞাসাত। কেবল জ্ঞানের যে জ্ঞানের অপরাধগুলিতে মনসঃপরিপঞ্জন নির্দেশ হয়। এবং বিষয়বৈদ্যবিজ্ঞানি ভবিষ্যৎ মন্ত্রাম। ০৮ ||

সংক। বেধ বেধ। পালো। সংখ্যার (২০০৩) ইয়রপ্রফিক্ষালী দিতি পরামর্শকর্ত্ব: সমালোচনার কথা। তথা সমালোচনা প্রকাশকার ভাগভূকজন নির্দেশকর্ত্ব: সমালোচনা মন্ত্রাম।

গৌণ্ডাল সমালোচনত। ০১।

তথাপি সমালোচনার গৌণ্ডালিতে না প্রখ্যাত তথা সমালোচনায় সমালোচনার সমস্ত হয়। অবত দিতি বাক্যপ্রকৃতি৩ (বেধ বেধ) তথা বাক্যাং প্রণাম। ১। তত্ত্ব- আদর্শভাবত নির্দেশ হয়। ০১।

সেই রাগালীয়ত। বিভূতমায়ানান্ধলাদি স্বল্পত। ২।

বেধশালাস্রাহাবাড়িকি স্বল্পত। বেধশালাস্রাহাবাড়িকি বাক্যমূল্যর সমুথা শেখে। তথায় শুভ (২০০১, সংখ্যার ২।) রাজতীরামীতিতে সংক্ষেপ। । সুন্দর ও নিবন্ধন। সামাজিক অর্থন পরস্পরধারী ধারণা ঘটান।

বিঘট রাগালীয় শেখ ইন্টন ইন্টন। বিভূত রাগালীয়।
यथा बुधमाणेष न्यायायतं किंतु अवसादास्तेन तद्भवत्।
तथा चेत्स्वरमधुरिंयं राजस्वदियति विद्वानुवधिं मेघानुगुणः चोपाधिः।
मथास्वक्तिको यथा (गी. ३०९.३)
श्ल. ४) चजन्न वाल्किका देवानिमादिणा वाल्किकालकोंसं-
न्यातिति।॥ २९॥

नवें धर्मिकाक्षातियोगिनिः धार्मिकश्वन्त्रात्॥ २५॥

नवें भजन सुखं तथा भक्तवर्म मुखालम्। एतन्त्वर्षीव
विशिष्टं चक्षुर्देवं सदृशं (गी. ३०.६।श्ल. ४६.४७)।
तपस्विभाविको चंगी धार्मिकालिं मनोगतिं।
कर्मभावधारिको चंगी तस्मातांगी भवार्जुन॥ १॥
धोगिनायमपि सर्वं भूलनन्यानवान्नान॥

अध्यात्मान्य भजते ये मा भैं मे वृत्तान्तमा मतः॥ २॥ दृष्टि।

तथा बिश्वेष्वरान्य तपस्वादिगामिकान्नमिति विशिष्टामु-
णामाधिकां क्रमार्थिति मलायम्। न अखलकाः मुखान्ना-
धािकामुपपद्यते तस्मातांकिः प्रधानमिति॥ २२॥

सुधर्थिनायापि तद्वर्षोत्परिष्ट्रार्यं पठति।

प्रस्ननिद्दपायः माधिकानिग्नि॥ २३॥

तथा हन्तेऽगंपि द्राक्षाध्यायास उदाघरणम् (गी. ३०१.२)
श्ल. ०१-३)।

एवं यत्तत्वादिः चय भक्तात् परमपावते।

D २
वे चाणक्यरस्मिष्ठ तेषां के चाणक्यरस्मिष्ठास: ॥ १ ॥

दति प्रशः।

मथविष्ठ मनो वे मां नित्यवज्जा उपासन।

अजूषा परिभोजनसाय शुचितित मतः ॥ २ ॥

वे चाणक्यरस्मिष्ठ वर्षसात्र तुषारामतिः।

शर्वाचारस्मिष्ठ च कृत्यश्रमस्मिष्ठ भृत्तम् ॥ ३ ॥

विभिर्मेधिष्ठायां च वर्षें बमबुद्ध्।

ते प्रामुख्यिनि मात्मेव वर्षेन्त्रतिं रताः ॥ ४ ॥

कृष्णेषुधिकर्षाश्रस्मिष्ठायां जानानित्यामतम्।

अयोक्ता हि गतिरुखः एवेतिन्द्रवर्तायायेः ॥ ५ ॥

वे तु वर्षाषि कर्मांशि मां वर्षें मलावसातः।

अनश्चेत्य शोधन मां भयान्ति उपासते॥ ६ ॥

तेषानि बमबुद्धां शक्यमुनिस्तारसायानः।

भवामिनि व विरातपार्थ मथविष्ठितमावसातम् ॥ ७ ॥

दति निर्दुपदम्। तार्यां भक्त: प्राधान्यविष्ठ: नार्यावाद-लमायाति।

प्राधान्यन्दुपदम् हि निर्दुपायाय अनश्चेत्य न भुतायान-मिति।

कृष्णारुछानानेन कृष्णारुछानेन होऽभाधिकमेवति ॥ ८१ ॥

अद्वृत्ताश्रमकुशानि: अद्वृत्ताश्रमकुशापिषाचिः निराकरोति।

नैव अद्वृत्त तु साधारणायात् ॥ २४ ॥

भक्तिनं सर्वथा अद्वृत्तेन प्राधान्यिनया अद्वृत्तीय: कर्माचिच्छान-क्षङ्कान। पश्चाविष्ठोऽभंभिरिति ॥ २४ ॥
নতুন নতুন চানবিশ্বাস || ২৫ ||

(গীতা ৪:৩০)।

ধর্মানন্দ ভরতে চো মাণ্ড মে চুর্যন্তো মতঃ।

দৃষ্টি হি সুতম। তত ভৈর্ন স্মারকাপার্যাতি স্মারকালে প্রতিরূপ্যায়প্রতিভায় স্মারকায় অন্নকালান্ত। অন্নঘাত তাকাস্মি স্মারকালক্রিয় ক্রিয়ান্ত। তম মহারায়ণীয়-ব্রহ্মাণ-ব্রাহ্মণান্ত সাধনাবন্ধনী। স্মারক্ষাত্রে উদিত ভেদন কথনান্ত। ২৬ ||

স্মারককাপ্ত্যত ভক্তিত নমোনিতানায় সামান্যায় || ২৬ ||

স্মারকার্জন্যে স্মারকাকার্জন্যে স্মারকার্জন্যে স্মারকার্জন্যে স্মারকার্জন্যে স্মারকার্জন্যে স্মারকার্জন্যে স্মারকার্জন্যে স্মারকার্জন্যে । ভক্তিত মনান্ত প্রবৃত্তইন। ভক্তিত প্রস্তান্ত স্মারকার্জন্যে। অন্নঘাত তাকাস্মি প্রস্তান্ত স্মারকার্জন্যে। অন্নঘাত যথার্থ তাকাস্মি প্রস্তান্ত স্মারকার্জন্যে। নত স্মারকার্জন্যে প্রনবালকৃত ক্ষেত্রে তাকাস্মি প্রস্তান্ত ভবিষ্যদ্বন্দ্যি। তাকাস্মি শ্রীমতী ভবিষ্যদ্বন্দ্যি ক্ষেত্রে। কিন্তু প্রস্তান্ত ভবিষ্যদ্বন্দ্যি ক্ষেত্রে। অন্নঘাত (স্মারকার্জন্যে । রূপান্তরিত স্মারকার্জন্যে। রূপান্তরিত স্মারকার্জন্যে। প্রস্তান্ত ভবিষ্যদ্বন্দ্যি । প্রস্তান্ত ভবিষ্যদ্বন্দ্যি। ॥ ২৬ ॥

দ্যাচ্যাত্মায়ঃপ্রস্তান্তের উদিত বিশ্বাস স্মারক্ষাত্রে স্মারকার্জন্যে বিশ্বাস দ্যাচ্যাত্মায়ঃপ্রস্তান্তে স্মারকার্জন্যে বিশ্বাস দ্যাচ্যাত্মায়ঃপ্রস্তান্তে ॥ ০ ॥

স্মারকার্জন্যে প্রথমোক্ত্যাচ। ॥ ১ ॥
तत्स्य भक्तः शार्यान् प्रस्तारान्त्रिकावृत्तेन निप्पायल्ले साध-नानारूपेचा तचानात्मकासाधनं ज्ञान वस्त्ररक्षासाधनानायपर-अविनिष्ठति तेन्द्र विवेकाय दिश्योघायायार्धाः।

बुद्धिवेत्तुप्रभुतिरामिनित्वधृत्यविवाहानवन्॥ २३॥

बुद्धिवेत्तुप्रभुतिः वा चचिचणि ज्ञानिवेशया तथापि तद्दृ-ङ्गं अवशम्मनमनिहितायायागानिवारीनां तस्थिपत्येवत्तुप्रभुतिः। तत्किं वज्रव धरे ज्ञान ज्ञानय दृत्त्तिन्यायान्तूभावं न्यायान्तूभावं कथणते उत चाववविनिराक्षनम्। तवस्तेति भक्तिपरिशिष्ट-पर्यंतं तद्दृङ्गिरामिनित्वधृत्यविवाहानवनं च यथा श्रीशीतावश्यामाननि विशिष्ट-श्रीघातात्म यावदैत्यमनुव्यानं ज्ञान स्त्रियाः तथा इत्येव-कारकलामासानेमानित्वधृत्यविवाहानवनं ज्ञानासानुप्रियं यथात्मव-मिति॥ २३॥

तेषामुक्तानां यानिकानि तदनुसारं तु न प्रभतय दृष-चन्दचन्दरम्।

तद्दृङ्गानां च॥ २८॥

तद्दृङ्गानां गुर्जुनगमनवेदाविरोधितकालसम्मानमादीरीनां-सम्प्रणाली युक्तम्। तद्दृङ्गानात् ज्ञानानि रूप्येनापरिति प्रधानोपकाराय चमनम्॥ २८॥

द्वारानं बुद्धिवेत्तुप्रभुतिरामिनित्वधृत्यविवाहानवनं॥

तामेवत्थपरं काष्ठप: परत्वान्॥ २९॥

तां बुद्धं परमेश्वरै: उपाधिमदिष्टिमणिः निम्भेथ्यवधानं।
काश्य आशाय नयने तुन: जीवात्मकः परलात्ते ते: खण्डानाय पराणाखषेतिचितलात्। एतानाते जीवात्माकान्तं भेद दत्त॥ २८॥

आत्माकपरं बाद्रायणः॥ ३०॥

बाद्रायण आशायः पुनः गुजात्मानविषयविषयोमेव मनुते तथाच सन्न (श्लोकः ३०४। पाठ ९। श्लोकः २३२) आशायित लब्ध-गच्छन्ति ताहनं चेति। एतानाते जीवात्माकालमन्याया मिथालाक्षुद्विदातामाचारचबुद्विदातनामास्तु नदीव मुक्तिन-फलाचेति॥ २०॥

उभयपरं शाख्यं प्रचाणपलिन्ध्यम्॥ ३१॥

शाख्याय आशायंसम्भवपरामेव मनुने कुतः प्रत्येका चि वेदाखशा शून्ये (श्लोकः ३०१।१९।०१) चवे खलितं प्रवृत्ता तत्साधनानिति श्रान्ति उपासित। दश्युपक्रमस्य एव म आत्मानानध्य-मेतद्वैतनिन्ति: प्राणाभिषेकविवाहितानिति च खाद्या न विढिकित्यानि त स्थान शाख्यायः शाख्यायः दत्ति विढिकित्य तदुभवविषयविदे: ब्रह्माभिप्रायलघुप्रथेश्वरविज्ञ-ब्रह्माभ्रवभावलमात्। (तैत्रियोपनिषद् ३०।३।पाठ ३। सन २००३।)

बब: प्रावादाधिकारमयंश्च। पूर्वशाख्याकार्यायाय विज्ञानित्याययथागिरिवः। वसुता वेदाखशा भगवत्कलकस्ये।

युतेनुम (तैत्रियोपनिषद)ः। पाठ ३०। सन २००३। दक्षिण ४)।

तस्मायामपि तथापत्तं तदाश्रयो न अन्द्री।

जन्माधिकं निःश्रीरे तस्मायृज्ञानादाशायत॥ दत्त।
উপপাদ্য মত্তে শিব খসু পরমেশ্বর্যবস্তবার তথা জীব- 
শ্রূপত্বা অ তথাচ স্মৃতি (তেজীয়ীয়পূর্বে ০১৪২) যথা তাল বা 
হৃদর্শি ভূতানি জাপানে চেন জাতাচি জীবনী যত্র প্রয়াজমঃ 
বিষ্ণুনীতি তর্কিভাষ্যায়ক। তথাস (গীত ০১৫৫। পাণ্ডু৩)। 
মহেরাধে জীবেরাজ জীবন্তু বনানত হিৰু। 
তথা কিং কক্ষাপরমশকমূ। তথাসায় (কাল ০১৪২) তথ্য 
সাঙ্গাদিভািকে ভয়বেদাভ্যাসিতে ভূতবিষ্ণুমধ্যে। ১৯। ম 
বিশ্বযাদি দিন্তাহিন্তি চেন্নাভিধানবদ্বৈষিক্ষায়। ২২। ম 
সাঙ্গু ভাববিষ্ণুবনভ ন বিশ্বাতি বিশ্বাদৃত। বিমাং দি অগ 
লক্ষটীলিপিভন্ত তদবর্ণলিপিবিষ্ণুমিদিতে মিত্রী যত। 
যথাদি কেদারাঃ কেদারপ্রজ্ঞামিতি মধ্য তথ্য খ্রিস্তায় বৈধ 
অধ্যায়ঃ খ্রিস্তাভেদাভ্যাসিতে পদ্ধে ভাষায পদ্ধে ভাষায পদ্ধে 
বিষ্ণুবিষ্ণু বুঝে হিন্তী ভাষায। অর্থ বিশ্বকথায় 
স্থানায খ্রিস্তাভেদাভ্যাসিতি মধ্য তথ্য খ্রিস্তায় বৈধ 
অধ্যায়ঃ খ্রিস্তাভেদাভ্যাসিতে পদ্ধে ভাষায পদ্ধে 
অর্থও কেদারিকৃতাকাধুতপ্রকাশীপি ব্যাখ্যান্তি ভান্ত। 
লোকাযক্ত স্বাতুত | ৩২। 

তথা শিষ্ট: পর: খাদননামাং বিশেষান। ৩৩। 

নবেম ষাদ্য জীবপালীমায়াদ্যাভিয়িতী পরমেশ্বরে প্রথমে 
বাসায় প্রকাম্। প্রকামে অভিভাবকঃ কেবাদে— 
জ্ঞান প্রশ্নের যুগলততি ব্যাখ্যান। ৩৩।
ऐश्रयं तथोऽतीत चेन्न खामाव्यान् ॥ ६४ ॥

नचेर्वे कृष्णादिव्देश्यं कर्त्तालादिस्वरूपं परमेश्वरश्च बाध्यते
वैभवं लात्मकं प्रतीतीलावतं कृष्णादिव्दितिधर्मं कर्तव्यादि: पर-
मेश्वरश्च खामाव्यान्। नवि वक्षेर्वस्याभाष्यमन्यथा भवति।
तत्त्वाद्वाभाबविविदमुपाधिरिति। श्रन एव दर्पणादिप्रति-
पलितविषये भाषितं मात्रारत्नादिवारंभिकं छन्तिसङ्गाक्षाय-
दिखामाव्यावधः एवेति ॥ ६४ ॥

ननु परमेश्वरश्च चयमेशर्यं जीवानां तु कथमागलुकं
कृष्णादिचित्वं चेतुमास ।

अपृथिष्ठैं परंशृः तद्वाः स्नेवमितिरेवः ॥ ८४० ॥

नवि कष्टामाणि श्रुति: परमेश्वरश्चैष्ठं प्रतिष्ठानमस्थः चेत
प्रतिष्ठानमाणि वाधितं खान्। प्रक्षत (हृः१०२०१२०४) चया-
खुजया द्यायादिनं तथा खामाव्यावधानमि। नच जीवके
प्रतीतिधर्मायां कारणमस्थि हरिवेश्वरलां यदैव मुखात्।
तद्वितर्यां तु जीवानां नैवं खामाविकं: कृष्णादिः: कष्टात्
तद्ध्रावतू। सूक्ते द्वि (हृः१०४३०४६१७) परं ज्ञातिकी-
हपस्थायते खेन रूपेश्वरविनिष्ठं द्यायादिरिचि:। तथा खा-
भावले नोपपत्तते। उपपिलेतापिय श्रद्धा परस्य कृष्णादिखभावः
खान्। नचैव दर्पणादिवालस्वरूपस्यादनुपपत्तापि जी-
वानामैलपिकं संक्षपिततिरित। चाचर्क परस्यापि मायापा
धिकमेशर्यं तथापि तद्विपि कदाचिदिर्पि नामवन्तः।
जीविपाधिबुद्धिनां तु परम्परा वदामभवनाखय एत। नभी भगवता माया श्रव्दः चीत्यते जीवानामननलेन तत्संसारस्वद-अजनाधिकृत्य महवत: प्रहृतेरावस्मकलादिति। एववः (ह्रद्धारा०। प०३२०) श्रयन्त्रेऽ लेलायतोवेद्यादिरुपति: (ह्रद्धारा०। प०४२५) अयात आदेशों नेति नेतिययादिरुपति जीवविषय-विषयेति॥ २५॥

सर्वानुते किमिति चेत्तीविकुद्ध्रानंत्याः॥ २६॥

अथ कदशा सुत्तकारं यदा सर्वबुद्धिनां विशेषत्तदा परिपरिते: खित्य प्रेयोजनाभावात् तस्यायनलयेये किं क्षत-मैश्यैं खन्याव दति चेत्तीवं भवति। जीविपाधिबुद्धिनामनामन-कलात् तांभ्रकाश एव नासहोति युक्त स्माभाविकमेवर्यम्। नच प्रागभावाः: प्रतियोगिनकाश्रमादितिहवतापि काशः क्षयाभवति: विद्वति। अर्थेकदा सर्वो जनितप्रतियोगिन दति चेत्ता यथोजकलात्। सर्वार्थांशुभियकाशानमानां यन्त्यनतः-भृण्यम्। अथवा सर्वो प्रागभावाः: कदाचिद्विजनितप्रतियोगिन दृष्टुकामानां अवस्थानाधिकरणः प्राकाशः सिद्धत्। अथवाहार-वायुः: स्माहिति इत्या यात्सा युक्तवधयस्य िति चेत्ता विनिश्चिमुपायतविजयस्य तस्याधिन्यैप्रद्यम्य तत् प्राकाशः प्रस्तितिरुखः। प्रत्यति सर्व-स्माहितिः तत्स एव एवाप्रत्यमस्य दति॥ २६॥

अथोपादनकरणमविश्वेषे चतुर्परस्म बाजीजीकं तदा विकारितवं भास्म गदान्धितविद्यत उच्चते।
प्रकटिताद्वैतकार्यं चिन्तख्यानावृत्तमानानान। ३३।।

प्रकटितां वज्रयोक्तायां कार्यां च। सा विकार्यं नतु
ब्रह्मात्मकामृत्युतमध्यं प्रकटितं नगरमेले च परस्य कर्तलांदि।
नच प्रकटितेऽवैतर्यं चत्त्रै तनुं प्रकटे जीवानमस्त्रयमग्नात्।
तेषां प्रकटे: परलात्। तस्मात् प्रकटितचक्रमर्यादिशक्तिमल-
राशीकायं परस्य कर्तलादिखाभायमतिन न विकार्यं। नन्दि
मायायं द्वैतं मायार्यामायाकार्यं भवतोपि। द्वादशं तारा-
कोण कार्यलखमेव विकार्यें तच वर्तते तथा तत्वप्रति चौरातिवच
ख्रूपपरिवर्तिनेन विकारितमल। यद्या ख्रूपकार्याचेतु-
लेयं घरं प्रति द्रष्टादिविविकार्येंतमति। तदेवेऽवन प्रकटाय-जनार्थितव। ३३।।

ननु मायापादास्ते मायायामेव जगत्य प्रतिशिष्टत तत्त्वाः
कथं (तैत्तिरीयकलैपनि। कृष् २७) तस्मात् सवि प्रतिशिष्टत-
निश्चित मुख्या जगते ब्रह्मात्मिष्टा प्रतिपाध्य एव ब्रह्मचार्यगम्य।

तत्सत्त्वाः गृहरथवत्। ३५।।

तस्मात् ब्रह्मार्थप्रतिशिष्टान्मविशेष्यं गृहरथवत्।
चत्या रंगमध्यस्पैथें स्थितार्थिकां रावणे निरीक्षण पोठे नित्यनारा
व्यपदिष्टं तदत्। ३५।।

ननु तत्त्व प्रकटियेव ब्रह्मात्माराविद्यमेव नेतुचते।

भग्नाश्रयादुभयम्। ३५।।

ब्रह्म प्रकटिष्टाभयमपि कारणम्। परस्यरं चेतनास्तिचेतनाभार्य।

य २।।
श्राविष्णुप्रति सन्तोषीयं महामुनि। [४०२०४०]

श्रावनाय श्रावकिनिधियाय चापेचित्तलात् किं कथापेचित्तमिति॥ ३८॥

ददानं श्रावले वावहारशाहवाय पदारथांविश्वनमुच्यते।

चेल्याचित्तेन दत्तेयम् ॥ ४०॥

चेल्या प्रक्षतं: चिदु स्रषा तत्चारं दत्तेयम्युज्ज्वरमन्येऽचेत्यं।
ननुं न दत्तेयम्युज्ज्वरमन्येऽचेत्यं विद्यासिद्धिभं चौचान्त द्रति चेत। अथवय:,
श्रावमिच्छे मातलं प्रक्षतं भिन्ने च शेषां निजित्य द्रति॥ ४०॥
अथ प्रक्षतिपुष्पायूर्ज्ज्वरसम्भवे सर्वकार्यधिकोपण:। समाबो तु
ेक एवं दत्तिय द्रत्य भाषा।

युतो च शम्यायान् ॥ ४१॥

भिन्न द्रत्यवस्थानं। तै प्रक्षतिपुष्पः श्रावमिच्छा परस्यां
प्रतिभासम्भव्ये न लागनु: कस्मृतं कस्थान् शम्यराधात्
श्रावन्द्यादि। तथाच सुनात्याम् (शोध्या ४०४०) प्रक्षतिः
पुष्पं चैव विद्यासिद्धि उभापतिः। श्रावन्द्यादि सम्भवान्
परमक्षितं चेत। श्रावण्ड्यादि विद्यासारलयादि। ॥ ४१॥

ननु प्रक्षतिमिच्छे मायाच्छलात् तत्सः (श्रेष्ठसः ४०४०)

मायां त प्रक्षति विद्यामार्थिनं तु सहेष्वरसम्।
श्रावन्द्यादित्य:। तत्सच कथं वषं वर्षं पदार्थं द्रत्य भाष।

श्रावन्तिवाच्चल्यानं चेदम् ॥ ४२॥
দৈব্য প্রধান নারূতন ন মিথ্যা ভবিত্তমহাতিক কুন্ত: রাক্ষসলাঞ্জিত। নির্ণ মাত্যাচার চালনাধিকর্তা বিনা বিদ্যমানগুলিকাত্মক প্রভাবক। কিছু (কথা ৪০১০৪৩) কুতু খলু মাদ্যেক খাদ্য, চক্ষুতেতিতু জ্ঞতি: কারিকালেন কারণগুলি বদলে সর্বপ্রাচের নামতলম। অত্তিতু সর্বদা মায়ানো অভিলো মায়াধূষানি চেতনাতঃমাত্রায় প্রাক্ততমগুলির লাগানিয়ক্ষেত্রিত। নেহাসিতায় দানিরিচিতি মহাকালের সহায়তায় একাধিক প্রাক্তন খাদ্যচালনায় মানুষ যত্ন, এবং সর্বকার্য্যী মিষ্টি অবির্জন দৈত্যকার সূক্ষ্মকারিতা প্রতিষ্ঠিত।

গাত্র প্রায়শ্চিত্রী চর্চা প্রত্যক্তমুখরতি।

তত্ত্বেনুষ্ঠিতঃ গুম্ব লোকবিশিষ্টঃ। || ৪৫ ||

যদ্যপি জানামুদ্রিষ্টমুদ্রিষ্টক্রিয়ায় মূল নৃনরস্কুল দ্বীপেভূমি মাদ্রনা প্রতিবেদনে ভলির অস্ত্র দ্বীপস্রষ্টাহকারবিশ্ব-ক্ষয়ণা পরিগতিতাতে প্রচলিতে নির্ণীত ব্যবস্তে বৈজ্ঞানিক অনন্ত। তথাপি তথায়সো লোকবিশিষ্টসীমাবদ্ধ। এবং যথা লোকবিশিষ্টসৃষ্টি তত্ত্বায় অধীনসৃষ্টিতে লোকবিশিষ্টসৃষ্টিতে তত্ত্বান।

ন কেবল লোকবিশিষ্টের ভবন্তি মহাবিশ্বের স্বতিভোজ্যপি তাকি শয়নি বাদলেন সর্ব্বাত্মোত্তম।
সম্মানবক্ষিনৎ
প্রীতিরি হেতবিচিত্রিকাস্তমধ্যমানিততত্বপ্রাপ্তনান্তণীয়স্বর্ণধ্বজাপ্রাণিকুড়োঁয়ান্ত চ স্নায়বেশো
ব্রহ্ম্যান্ত। ৪৪।

যথা কৃত্তিবাস স্মারনম।

প্রত্যায়ন তু ন্যায়ে মূর্ত্তিভবন্ত ধনন্তবঃ।

ন লঙ্কায়িত ধর্মমাত্রা ভক্তা প্রেম্মা চ সর্বতৃত্ব। ১।

বক্ষিনৎ যথা ধ্রুতাকরঃ।

প্রচ্ছদন তথায়িত গৃহীত পশ্চি চ তাদৃশি।

বম্বর সেচে তথােয়ে বক্ষিনশমিতি নৃঃ। ২।

প্রীতির্যথা বিদূর্কা। (মহাভারতে। উধ্যান। অশোকে।
শ্ৰী ৬১৪)

* যা প্রীতি: পুণ্ডরিকাকাচ তথাগত হন্তাথায়ে নিদ্রানাম। ৩।

বিহীর যথা গোপীনাম। (বিষ্ণুপুরী। ধ্রুপো। অশোকে। শ্রী ১০৩)৪।

গুহীমাময়তা বন্ধু কিং বাহীম ন: চতুম।

গুরুত্ব। কিং করিশিলি পাদান্ত বিচ্ছিন্নি। ৪।

ইতরবিচিত্রিকাস্ত যথা কৃত্তীপিন্নাতিবিন্যাস। নারদ্র।

শ্রেণিকৃত: জ্ঞাপঃ যথা জ্ঞাপবেন ব্রহ্মরাজ্য।

শ্রী ৬৩৩৩)

যা মে প্রীতি: পুণ্ডরিকাচ লক্ষ্মনসমুদ্রথা ইতি মৃতিষি-
মহাভারতপাঠ। ||
नन्हु शक्त लया द्राम्न प्रेमकामपि कामये ॥ ५ ॥
मचिमठूँ थया चमख।
नरके पच्चमानशु चमेल परिभाषित:।
किं लया नार्तिता देवः केस्वः कृपणाशनः ॥ ६ ॥
(विष्णुप० श्रृङ्गे १। श्रृङ्गे १०।)
खपुषपभिविशेष पाश्रयम्।
वदति चमः कित तख वर्णमूले।
परिहरस मधुसूदनप्रपन्नाम।
प्रभुरहमन्नूणां न वेश्यावानाम। ॥ ३ ॥
तद्यथा प्राणाखंतिरथऽथ चन्द्रमतः।
तेनवैकम्। (वाश्र्यीकथा।
उत्तरकाण्डः झ००३। झ००२।)

चावतः तव कथा सोऽके विचारित च पावनो।
तावतः खाद्यामि मेदिस्यां तवात्मामनुपायणः। ॥ ८ ॥
अथवा कलक्ष्यानामपि गार्गराडोनां तदेकाराधनायेऽ
प्राणधारणम्। धन्त एव शुरू:। (भारतेन्द्रियो। ख०२४।)
यं सई देवा नमसि मुमुचवे ब्राह्मणविदितै। ॥ ८ ॥
तदर्यतराष्ट्रकु वसेषपरिचरख (महाभारतः झ०१।
श्रृङ्गे ०२। झ००२।)

श्राक्षरावहं धनं चैव कल्यं वाचनं तथा।

* एतद्वागवतं वर्मिमिति तन्म प्रेचिते तहत॥१०॥ इति।

* यत् तद्वागवतं वर्मिमिति तत् प्रेचितं सर्देरति सुहितः
महाभारतपाठः ॥ १५ ॥
বলভট্টনেন তথাচ বৈষ্ণবী প্রাঙ্কাশ্চ প্রশিদ্ধঃ। উল্লভ তেনেত।
(বিষ্ণুপুর ৰংশের। অষ্টম। সেতুপুর।)
এবং বলভট্টনেন মহারথীবিভাষিণী।
কার্যেরা পাষ্টিৰীতি পরিকল্পনায় সর্বভুতং ঘটিন। ১১ ই।
তথাচাভাসিকান্ত প্রাঙ্ক হলামাগটেঃপি ভগবতি মহারথী।
তেনেতো কৃম। (মহাভারতে। ভীষ্মপুর।) প্রশ্নাণ মাত্র পাদ প্রাঙ্কনায়।
ব্যাখ্যাতাদ্যবাহু গোষ্ঠীয়ে। ১২ ই।

আদিশব্দং ঐক্যান্ত চিত্তিতান্যধি ক্ষষ্ঠানি। ব্যপি
দৈত্যবিপ্লবতারায়ণচেদকমুক্ত তথাপি তত রাগিনিনিনাচ চ
আস্তিকশিক্ষায় মূল্য আর্য্যবিশালত্বের বিশেষ হৃদি। ৪৪ ই।

নন সন্তোষনরাগিণাং তদন্তু তাহাতরতম্যম দৈত্যায়ের
ভর্তী তথাপি কি মোচিনি নেত্রায়।

দৈত্যায়ে নেত্রায়। ৪৫ ই।

tদাস্তক্ষণেব। চেতাং ভগবতা দৈত্যায়ে। (মহাভারতে।
অলু। প্রো। প্রো। ৪ ই। তুশু।)

ন কোথা চ মাযাকান্ত ন লোভে নাশুবো মতিঃ।
বিরচি জরপুকুরানাং ভক্তানাং পুঞ্জযোগমে। হৃদি।

বিষ্ণুপালক্ষ দৈত্যায় সখ্রাণ তত। পরাভক্ষভূতাত
মৃণালিকাৰ্য কর হৃদি। ৪৫।
श्रीमद्भागवतम्

खण्ड प्रथमः ब्रम्हावतारिकम्

नमः श्रीमद्भागवते

तदाक्षेपोऽसः प्रादुर्भावविश्वायः वा।

वा परा भक्ति: प्रादुर्भावविश्वायः भवति कक्षादिद्रोहा

तत्स्वयमेव वाक्षक्षशतः।

विश्वासः देवजा चालिन सदनः चालिन मामिः।

दुःखात्मात्यस्वरोकरणाम् देवतातरभक्तिनिन्द्रायां वा

कृष्णसः भवति।

येष ये याः याः ततुः भक्ति: अभूतपूर्वतिरङ्गितस्ति।

तत्स्वयमेव श्रद्धा स्वतः तामिब विद्धाधयाः।

ततः येष ये याः याः भक्ति: ददेहादुर्विनायिक्षिती तनुपर्यन्तः

निविर्द्धशास्त्रशास्त्रविश्वाय नात्यचर्यमश्रोते।

परमेष्ठसः भक्ति-रेवेत।

जन्मकर्मविद्याश्रमवृत्तत्।

जन्म श्रीराविनाभिहत्वेष्टितप्रचार्यमीयोधिभण्डकर्मविद्याः

विज्ञातः श्रीरामसरित्व:। कर्मां च वेदप्रणालां।

तत्वनिदित्तः

जन्मभावभावायः भवति। चतुर्थं (गोपा। भूषाण। १०३।)

जन्म भूषणं च म दिवसमेव यथा वैदिकततद्बचते।

तदः दिवसं पुरजनम् नैतित मामित्रेतिः भोजस्याः।

ततः जन्मकर्मविद्यास्तमास्तवलक्षणमधुपपदेः। किन्नु

तद्वक्तमोऽभिशिष्टाश्चित्तीर्थो नद्यशिष्टमेघवर्गेषु पर-
भस्यं जनविला वज्राभावफक्षाय भवति। तस्मात् प्रादुर्भावाः
पञ्चगोचरलं परभवते। श्रव्दादेववागम्यं दत्त। || ४५ ||

तत्थ दिश्यं सक्षिष्माचोक्तवान्त || ४६ ||

(गौ.प्र.०३१।श्र.०८) जनव कर्म c में दिश्यमित्वां किं दिश-
वलं न धर्मजलं धर्मणऽगाभावात् तस्मिनादधारितेऽः। नापि
दिशवि भवलं भुजाकालाचर्याः। किन्तु सीवशीर्षरवव
भस्तोपादानकलमलिपु समाधाशिल्लतलम्। यत्र पद मोच-
भर्यम् गारदं प्रति भगवान्दक्यम् (शचाबारते। श्र.०१। च०१४१।
श्र.०१९५०४)

माधेशा दि मयार चत्त्र चसं पशोऽि गारद। दत्त।

तथाच गीताः (गौ.प्र.०३१।श्र.०६)

श्रृंगारिकं स्कमव्याहार्य भुतानामोगस्यरोपिः स्वन्।

प्रवर्तिं स्वामित्वाय स्वामवस्मि चुगे चुगे॥ दत्त॥

नजस्मैतिकले श्राविन्यायान: भोगाच्यतने भावितिक-
निधमात्। यत्र भोगायतलमेव श्राविन्यमति चेष्टा चेष्टा-
अयलखवते च लाघवाय। चेष्टालं तु भिक्षागता भावितिविशेषः।

नच क्लिष्टव चेष्टा श्रतश्रीरविक्ष्या नद्यवहारापते। नापि
माधवास्तु प्रवर्तज्ञितलमेव चेष्टालं घटादावापि चेष्टा दत्त
अवद्वितिर्यास्याः। भविक्ष्या: माधवास्तु परमेश्वरवर्तवायलात्।

dva परमेश्वरश्रीरवेभक्षायां तक्ष्यश्रीरचेष्टारित्विनीत्रि-
स्याः तावदन्ति। नच तन्तराधिकं तक्ष्यश्रीरव श्रव्दाण्यागु-
पादागंतय घटादितद्वलभावात् श्रलिख्याप्रक्षतिलाचः || ४७ ||
ননু স্বত্ত: প্রযোজনামাত্র কথ্য প্রবর্তন দ্রষ্টযপেবায়ামায়।

মুখ্যঃ তথ্য হি কাশ্যাম্ ॥ ৪৫ ॥

লেকে হি নিদ্রাপথপূঃ খাদ্যায় প্রহর্তুষ্ণ কাশ্যির-ক্যাপ্রেশঃ। নারায় তেব মুখ্য: ঘাপানাগুদঃ খাদ্যায় পুষ্পাধ্য বায়নতঃ প্রহর্তুশ নিদ্রাপথপূলঃ সম্ভবতি। ভার্যপুরুৎ খাম- খাশামাচ্ছিন্তে তথ্য ধনাচ্ছিন্তে তদ্ববছাতে। কিন্তু নিদ্রাপাথাৰজনাতানে ভগবত এব মুখ্যঃ কাশ্যাম্। তেন্নুত এবান্নপ্রযোজনালিঙ্গু কাশ্যায়বহারো গীয় ইতি। তেন্নাত্ত জননিয়াত্রূপাথপ্রয়োজনানাক্ত কাশ্যায়বাহারো গীয় ইতি।

ননু (গীতা ৩০। ৩০) নরায়ণ ও নরাধিপ দ্যায়- দিনা বিভিন্নচলামাপিক ভগবদ্রপুলকচ্ছনারাজাদিভক্ষেরি মুক্তি: খাদ্যিত্যন আচ্ছ।

প্রাণিধ্বনি বিভিন্নিধু ॥ ৫০ ॥

জীবাপাধ্যায়ব্যক্তিবিধেয় পরা ভক্তিনদী প্রাণায়ামিতি- পাণিকুষ্ণু রাজাদিভু রক্ষিতিযুক্তিযুক্তিত। ৫০ ॥

যুটরাজসেবায়: প্রতিদিন্তাচ্ছ। ৫৯ ॥

ধর্মাচরিতে যুটরাজসেবায়: প্রতিদিন্ত: সম্রাটে পরমেশরলে হ তন্ন খাদ্যি ইতি। ৫৯ ॥

বাসুদেবপিনি চেন্নাকারমাচ্ছিন্ত। ৫২ ॥

ননু (গীতা ৩০। ৩০) বাসুদেবপিনি বিভিন্নিধু মুক্তিভাষায় রাজাদিভুতিতে সাধ্যমাচ্ছিন্ত। ৫২ ॥

p 2
दिति चेष पञ्चमण्य एव कुक्त्याकारमाचलात्। यथा परालिनिन भाष। (विष्णुपुरं) श्रेणिः ६। श्री ०२।

वनेतृः नरः शुला वर्णपापः प्रमुखते।

यथावतीर्थे विद्यान्यं पञ्चमण्य नरदास्ति॥ दिति॥

रौद्रविष्णुवाच ॥ ५३ ॥

वासुदेवविषये पञ्चमण्यस्रविन्दा च मूर्त्तः (नारायणेश्वरः-परिणः। अर्थ-विवेकरसि। दशको ६। वाक्पथ।)

पञ्चमण्यं नैवकोपुच्छे पञ्चमण्यं मधुसूदनः।

वर्ष्टितसमूः कारणां कारणप्रमाणलं पञ्चमण्य-रूपमिति। अर्थत् च पञ्चमण्यं च चयये दुष्टानुभावे वर्ष्टितिः प्रति मार्कंधेचनोक्तम् (महाभारते। वरो। श्री ०१। श्री ०१। श्री ०२।)

य: च देवे तत्त्वं दृष्टं: पुरा पञ्चार्यते॥

व: एव पुकुष्याधिः सम्पथि ते जनादनः॥ दिति॥

तथा (महाभारते। श्री ०१। मोचगमे। श्री ०२। श्री ०१। श्री ०१। श्री ०२।)

नपोभिर्राज्यं च हि भगवानिः शुला जनशेष्ये या-भिविधिम्।

नपः यस्य सुपुष्पास्ति च हि भगवान् लोकपूजितः।

तं दृष्टवनस्ते साधारं श्रीववास्तवविभिष्यम्॥ दिति॥

चक्कारस्तु तद्धीशु फलम्भरणविक्रियाः॥ ५५॥

तथि कथं विभुतिः तत्कीर्तिं तन्त्राः।
वृःषिणु उच्छेदन तनः॥ ५४ ॥

(गी० ॥ अ०१०।श००२१) श्रद्धाच्याधारां विषुरित्वादिः
तेषु श्रेयं परमेश्वरसेवितं दृष्टिमात्रायं विभूतिकथनं तत्च
वासुदेवेष्वरे ् वृःषिणु श्रैण्यमित्वांतव्यक्तं चृष्णुविधानायं
विभूतिः वासुदेवको सर्वभिषितं॥ ५४ ॥

एवं प्रसिद्धेः न च। ॥ ५५।।

एवमेन प्रकारे वासुदेववर्धा श्रृःष्णुवर्धतस्या प्रसिद्धेः वरा�-
हृदमिहणामरामभद्राद्रि भक्तिः सुमक्षिणति वेदाम्।
यदा एवं ब्रजांकुजवत्ताया प्रसिद्धैः (गी० ॥ अ०१०। श००५२।)
हृदाणां श्रृःष्णमाहोदयादिविभुव्यासाः श्रैण्यमाचृष्णुद्विमन्तरा
यः। तं कि खान्ते। काश्यं। पू०धभा ॥ अ०१००७। श००८२।)

विषुद्रानां भूयाच्। श्रीजीर्णानां तथा।

तद्वर्तनिक्षम मुखः वाक्यं श्रास्त्रविगतिस्तुम्॥ दृति।

श्रृःष्ण ब्रजांकुजप्रसिद्धः। सत्यादायी। बक्त्वमुर्गलयन
दृति॥ ५५॥

दृष्ट्याचार्यंक्रमेश्वरवितीविचित्रितं श्रृःष्णश्रैण्यश्रैण्यमाचृष्णु
भये द्वितीयाध्यायायम् श्रास्त्रमाध्यायायम्।॥०॥

उक्तिः दृष्ट्याचार्यंक्रमेश्वरवितीविचित्रितं
चयमुखिनारविष्णुया गौरभवनं उच्चये।

भक्त्यं भजनोपसंधाराज्ञाया परायंत्यहुत्वान्॥ ५६॥

(गी० ॥ अ०८। श००१२।)
ভজনন্যসন শালা ভূতাদিময় সম্বন্ধ।

dয়নেন শর্মাধামায় অন্তর্গতপতির ভক্ষিন নাবন তথ্য ভঙ্গীতি নানা (গৌরীন শ্রীত ২০১৪)

শতাং কীর্তিষ্ঠতো মা চন্দ্রো দৃষ্টতা:।

নন্দনালী মাতা ভক্ষা নিশ্চিতা উপাসন্ত।।১১।

ব্যায় তথ্য ভাণ্ডার (গৌরীন শ্রীত ২০১৫)

তো ভাণ্ডার তন্ত্র তে তে কীর্তি যাপনস্মু। হিত

tদুপতি ধারী প্রকাশ (তারতিমীরন প্রাক্ত ২০১৫ গৌরীন শ্রীত ২০০১)

ব্যাপ্ত ব্যাপ্ত নামালী কারণের ভক্ষিন ভজনের

ফলে ভবেদীয় কবর:। (গৌরীন শ্রীত ২০১৩) একাঙ্ক নিবিধি

তথা দ্বারে ভগবত্তো ভক্ষিবল্লায় প্রণুলিত সংজ্ঞায়ামেঃ

ভক্ষিবল্লায় কারিকার্যালায়। তায় গ্রহণ পরবর্তী

ফলভাস্নায় বিধীয়তে তথা প্রকাশালীগ্রহণ বিধীয়তাঃ। নায়ক তথায়

নি:শৈলের উল্যকাল নায়ক ভাবে (গৌরীন শ্রীত ২০১২) মায়কার

গান ভাসনিকায় নাম্বার সমস্যা এবং তন্ত্রাপনন্দায় প্রসাদ

লতাঃ। কিন্তু পরভক্ষিবল্লায় নামানলায় কীর্তন ক্রিকার্য

কোমল প্রকাশের ভক্ষিতে গোগ্রাস্ত প্রতিযোগিত নির্দেশ

পরভক্ষিবল্লায় তে তে পর্যন্ত বিধীয়তে ব্যায়ের্যাঙ্গায়ামেঃ

(গৌরীন শ্রীত ২০১৪) তথা তে তে প্রায় বিধীয়তি প্রায় সাধয়:।

অন্যায় ভক্ষা ভজন তে তে তথা স্বাধীন বাক্য ভিন

তাত। কীর্তিনয় ভক্ষিয়া প্রণুলিতে (তারতিমীরন প্রাক্ত ২০১১

প্রাক্ত ২০১২) আধুনিক ঘূর্ণমূল ভক্ষিতে গোগ্রাস্ত:। স্বাধী

তাত।
वस्तुस्थित सुधादर्शिती। यदा वस्तुंकर्त्ता एवंसिद्ध सुधादर्शिती च वस्तु भविष्यस्त: (श्रवणास्वादः सत्मूलस्य। ष्ट्यै। ष्ट्रं) विन्यास- 
द्वारः। अथवा (गीता। ष्ट्रो। ष्ट्री०२१) चतुर्द्विंशति भवन्ते मात्रिति भवन्तेन दशार्थं च द्वारः। (गीता। ष्ट्रो। ष्ट्री०२१) च द्वारः: 
स्वयं वावेदी द्वारादार्थमानं स्वयं गीताविलित्ति ॥ ५६ ॥

रागार्थप्रकरणिं साहित्य सिद्धार्थ च वेदार्थंशाम ॥ ५७ ॥

एवं द्वि सुतम् (गीता। ष्ट्रो। ष्ट्री०१९) खानेषु श्रविकेषु तव प्रकरणश्च 
अतुष्टु प्रकरणद्वाराध्यायस्ते च। द्रविति। 
तत्र शारदेयावारुगार्थेन कीर्तिनन्द सुकृतम्। तस्काराच- 
यात् (गीता। ष्ट्रो। ष्ट्री०१४)

बतं वाचकनानी भगवं यत्नस्वयं दृढःश्रवत्:। नामही द्वाराध्यायस्ते मन्त्र:। द्वारा फलितंमिति ॥ ५३ ॥

अन्तर्लो तु श्रेष्ठः खुरुपातादेव च काप्पदलान्तरः। ५८ ॥

गीता। ष्ट्रो। ष्ट्री०११)

भजन्यकृतमयस्ते श्राव भूतादिमयस्यम्।
(गीता। ष्ट्रो। ष्ट्री०२८)

ये भजन्ति तु मां भक्तम् सन्धि तेन तेषु वाचम्। 

to be continued...
વતનું ક્રમચંજનો માં વાતના હ્રદ્યના હ્રદભાવના: ||
ગમાણનાર માં ભક્તા નિધયુક્તના ઉપાસના: || 1 ||
યાન્યહેલ ચાલ્યો વખનો મામુંપાખ્ત નીચું પાખા: ||
એકલ સ્વાદ બાદભા ફિલ્ફિલ મારફાના: || 2 ||

tada

અનન્યચાલનાર માં છે જના: પર્યાપ્ત પાખા:||
તેજા નિધયુક્તનારાં યોગેચં બધાબધાસમ: || 1 ||

tada

ચાલની દેવ્યા દેવાન પિઠની ચાલની પિઠના: ||
હુલામી ચાલની હુલાયેલા ચાલની મદ્યાલિગનો સામુદ: || 1 ||

પગ પુંખ ફાલ તેયા યો ની ભક્તા પ્રયાસ ચુકતી.

તદ્દં ભક્તુપદુટમાસ્ત્રસમી પ્રથયતાભાન: || 9 ||

tada

ધૃત કરી ધૃત યાદ ધૃત યાદ ધૃત ધૃત ધૃત

ધૃત તપસ્સની કીંઠાચ તદ્દુ કુલભ સમાપનમ: || 1 ||

guhashubhafalerevand maachhe karbhadhane: ||

taddh ghashama bhadhagam koro ragam. bhakthi-

vajapujanastrashabagram: || drothadrant mashaakham sushwapasashabangun-

shanam. yamakar: shashavatadkarkarabhir: samhagadivya-

yapar. shiyanas das hidha mudhambudechvan ekalapthashrati-

yathya. taddhachintana tu yhamunamrutiyach. yaag: puja

bhagwanamunshum pachiripalanva taddh vishthashravkarpanam...
পরমেশ্বরে সমর্পণ মিতি। ন কেবল মেতাত্মার কাজ। কিন্তু
(কাঠামো ২০২১) মনে ব্যাপ্তিপাতিত (চৌধুরী)। প্রতিভা
আদিনাথার চিত্রঘটিত বিষ্ণুরিয়াধ্যায়ের চরিত্রকে সম্বন্ধিত নথিভুক্ত।
ভক্তিবধান কুটে ব্যাপ্তি ভক্তি বাধায় চরিত্র প্রতিপাদন করা দ্বারে লিখিত।

নাভ্য: পাতিয়া মুক্তকুমার।

নাভ্যে গৌরভিন্ন: পাতিয়া মনা কর্ণ মাতানি হইতে তম্মিল।
চয়। এব দীর্ঘ কুট: (গীতকাব্য ২০১২) পরিচিতসিদ্ধ মুক্ত-
মুক্তকুমার ভিজ্ঞান। ভক্তবন্ধ করণ করণলাভ পাতিয়া-
খানার কল্লাদীত।

নাভ্য প্রধানযোগান ফলাধিক্যমের।

নাভ্য কোর্চনাদির। (গীতকাব্য ২০১২) যা মে ভক্ত্যা
প্রক্ষম কর। (গীতকাব্য ২০১২) ন সমষ্টায় অন্য ভক্তা রত্ন আর প্রক্ষম মিলনায় ভাব প্রচলিত যোগকরণ প্রতিপাদন কর।

নাভ্য জিনিন সম্বাদন।

জিনিনি রায়ার নাভ্য গৌরলিঙ্গ: (গীতকাব্যের সাথে
সূত্র ২০১২) মেলেবাবু চন্দ্রকৃষ্ণ ভক্তা কর-
চন্দ্রকৃষ্ণ ভক্তা দানের পরমাত্মা যায় দীপিত প্রকাশাধিক্য করুন-
খানার ভাবনাতে ন ফলাফল পাই গৌরধারে।

০


हेतृां क्रियाधिकारानि यथाकालसङ्ग्रहोऽप्रवृत्तिविना। इति॥
 हेतृां क्रियाधिकारानि यथाकालसङ्ग्रहोऽप्रवृत्तिविना। इति॥

कौशलसंहेतुद्विभावी वा कामेश्वरानान्तिकै केवल यथाकालसङ्ग्रहनी नित्यः। तत्र तत्त्वात् नित्यः। तत्र तत्त्वात् नित्यः।

तथायतेषां मिथ्या यथिभाचारेऽद्वितीयमुद्वितिपूर्वपक्षः। यथिभाचारेऽद्वितीयमुद्वितिपूर्वपक्षः।

स्थिरानां यथाकालसङ्ग्रहानि प्रमाणस्वात्त्वः। किंतृ यथाकालसङ्ग्रहानि वाच्यं प्रमाणाभावतः। किंतृ यथाकालसङ्ग्रहानि वाच्यं प्रमाणाभावतः।

चेतोऽश्च गंभीरपुष्पादिपादेवविभिन्नोऽस्मात् चेतोऽश्च गंभीरपुष्पादिपादेवविभिन्नोऽस्मात्

केवलान्यथासङ्ग्रहानि वाच्यं प्रमाणाभावतः। केवलान्यथासङ्ग्रहानि वाच्यं प्रमाणाभावतः।

तद्दर्शेऽद्वितीयं यथासङ्ग्रहानि वाच्यं प्रमाणाभावतः। केवलान्यथासङ्ग्रहानि वाच्यं प्रमाणाभावतः।

तद्दर्शेऽद्वितीयं यथासङ्ग्रहानि वाच्यं प्रमाणाभावतः। केवलान्यथासङ्ग्रहानि वाच्यं प्रमाणाभावतः।

धन्यानि जनानांस्मेव धारणवान् मां प्रक्षते दृश्यते। इति॥

धन्यानि जनानांस्मेव धारणवान् मां प्रक्षते दृश्यते। इति॥

नेतृमथि यथः कथितोपसक्ति अनुविक्षणीयोऽप्रवृत्तिः। प्रत्येकोऽप्रवृत्तिः। प्रत्येकोऽप्रवृत्तिः। प्रत्येकोऽप्रवृत्तिः। प्रत्येकोऽप्रवृत्तिः। प्रत्येकोऽप्रवृत्तिः। प्रत्येकोऽप्रवृत्तिः। प्रत्येकोऽप्रवृत्तिः। प्रत्येकोऽप्रवृत्तिः। प्रत्येकोऽप्रवृत्तिः। प्रत्येकोऽप्रवृत्तिः। प्रत्येकोऽप्रवृत्तिः। प्रत्येकोऽप्रवृत्तिः। प्रत्येकोऽप्रवृत्तिः। प्रत्येकोऽप्रवृत्तिः। प्रत्येकोऽप्रवृत्तिः। प्रत्येकोऽप्रवृत्तिः। प्रत्येकोऽप्रवृत्तिः। प्रत्येकोऽप्रवृत्तिः। प्रत्येकोऽप्रवृत्तिः। प्रत्येकोऽप्रवृत्तिः। प्रत्येकोऽप्रवृत्तिः। प्रत्येकोऽप्रवृत्तिः। प्रत्येकोऽप्रवृत्तिः। प्रत्येकोऽप्रवृत्तिः। प्रत्येकोऽप्रवृत्तिः। प्रत्येकोऽप्रवृत्तिः। प्रत्येकोऽप्रवृत्तिः। प्रत्येकोऽप्रवृत्तिः। प्रत्येकोऽप्रवृत्तिः। प्रत्येकोऽप्रवृत्तिः। प्रत्येकोऽप्रवृत्तिः। प्रत्येकोऽप्रवृत्तिः। प्रत्येकोऽप्रवृत्तिः। प्रत्येकोऽप्रवृत्तिः। प्रत्येकोऽप्रवृत्तिः। प्रत्येकोऽप्रवृत्तिः। प्रत्येकोऽप्रवृत्तिः। प्रत्येकोऽप्रवृत्तिः। प्रत्येकोऽप्रवृत्तिः। प्रत्येकोऽप्रवृत्तिः। प्रत्येकोऽप्रवृत्तिः। प्रत्येकोऽप्रवृत्तिः। प्रत्येकोऽप्रवृत्तिः। प्रत्येकोऽप्रवृत्तिः। प्रत्येकोऽप्रवृत्तिः। प्रत्येकोऽप्रवृत्तिः। प्रत्येकोऽप्रवृत्तिः। प्रत्येकोऽप्रवृत्तिः। प्रत्येकोऽप्रवृत्तिः। प्रत्येकोऽप्रवृत्तिः। प्रत्येकोऽप्रवृत्तिः। प्रत्येकोऽप्रवृत्तिः। प्रत्येकोऽप्रवृत्तिः। प्रत्येकोऽप्रवृत्तिः।
बुधिद्योगः समाधिशय मधिनः अति भव।
मधिनः क्षेत्रंग्रीषि मध्यमात्रात ऊर्धस्य तारिकः॥ दृष्टादिद्र॥
तथा कामाल्पिकतमर्पि कस्मचिलादम्। यथा (वेद्य पू-
ग्राहं ३।शौकं ०१ ६४)॥

आचार्यः तत् वजनं वशीवताया दापरेऽस्मिन।
पदाचार्यः तदाचार्यः कली संकीर्नि केशवम्॥
दृष्टादिकः। न च अवभाषाः बलवत्तृत्यायकजनवधिं
प्रनी कीर्तनवादिना केतुलवादिति॥ ६४॥

ननु कीर्तनाधारात्तिकानाः सर्वंशेषभव पाविष्यं द्वार-
स्मुत केवालविद्यद्विपोवतः स्थाच।

अवभाषापरं भूष्म॥ ६४॥

वेदांतगोपिनिदूरभाष्यभक्तिः खण्डाधनलिङ्गचरणमव्यायाम
एव दारम्। यथोक्तम् (गृहीत ग्राहं ०१ ६४)॥

गृहभाषाभवतीर्वं मोच्य्ये कर्मबन्धनैरिति।
पर्यानमचित्तेषु पुराणानाः।
कामतोकामताः वापि यत् करेः करे। प्रभागभूष्म॥

तत्र सदे लधि सत्यसंख्य लघुप्रकाः करेः प्रत्यह॥ देव।

नवेचवं खानाध्यक्षः तत्करणश्लेष्ट पापाचरणाभामचापि
तद्दश्तत। यथा सेषः। न वेदलमाध्यमवपायकमर्त्वरति-
वेदिति। तस्मात् पाविष्यं तद्विद्यविषयमवेदित। अत्र गृहभूष्म
कर्म सध्यमविद्यत्वकार्यान्यान्मिद्राकाब्यां बोध्यम्। परिपुर्वन-
सपरिपुर्वनाध्येष्यकान्तं तद्यतित स्वपने विश्वमः खाद्री-

2
र्यादिवसः। प्रभुःच्यूर्ति तु तपस्सिद्धः। एवं कामाभावः-
तकाम्यकर्मंपंपाथेरगि पञ्जादर्पणेन फलाभाव पर्यं हृतं॥ १४॥

चचिं गृहोत्सव विद्यायाच्यन्ते तत्र वृत्तिर्विनिमयं हल्कस-
रूपमुच्चते यथा (ब्रह्मा० पृ० ६०) तव प्रेषणसरार्द्धाय विरुपशः
पुष्पों हृद्यन्ते विरुपशमुखि विरुपशके रत्नादि। तथा (कार-
नपद्यलराचे। पत्ते०१।शृ००३)।

छेयः यदा सिन्हवमधवमधवपनीः।

मारायणः सविज्ञासविज्ञविष्ठः॥

केचुरवान् सकरकु म्बुवान् किरिती।

हारी विरुपश्चते पुरुषनाशक। ॥ १॥

इत्येवमादि। तत्र किमेविस्विन्नतेव र्यानियमः पूर्णादुर्भा-
बादै वा यथायोऽयति। तच्च चेष्करुपस्वर्गविरुपशम्प्राप्ताव-
अन्ते।

र्यानियमस्तु द्वापरकार्यान। ॥ १५॥

र्याने र्यानियमकार्यं दुःखश्च नानाविशेषं च विनाविशे-
ष्पस्वरुपतः। तस्मात् दीपार्ज्ञस्मेत तत्काल्यं श्रेयः। अरुःच्येने
विकस्यादिप्रस्पक्तः। तस्माय यथायोऽयतुष्म वस्तुष्म। अत एव गो-
मनान् ब्रह्ममथास्य तत्त्वार्यमकलर्षे। अनाच्छ दुःखं फल-
मुपश्चन्नमिति। ॥ १६॥

तत्वंजः पूर्जायामितरेऽथं नैवम्। ॥ १७॥

(शृ००६|शृ००९५) यथाः सविज्ञानापि समय्येच
चजः। कि प्रव्वृत्त्वोष्टितेरामार्दविष्यः त्यति। पूर्जावचन हृति।
तत्तवं वच्चः पुजयामेव प्रचुकः कुतो भाष्ये विष्णु पूजनेव विष्णु वेदित्वादिना नित्यकामें ताद्वभिः विचित्रता तथा: परभर-मकानाचर्म विधीयते तेन् ताद्रथः। इतरशाखानां तु न ताद्रथे श्रृंग नेषामोङ्गरोदेशतकलं भक्षिन्यंधोग्यस्माभर्म विधात्वच-मिति वास्कमेवः। खान्। अथ विष्णवे उद्धामाय धृते चर्मनी-व्यादिविविष्ठस्म भक्षिन्यंधोग्यस्माभर्म विधात्वच-मिति वास्कमेवः। अथ विष्णवे उद्धामाय धृते चर्मनी-व्यादिविविष्ठस्म भक्षिन्यंधोग्यस्माभर्म विधात्वच-मिति वास्कमेवः। कामाक्षां तत्तत्वस्तेनव निर्राकारङ्गात्। जीवमार्ध्यिन्सत्तकनिपुज्य-चारु भक्षिन्यंधोगविधी वाझकाभावायु नित्यले वनतेप-खित्तिखाभवाचि। अतः ते वेदाध्येये सिबियराखुरधन्मनिन्दा यान्। (मद्दवारः श्रीमोङ्गरोदेशतककली 430) ।

सर्वक्षमेंखरिन्सि हि ध्रमामा महुरजस्वतः।
कामारागः हि चिमोवाला बर्चिवेन्सि प्रयाज्य गराः॥
विष्णुः चे चाभिरामतिः ध्रमारागः चर्मनी न ते।
पापासि: सुमोनोमिन्न तथापि यजनं क्षतम्॥ 6॥ दशिः।

अथ पुजाप्राक्षावादधिकायनम्।

पादोऽकं तु पादस्यामायेः। ॥ ६७ ॥
एवं स्वर्गेति। (नविन्व पु. 301. 8. श्री 48)

गङ्गाप्रायाएवं गाप्पुस्माद्रितिप्रियः।
पुष्कान्ति चाणि कुशाङ्गक्षयामुनानि॥
काश्वी तीर्थेन्द्रिकानि पुनलि पपानि।

पादोऽकं भवतः प्रपुराणात यजः। ॥ १ ॥

दत्तां तत्कं पादंखुकं जष्ण पादोऽकं किर्म पादे दस्तको-
পূজায় ভগবতে দেবকীনন্দা মাতার বাচ্চল ব্যাকুল শ্রীধরাধিরাজের প্রতিপূজায় বিন্দু তড়িৎ শালতলাবিশেষায়তের ভগবানকে খয়মাপি যাহালো ভজনধারায় দিন বহিপার্থিবের সাথে খয়মাপি প্রচুরে প্রতিপূজাতে বিদ্যমান। হরম্ভাযনের বেশ যাহাদের গ্রাম পুরোধাষ্ঠ্যের ইতি ব্যাপারের অন্য যাহাদের প্রতিপূজায় বহিস্থান। অন্যান্য বালতেন্ডার এবং প্রতিপূজায় পরক্ষায় বহিস্থান। বহিশিষ্টিতে চ্যাম গাঢ় বাচনের খ্রিস্তিয় মুন্নাই। অন্য ব্রাহ্মণের দীপায়িতা দ্বারা দাবাংরাজ্ঞিকার বালক প্রসিদ্ধির চেষ্টায় দান খুলনা বালকিয়া বালক প্রসিদ্ধির চেষ্টায় দান খুলনা বালকিয়া বালক প্রসিদ্ধির চেষ্টায় দান খুলনা বালকিয়া বালক প্রসিদ্ধির চেষ্টায় দান খুলনা বালকিয়া বালক প্রসিদ্ধির চেষ্টায় দান খুলনা বালকিয়া। তদেব চ্যামানায়ক চ্যামানায়ক চ্যামানায়ক চ্যামানায়ক চ্যামানায়ক চ্যামানায়ক চ্যামানায়ক চ্যামানায়ক চ্যামানায়ক চ্যামানায়ক চ্যামানায়ক চ্যামানায়ক চ্যামানায়ক চ্যামানায়ক চ্যামানায়ক চ্যামানায়ক চ্যামানায়ক চ্যামানায়ক চ্যামানায়ক চ্যামানায়ক চ্যামানায়ক চ্যামানায়ক চ্যামানায়ক।
गायत्रीगुणं परिहार्यमेवः तथा स्वयं दत्तापादादिधारणेऽपि शैष्मिति । किंतु (गो.श्र.२०.३०.२०२००) तैर्त्ताकार्यादिभेषोऽथा भुज्ज्ञे खेल एव स इत्यत्च समानकपकलान्तस्यलोकस्ये समानकपकलान्तस्ये भवानकमयपलिते । क्षाममितुवाचतन्त्रः शामानान्तिकपकलान्तस्य नयात्तैर्त्ताविचिन्तत्च तत्कालीयपरवे मामाभवात् तस्यादाधकं विना तद्भेदेऽ इत्तमापि भोक्तवामित्व धेर्सम् ॥ ६८ ॥

निमित्तगृहायथे प्राणािस्यादपराध्येऽवस्था ॥ ६८ ॥

(बराहपुराणिः श्र.२००५.श्र.२००४) देवपुजाराध्यासो दार्शनश्रं परिकृतीति । इत्युपक्रमः दार्शनश्रवाधिकारलाभायतं च विचिन्तति तत् किं वर्तपराधवर्णं पूजाक्रममेत्र केषार्फिरिधर्ममािं केषार्फिरिधर्ममािं भुधिपर्व्य हि कि । चेतज्ञस्य (बराह-पुराणिः श्र.२००५.श्र.२००४.६५५

श्रकार्यानि पुष्पेण यो माममित्वते नन्तः ।

पतंजलमि वच्चामि तच्छहिश्च वसुमये || २५ || इत्यादिः ।

तत्वाकर्मणिनाँ पुष्पाणां पुंर्दश्कालान्त पूजाक्रमम् । किन्तु पूजाक्रमग्रहे भमादिनांपर्यं कते तात्समिस्यमेच्छः प्रायंश्चित्तम् । च त् (बराहपुराणिः श्र.२००५.श्र.२००५) श्रद्धा गम-मासानानि धूपं यो मि प्रचुक्तीन्त्वने पूजाक्रमभक्तार्धेय तत्त्वाकर्मणि पूजाक्रमक्षेपणपरिशिवारन्तथायचिन्त्वान्तङेव क्र-श्चित्तम् । च युजामनार्थेऽ (बराहपुराणिः श्र.२००५.श्र.२००६।श्र.२००१) रणकािलखानित्वाय यस्माः मामपवयार्थार्थाऽदि भुद्धं त्च यथ-भेस्य पुष्पार्थलिमिति अवस्थेवेवति ॥ ६८ ॥
এবং পূজায় ভক্তিসংযোগগবিষ্টা (গীতিপুস্তক পৃষ্ঠা ০৫) পর্যন্ত পৃষ্ঠাং তোমামাত্যাজনে বগবদেবকৃষকদারামাত্যা মানসপ্রতিব- ধিরিব্যাহ।

পচার্দর্ণমন্ত্যা হি বৈশ্রিব্যাহ। || ৩০ ||

চব্দলিঙ্গাম লোকে পবিত্রনিধিত্ব মার্গে।

তন্তু তদ্ভি দেখি গৌরীচন্দ্রচন্দ্রের পরিদেবক- চনিষ্টে।

ন্যায্যম পচার্দিষ্টুশ্চরিষ্টবিহিনেহন থাকতে। প্রযোক-

বিধী বাকবেদে। তখানাত পচার্দিষ্টুবেদে প্রার্থনামাত্য- (তৈতিরিয় বৃহৎ) উপন্যাস দৃশ্যনেন গীতিপুস্তক নিত্যাযোগীতেহন দর্শাস্ত বদ্ধকলিংষিরভে যুক্ত দৃতি। || ৩০ ||

পুনর্বিজলাত পরেতেমাত্রান্যাহ কিয়াতু শেষীয়া। || ৩১ ||

তা ভক্ত: সর্বকর্মসং শেষীয়া এব কন্তা পরভক্তিতলাত-

দত্তরূপজন্যাতে চতু (গীতিপুস্তক পৃষ্ঠা ০৯)

বপ্পার শানতপ্রসা পুত্তা মজ্জাবমাভাগতাঃ।

তথা যথা মা প্রবদ্ধে তাত্তথেত্ব ধর্মাবচ্ছে। || দৃতি।

ভাববক্ষ্য ভক্তি প্রযুক্তঃ।

গদাজর্জি কিং ন বর্ণিত মুক্ত:।

দেবাচ্ছে চেরীগণ বর্ণিত। ||

ভাববক্ষ্যাতুঃ ম পর্যন্ত মধ্যে।

তীর্থায় দেবায়তনায় সুখাত। || দর্শাতে।

তথা (গীতিপুস্তক পৃষ্ঠা ০১)
चतुर्विधा भजने मा जना: सुक्तिनोत्तरः \( \text{हर्ष} \) ।

प्रत्य पूर्वसुखनिवेदनार्चकीनाः तासेखो युक्तः ।

एतेन भक्तिमनवाय विचारे युक्तेन कर्ममोक्षायः

[शान्ति: याम्]

[शुनानु: वनम्]

चतुर्विधा भजने मा जना: सुक्तिनोत्तरः ।

शरीरा जिन्दगुर्याय प्राणी च भरतपर्वः \( \text{हर्ष} \) ।

[शुनानु: वनम्]

चर्चां तुतुम्बदबिधानः किं कठमिन्यत श्राहः ।

गौरवं जैवधामितेरश सत्यर्थवत्स साधनामिः \( \text{हर्ष} \) ।

गौरवं जैवप्रभुमेव नारायण सुखमोक्षत्वार्थार्थम् \( \text{तह्यात्} \) ।

[शुनानु: वनम्]

यथा राजसमभिव्याहरेणायामायानाम्।

तथा राजसमभिव्याहरेणायामायानाम्।

गौरवं जैवधामितेरश सत्यर्थवत्स साधनामिः \( \text{हर्ष} \) ।

[शुनानु: वनम्]

यथा (श्रेष्ठयुस्माधिकाण्ड) तथापि

वेदानुवचनेन ब्राह्मण विविधपीठेन जलन दानेन तपस्या

[शुनानु: वनम्]

खकर्ममा नमः विष्णुविविधानामः।

[शुनानु: वनम्]
দগ্ধেশ খর্বধার্যাস্তবিধিতেখানওনানাইন সনাক্ত-মনুষ্য জিজ্ঞাসা ভক্তি:। প্রথার্ন্ত ভক্তিরয় দিয়া তন্ত-কা পরমার্থে কন্যামানী পূর্঵ীকা রাজ্যগ্রামে৷ কন্যামাণ চ কীর্তনাদিরূপাপরা। যথা (বিশালে৷ শ্ৰী০২। শ্রী০৩। শ্রী০৪।)

সমানু সনেরাধান কামান খর্বধার্যা পর পদমু।

প্রায়শ্চিত্রার্থে বিষয় নিবন্ধার্থপিচোচসমমু। দ্বিতীয়।

তথ নির্বাচনাপ্রাপ্ত: পরবস্মিদীর্যুতি পরবস্মিনন্দনার্থিতা (গো। শ্রী০৫। শ্রী০৬।) যে ভজনী য মান ভক্তা মথি যে তৈলু প্রায়শ্চিত্রার্থে বিষয় নিবন্ধার্থবস্থাপিচোচসমমু। যথা ভাগবতে (সংস্কৃত০০- শ্রী০৭০২০৭০২০৪২)

অস্তন কীর্তনান্ত বিষয়ে: অস্তন পাদেয়তথেনমু।

পরস্য বন্ধন দাঙ্গ সখমাস্তানন্দনেবেন।

দ্বিতী পূর্বার্থিতা বিষয়ো ভক্তিসাঙ্গঞ্জনী। দ্বিতীয়ত্বেব যথাযযমনাভাবঞ্জনী। তদেবমুপাধীনাভেষামুপধী- যখান পেনীগু ন দীপ দ্বিতীয়০২।

জন্ম কীর্তনাদীগুমাস্তলে কথামাত্রান্তীর্য প্রায়শ্চিত্রে ঘটতে দ্বাপ্রায়রায়রায়ে।

বর্দ্ধনার্থরসমভয়মেধিস্বতত। ০২।

সনাক্তকীর্তনান। পরমার্থে৷ বর্দ্ধনার্থরসমভয়মেধিস্বতত। যথা রাজ্যগ্রাম-লর্গতায়বেন্দু: প্রধানাপি চনার্থ ফলান্তরসমভয়ত তত
तत्कृष्णे। समाका चतुर्थिष्ठब्रह्म: कार्तिक प्रधानमपि वाजे- याक्षे तदन्त प्रमाणवचारकार्यों विशेषात्। एवं प्रमादात्तुत्तरं कर्म प्रश्वेताभर्षे पु यत्।।

सारणादेव नविनेच: समूहों खादिति सुगुः॥

हर्षनेन सर्वक्षेत्रं नैमिनितकाक्ष्वेवाय प्रहस्ते:। संभा- वाक्षं लघुदिविकालय न्राधार्यं च न विद्वकुमित॥ ३१॥

हर्षानोमरांवर्धभक्षी विशेषाद्विषः।

सूतिकोल्ये: कयादेशावती प्रायस्थितभावान्॥ ३४॥

सारणकीर्तनकथायमाधक्षा: राष्ट्रोमारत्वा निवेशस्वात- लापक्ष्यनिरक्षमंत्र तत्त्वत्त्वाचे च तेक्षेतुलेन कायनात् यशा
(विश्वापुरा|श्रृं २|श्रृं ६|श्रृं ०५|२२|३२)

पापे गुरुषणि गुरुषणि च चघुनि च घचुनि च।

प्रायस्थितानि मैत्रेया जगु: खार्यभूवार:॥ ९॥

प्रायस्थितान्यस्वेषाति तप: कर्मन्त्रकानि कै।

चामि तेवामश्रेष्ठाणि ज्ञानानुसरणं परम्॥ २॥

तथा (विश्वापुरा|श्रृं ६|श्रृं ६|श्रृं ०६|२८|०८)

चतुर्मार्त्यविषयविद्याविन्यासम्।

मैत्रेयाश्रेत्रपापानि धातुनामित पावक:॥

एवं (भगवान्|श्रृं|मधुर्मधु|श्रृं ४५|श्रृं ०२|२|०४|२|०४)

१३ २ ०५।

सर्वांशमार्थाभिप्रेमनं सर्वतोधावावगाहनम्।

न तथा फलसं माते गारायणकथा यथा॥

॥ २॥
पावित्रां: खा वंडता: मुहिमामाहिन: काकाम।
नारायणस्वयं पुष्यां शरणप्रायमाहिनीम्। दत्तादि।
तस्मायुक्तांमार्शी विवेकविमिति। ७४।
भूयसमननुसिद्धिरितिरितिद्व्ययानांमयुपस्मिरानांनायत्वशिपी। ७५।
खारितत:। नाथविरोधाधिकरणां खऱ्यापापविवेकलमैव युक्त:।
अनुष्ठार्य: कैश्यकारणामंगलसत्त्वसंप्रायमाः
मितिच्च तेषामामरणमुपस्महाभिरासत: कृष्णाधिकार:।
यथा (विष्णुप०। अ्र० २। अ० ६। स० २८)
तस्मादर्शिनि विष्णु वंडता पुष्य: मुने।
ग चारित नरकं गुढः संबोधः खऱ्याधिकारसः।।
दत्ताः सातयायपंचवारात:। उपकमोपस्महारेरेकायर्यः
सत्त्वादिति भावः। जेिपरमेके कार: हृदिेते भें भविर्यातोष: पवित्रारखः भिषायतापि भवेत्।
तथाऽ खऱ्याधिकारिरेनां नानुष्ठानमप्रायमाः (विष्णुप०। अ० २। अ० ६। स० २१) प्रातः
निष्ठि तथा खऱ्याधिकारिः संस्कार: दत्तातद्वयानावाद
पे:। नामनुत्त्रधिकारिकमिदम्। (विष्णुप०। अ० २। अ० ६।
स० २४)
इन परिमुनात्यो वै यस्य पुष्य: प्रजायते।
प्रायस्मित्तम: तमेकं शरिरस्मिरण: परम्।।
इत्यादि। शर्वप्रायस्मित्तकारनुसारणम्प्रायामाहिनादेवकमिदशः
यथा प्रायस्मित्तकारन्यायेव पंचप्रायामाहिनावः। नारायणा
वाक्यां भिचिरे गुणविवेकशाः भवेचु।। जति बष्क्ष्वादना-
गन्तव्यायायायमनवादलालायायवादलं पूर्वाकामायम्। अतः
एवान्याचापि (विशुपर्णोऽसुर्मृतशिवोऽसुर्मृतशिवोऽसुर्मृतश्रिवीरः)
किंतुरा दुःखपाशी वा न यथो नं चतुराः।
सामर्थ्यसाधु यशस्वादा केसवाच्यमनं सदा॥
चक्षुयथिश्य नामाति सदा सर्वं तीर्थं कीर्तिते।
जातेषु विनयः तथा 4 परिचरार अतः॥

वद्यादिविभः बालयमुक्तविसिद्धि॥ ३७॥

लघुपि भक्ताधिकारे महुचेपकमपसर्वदाहानान्॥ ३८॥

सघुपि समकारणकीर्तिनादि महतामपि पापानं चेपकं
नास्रं भवति। यथो भक्ताधिकारे प्राचीनचानामाणं
सर्वं धागंधचक्षुप्रतिनिधित्वेऽविष्य। यथा गीतम् (गी०।
स०२४।शास्त्र ६६।)

सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेवं शरणं ब्रज।

अर्थ ला सर्वापेतं मैथुनविध्यमान मात्रः॥ दृत।

अर्थ ति न कामकर्मयथागृहवाकलंस्य: कामशाले पापा-
भवान् ति स्वमन्ता मैथविश्यम्। अर्थ पापानं नामं
कामशालेन्द्रपुर्वलकाण्डः नियमनेत्रित्यायार्च्यः यथापूर्वकतः
नतः तथार्थः त्योर्थां च च इति विधिरिखि न तत: पार्थ किं
मैथविश्यम्। अर्थ नास्तिति वाचम्। मेवम्। एवं वाकोवेत
ताहं द्वारानात् पापाजनकालान्। अर्थ सर्वधर्मान् परित्यज्यते
केत्याविनमनूष तददिकारिकं तेषामवकोणांदि प्राथमिवेत्।
ফাদিক্ষ্যারাণাট তে: রহিব কিংবদন্তক্ষান্তো পূর্বব্যাপ্ত হইতে লম্বার্থন চ খান। নঃ নাচ ক্ষায়েন তিহৌপরিনার: 

মধ্যামাত্রকুকুরাপি আমৃতিমিশ্রনমূল॥

পুলকদায়ো ভবতি পল্লিপাণিপাণঃ॥

স্ত্রীলিপিতে লবণাপি মাতিকখেলাভাট৷ কিঞ্চ সংযোগভাষায় অমৃত্যুযোগ্যান বুদ্ধিরারিহাট৷ তথাচায়া কোনে চুলান্তি বিঘ্নপীঠারাংভাষা নাধিকায়ামীত্যধী কোষ্ণনাগকালরঞ্জনঃ প্রতিয়েতী। তথাচরূপরানুকামকালঞ্জরায়াগবাবন্ধস্ত বাক্যাদিত্বেব এতেন কর্ষিকশ্চাল্যাশিমাধ্যায়েন সহীভূয়ায়পাঠিপি ন তন্দ্রন্তৈষুন্ত কলধ্যায়ণতিবাত্বাত। কীতে সিক্ষাশাস্তীয়ে।

(গীতি। অস্তু ৫।শ্লোক৩২) কাম্যানাং কর্ষিণাং ন্যায় সময়সং কথয়ো বিদুরিতায়িতি কামকম্প্রশ্যা অবৰক্ষ ন সংযোগেয়ঃ এবং প্রায়শ্চিত্তানার্থরুদ্ধস্রোতঃ কোষ্ণভবানামার্থহিহ্রাতিঃ বহত্ন্মিত্যতি তথ্যিয়াক্রিকথমো মস্তক্ষরণাদি। তথাচ ভিক্ষাধিকারাদিপুষ্পাদিত সচলক্ষরণাদি।

(গীতি। অস্তু ৮।শ্লোক৭)

ক্ষুদ্রমিত্যেব যত কর্ষিণাং কামস্তেতাত্ন স্থ্যজেত॥

শ তাম রাজস্যাং মার্ণাং নীতি শ্যামপর্বমাং সমাহেন।

ইত্যাদি নাদস্য সংযোগ্যাস্ত লেখাত। (বিষ্ণুপুরা। অস্তু ৬।

অস্তু ৩।শ্লোক১০)

কলিকাশ্মতদ্যুয় নরাকান্তিপ্রস্তু নৃষাম॥

প্রমাণিতি বিল্যাং সংহ্য সনাতনস্বষ্ট্যেন॥ ইত্যাদি।
नत्स्थानल्पादनन्यथमः खले वालीवत्॥ ७३॥

(विष्णुप० अंक० २।अंक० ६। अंक० २४) प्रायश्चित्त तु तन्मैकं द्वरसंस्कारं परमितादैर् नामविशिष्टेऽपि प्रायश्चित्तानारधभूमिः न मनः:। प्रायश्चित्तस्थानलात् तस्माते तदन्त्वदानिदर्श्यतः।। यथा (रामायणस्त्रोतं स० १०।खं ३) खले वाली चूनमां भवतीत्वच प्रजाविषयोजनेय कुपकार्यं खले वालीविधिरिति। न चुप्पनि प्रायश्चित्तस्थापिकरणादेवः प्रवेशकृपादेव लक्ष्मी-मादिवपणानां प्रायश्चित्तान्यं समाग्रितिति। न कीर्तिनादेवर्षो परप्रच्छेदितलात् प्रायश्चित्तमेवति वाचम्।
প্রায়া নাম তপ: প্রেক্ষ চির বিচ্ছেদ উত্থান।
তথাচির্থ্যং প্রায়োগিত প্রায়োসনারত।
দ্যানোন তপা প্রায়োসন প্রায়োসন মূখ: যন্ত্র গোপ হিরি
ফিরম | ৩৩ | ।।

স্বাধীনে প্রধানাধিকরণে যাযাতনা তথাকথিত নিবসন।

প্রায়োসনারত পারমাণবিন সামান্যবন্ত। ৩৮ | ।।

জিন্দ্রতাকাঠ সংপ্রসারিত সম্প্রসারিত অভ্যাসীক্ষিত সাধারণ
নূ: বিধানায়া শ্রবণশাস্ত। পুরুষ বেদাধ্যায়নাদিকারাণ নাম বিচিত্র তত্ত্ব পারমাণবিন হর্ষ: (পূর্ব- মৌমাংসে মূ ২০১ প্পার ২১) চাষ্মানালী ভাষায়।

(উত্তরমৌমাংসে মূ ২০২ প্পার ২২) প্রায়োসনারত ন্যায়াদিকারণ শুষ্কিয়ামধিগম দ্রমন্ত । ন বিপ্রতিপ্রায়

কিন্তু খোঁদাদিন্ত নিস্তালীগিত পুলাগিরাদিত চাষ্মানালী চাষ্মানালী চাষ্মানালী অভ্যাসন পারমাণবিন সামান্যবন্ত।

নথ্যা তের্পা সামান্যালী অভ্যাসন অভ্যাসন।

অন্যথা তদ্রবিধিপ্রস্তাদিত। ৩৮ | ।।

অন্যথা ভ্রমিকাভাবানাম তালোকি। ৩৮ | ।।

তথ্য: বিধানারঃষ্ট্র: খোঁদা চেষ্টাবন পরান্থিস্তিপত্রানি ন গতা তের্পা খোঁদা বৃত্তাকে পরান্থিকজ্ঞানাদুতান্ত কর্থিত। সত্যা (মহাভারত: মূ ৩০) মৌমাংসে। নারাযণবন্ত।

মূ ২০২ প্পার ২০২ | ১২৩৭ । ১২৩৭।


एकान्तभावोपगतासो भक्त: पुष्पाचारे।

इत्यादृष्टम् तेषां परबलिङ्गाधनानुप्रस्तावं सूतम्। (सदा-
भारो। श्रान। मोळधर्मे। श्रृः २५। श्रो १९११२। १२६२)

विधिताः श्राब्धाधवस्तते मानवा कृत:।

ततासन्निपुष्य इत्यं नम इक्ष्यव वारिनः।

ततो विबलताः तेषां श्रामाश्रयं विपुलवधनिम्।

विचि: विक्रोपयक्रियते तथां देवक्ष तैरणः।

इत्यादि। नस्मातु स्वर्ण तदधिकार दृष्टि। यत्र एव (उत्तरा-
रमींरांशस्य। श्रृः २१। पां १। २९५) तदुपयं भि बादरायणेन
समावर्तितो सूत्रिम्। ३८। ॥

अयं विपक्षभावोनांग्यं कथय न ततोक इत्ययोगितेनाचयते।

कृमेकङ्गारुपपञ्चसिः। ८०। ॥

लुभातश्च श्राब्धावधकृताः। नारायणोऽदृश्य सूर्यते (सदा-
भारो। श्रान। २५४।६। श्रो १११२६।) चतुर्तित्विश्वकूल लोके
पुष्पपापपरिवर्जितं इत्यादृष्टम् नाष्ट्यमण्डलारा अनिष्टन-
पद्यारंभकर्षणवृद्धमेश गतिमभिधायाभिभिषितम्। (सदा-
भारो। श्रान। २५४६। ११२२१२६८४।)

नमानीतमसंकालु नियतव: संघेतेष्विन्यः।

एकान्तभावोपगतावाचुदेवं विश्रवत्ने ते। ॥ ्० ॥
কামগ্রন্থিভাষায়। তথা পশ্চাদুম্রে। (মহাভারত। শং। মোছরমন। শো।১২৫। শো।১২৫।৪। শো।১২৫।৪৫। শো।১২৫।৫০।)।

তেতাং লয়াপরিত্তিজ্যা পার্থপর্যক্ষমাদার্তী।

অন্যবিশ্বাস্তু তথা পশ্চাদপ্রকাশপথপ্রদত্তী। অন্যত্ব বিশ্বাসি।

উত্তর্ণেনাভিভাষায়। ৮০॥

উত্তর্নে (গীত। শো।১২৫। শো।১২৫।১০) মহা চুক্তা যেগবলেন হনেল্যেপক্ষায়। (গীত। শো।১২৫। শো।১২৫।১১)।

চতুর্ষিদেষর রস্ম দ্রুতর্ম মামলুকোয়।

যত: প্রতিম ব্যাপ্ত দেহি স ব্যাপ্তি পরমাত্ম গতিস।

পরাক্ষায়। (গীত। মোছ। শো।২৪।)

প্রতিমোর্ন্তি প্রক্ষাল: প্রসাদাত উত্তরায়ষ।

তত্ত্ব প্রতিমা গতিস রস্ম র্লাদ্যয় জন:।

মামলুকে। তত্ত্ব কুলেচ পুনর্বদ্ধন ন বিশুদ্ধঙ।

দ্বিত্তীয়ন্তো লেকোপক্ষে পুনর্বদ্ধায় দ্বক্ষিণাঃ চ তত্ত্বং পলো-
કપाल्पितવिपक्षभावानामेव युक्त विपक्षभावत्त न तस्तशैक्षणिक-
मनस्मिपि फलं युक्ते तत्सत्कसाधारणात् तत्सतषीके साधनानां-
नुवालनर्विवाच । किमस्त विपक्षभावस्त एव क्रमसुखोज्या
तत्त्वाक्षरसारविविधविवाचप्रकाशात्। न च तेन परभाषिसु-
क्षेति घटने। (गो.) श्रो. श्री २५) पुस्त: य यरः पार्थ
भक्ता सम्भवनन्दनतन्त्रपरमेश्वरमात्राधानलावगते। तस्मात्
तक्षाकेषकथिताः। भारतभुशेषत (विश्वास. श्री २५। श्री ३
श्री ५।)

न खल्चन्व मत्तानां भूमी कर्म विधीयते ।

dयणेन कर्मांत्यतिथिहेतुव। किमस्त न कर्मांत्यतिथिकेन्द्व
प्राकृत तदस्नानामप्रति: ध्यातितिथिन प्रधानपरमात्माविवाचकः
न्यालसांध्यपतियानांविवाच। मूर्तारूढायो मुंदिकमुक्त
जकर्मिनिश्चितस्य सर्वकोषनाथसे महिषाध्यक्ष्यति तावेवा-
धिकारसिद्धौ न विद्याप्रुक्तिकण्या युक्त। || ८८ ||

यस्य तां कर्मारात्मकिनामापि परभाषाविवाचधिकार-
क्षेते तदस्नानविवाचनाद्वीपयतः श्राह ।

महापात्तिकिनां लोकाः || ८२ ||

पत्नीहेतुपरमतानां च पुनरात्मिकंभक्षाविवाचधिकारः प्रा-
विष्णुवनामात्र तत्परचर्या स्वर्णविचयाबहितलताः मुख्यानां
वद्वे तद्वतृ पार्थभास्मादिना। तद्गमे तु सुत्रांमधिकारर्वा-
रिष्टः || ८२ ||

12
प्रथेकानिकप्रथाकावान् स्वर्णम् किं परभक्तिता भिन्न दत्ति प्रजाखन्यायोपाध्यायार्थिति।

सैकान्तभावे गीतार्थप्रद्धाभिभक्तान् ॥ ८३ ॥

वा परा भक्त्वेकान्तभावे नान्यः कुतः गीतार्थन प्र-खिन्नाहर्षार्थान्। वथा नारायणीये एव (महाभारदा। १७०।
मूलमृ १५६। २००।२०२।२०४।२०४।२१५।२१६।२१७)

वद्धगर्भोविभाजनी वेदान्त् ने विन्दि: समगाखिता।

प्रश्नविधमानाय ने चापी यतिधर्मिन्त॥

ततो विशिष्टाः जागाहि राजस्वेकाल्पिनं नृपाद्।

केनैव धर्म: कथाते देवेन खयास्यिया यव॥

दति प्रश्ने प्रस्युन्त राम।

समणोऽनोकेतु कुपपाणवव्यनः॥

प्रश्नेपर राज्यालो ने गीता भगवता खयम॥ दति।

तथासाधानिता परभक्तिरिति ॥ ८४ ॥

चद गैश्रोपिन साचाचाचाचिक गमणस्वाता को दृष्टान्वाच॥

परां खलैव सर्वभा तथाद्राच् ॥ ८५ ॥

परां भक्तिं खलैव सर्वभा मुक्तावप्योऽयान। तथावचि श्रद्ध-तुकं भगवानाह (मार्ध्या। १५६। २००।२०२।२०४।

व दद्द परसं गुणं मद्देभाग्यिनिः।

भक्तं मध्यं परां खला मानवेवायुस्मभयम्॥ दति।

तत्तत्त्रसंसदोपदेशाद्रश्मापि श्रद्धाभवापनिरक्तान्वायुत्वः॥
भक्तिः मध्य परः केलेति किमर्यमात। तस्या माषाधानलेन युत्वात्। तत्तद्वापरिषरवसोऽः (महाभारतःशा.शा.०११७।शा.०१२३१५) आद्यराजः धनं चेत्यादिनो परमेश्वरानिर्क्रोपया भक्तिः प्रदर्शितसमिति ख्वतः प्रधोजनवामावार्।
तत्तत् ध्वन्तिः भक्तिः मुखिषेतुलेन युताणं परभक्तिवणिनेिन मुखानुमक्ष्ण्योग दृष्टिभिप्राय उक्कृष्ठति दृष्टि।
तवोषाहयः जनकले तस्य कर्मनेिन मोहाचारुकलात्। एवच दृष्ट्यांशता भवति वाक्षेति॥ ५४॥

रत्नायबुख्म्प्रद्विषर्विद्वारविरचिते भाषिः अन्तियायायाय स्त्रीलोकानिजकः॥ ४ ॥

वसामास्त्रायायः॥ २॥

भजनीयाय चालनेिन भङ्केति जुत।
भक्तद्वावत्स्मय स्माभजनीयो निश्चुष्मयः॥ १॥

भजनीयानविद्धितः स्त्रिय तत्क्षस्थ तत्क्षस्थ। ७५॥

ज्ञानाधीनम ज्ञेयसत्त्वारिति तस्केषु निर्णयः।
ज्ञान सत्वा न या ज्ञानिन्धादी तद्भवतः॥ ९॥

$X$ वा नेत्रयमत्वानक्त्यानिर्देशायस्य।
तथास्यायं परं व्रष्ट्र वर्णानुगतं ख्वतः॥ २॥

तदभन्दत् दृष्ट्यांशमाचे दृष्ट्यांशेषु यत्रे।

घटो। ज्ञानात्मारात्मक क्षात्प्रश्य। विषेष्टितीवै॥ ३॥
श्रेष्ठि खरुपपधीैर्व यत्यलोकनात्मकस्ते:।
तद्दृष्टानविषये स्वाने श्राक्षात्मकहितेतुना॥ ४ ॥
तायाः शविष्यधलेन देवतुले सार्ध्वं महत्।
घनः तत्त्व शविष्यं राज्य गुणवल्लेव गौरवात॥ ५ ॥
काश्वेदीपार्थिवता तत्त्रास्तलादीक्षणा॥ ६ ॥
तत्त्वतिमायत जडसामान्यात॥ ८॥
तत्त्व ब्रह्माण पौश्यस्माञ्जस्यितस्य गीते (गी० ३० ३।श्र००१४)
देवी देवी गुणमधी मम माथा दुरद्याया।
मामेव ये प्रपर्णे मायामेतां तर्किते॥ ९॥
मयाधेष्व प्रश्नितः सुयते रुपराचरम्।
त्तुलांन नैनोभ अगस्वरिवचति॥ २॥
तत्वायालं तु कार्यार्यं वैचिद्यासङ्कानतं:॥
कार्यालेपस्पष्टी ब्रह्मस्कारुतेरति॥ १॥
मियालसानुष्ठकेऽ तत्त्वायालं न श्याम्यतम्।
तत्त्वायालने बायले मियालमिचित्रानि॥ २॥
मियालसाध्यात्मवत् सययसु सुतरां स्थितम्।
मियालसस्च सययसु त्र्याश्यालमागतम्॥ ३॥
श्रीकानामभानाच भास्करे तु वदेव तत्।
रञ्जीतः स्वप्नरिचनं यदन्यायार्थिते च॥ ४॥
अन्यत्र बद्धवचार्यां वाधारार्थ्यवस्तक्ष्ठि:।
था माथा जडसामान्यं शृंगेन्ल नियमेतव तत्॥ ५॥
अन्यत्र तु अवश्यः धातुः तत्त्वाचिच्छतं बनित्तता॥ ८॥
অপকল্পাদ্যাণানম || ৮৩ ||
এবং অপকল্পলৈবং অপ্যতচ্ছমুদ্যবঃ।
অপকানো হি তাদাক্ষায়াপাদারাং মতা || ১ ||
ন তাত্ত্ব সমবায়েন ভেদসমবায়ীরসাত।
ব্রহ্মান সমবায়েন্ত ভ্রম্যাহিষিকঃ সখ্যঃ || ২ ||
বচন যুজ্যাং কারণাং পরিশিদ্ধঃ।
নিমিত্তাং হি তদ্ভিঃ পুংস্যনুজগতঃ || ৩ ||
পাদ্রে সাচিবাসায়া প্রবোধলং যতো ধিষ্ঠঃ।
বোদ্ধায়া পদ্মানাং পুংস্যন্ত চাত্মীয়চরে।
সুপ্রাণয়নঃ প্রথমঃ প্রধাবঃ।
কার্যকারণভাবাদিঃ বুদ্ধি নির্ভারিতি য প্রস্থ: || ৪ ||
খােন নিমিত্যায়েণো শৈত্যায়বাদিভাবঃ।
তাশাদিতি প্রত্যাস্যা স্যাকারণাসি নিঃ। || ৫ ||
(হাং ০ ৪ ০ ১ ৮ ৫ 
করিষ্যামুতি স্তুপ্চায় হস্তারোধ্বস্ত:।
য মৈত্রব বুদ্ধাং স্মারকাত্মন্তিন্তৃত:। || ৬ ||
পাদ্রে বর্ত্তিকালঃ চাত্মীয়চ্চারাশনমাল:।
শাখেকাত্ম তলে তু পুংস্যন্ত প্রত্যাস্যায়বানাত্ম:। || ৭ ||
ঈশ্বরঃ ছত্রীয়স্যায়ান্ত তথ্যাদৃশ্চুত:।
মাজারা নৈথুর্ব্বাদায়েন প্রত্যাস্যায়বান:। || ৮ ||
তত শ্রব্যায়ে মূলবলেন্দ্রস্য যুক্ত:।
যামানানেত্রেন্দ্রিয়ামুতি প্রত্যান্ত: চেতন:। || ৯ ||
স্বভাব যদি এত খাত্ত তত্তাত্ত্বিভিন্নতন্ত্র:।
বিকারগণে যানিব্যবহৃত তদ্রুপক্ষেত:। ৯৯।
এব যায়কল্পনায় যায়কম্পনমঃ কনাত:।
নষ্ঠাদিশ্যকল্পনায় ঘটোপাদানতা স্থবর্ত। ৯২।
ন কর্মশ্চাণিরাষ্ট্রিবিভিন্ন তত্ত্ব যুক্ত:।
তদার্থযত্নার্থাষ্ট্রিবিভিন্নতদার্থক্রিয়াঞ্চম:। ৯২।
এব কারণসত্ত্বাম মেধাপাপত্যঃ পুনঃ।
নিষিদ্ধতিঃ প্রাণস্বল্পষ্টিতর্কার্থ্যমাত্র যুগ্মকঃ যুগ্মক:। ৯২।
প্রশ্নারিতযাগিক্ষায়া বুদ্ধিবিন্ধ্য: ন চত্ত কার্যত।
প্রশ্নে জীববিধুতিয়া বিবোধিজন্ম: এ মেধাপ:। ৯২।
প্রাপ্তীকৃতীর্যভাষায় বুদ্ধে: যুগো ন যুদ্ধত:।
কসাদিনিগামাভাবাভিপ্রব্যোতত্ত্বে পুনঃ।

ন প্রাণজব্ধির্মায়কচ্ছবান্ত। ৮৯।
কসাদেববিষ্ণুগাঁদি: নুরতে কথা বিদ্যান:।
বন্ধবাচ্ছুতনগামে তস্থাদিশ্রদৈবিক্ষা বুদ্ধিসান্ত। ৮৮।
নিমিনৎসূচ্যাচার্য্যতি সুতীর্থা নিমিত্তে পিতৃবন্ত। ৮৯।

উচ্চাচার্য্য ভূতানি যথার্থমন্ত্রোক্তগারত:।
নিমিন্ত নিমিত্তেস্তঃ বেদান্তধ্যাতনকাম্যতা। ১।
থথা পিতৃতথ্যায় পুরানশাস্তিরা কামাচ্যত:।
প্রতিকৃতিনিষিদ্ধর্ষারী দক্ষিণলেন্দ্র পুরুষু। ২। ৮৮।
भाषाधारणवकारसर्ण भाषापार

भाषाधारणवकारसर्ण भाषापार

भाषाधारणवकारसर्ण भाषापार
পর্যায়করণাদিয়া দ্বীপ দর্শনা: || ৬২ ||
(মনু চ ৩০১। পার্থ ৩০১। পার্থ ৩০৪)
পশ্চিমাঙ্গুলিত উত্তির বৈষিকতাঃ
গ সামাজিকবিবেচনিতে মূল্যে ধীরে ধীরে ঘুরায় ঘুরায় || ৬২ ||
(বিষ্ণুপুর ৩০৮। পার্থ ৩০৬। পার্থ ৩০৯। ৩১৬)
রক্ষোপজীবি পশ্চিম গর্ভ গর্ভ প্রজেত || ৬২ ||
সৃষ্টিপ্রকাশীতামূলকসূত্রমূলক চিন্তনে
কর্মান্তর্গত তন্ত্র কিমত্বা প্রনেস্ত্রে || ১ ||

ফলম্বদাশারায়ণী ইচ্ছানাট || ৬২ ||
(উত্তরবিনাশ চ ৩০১। পার্থ ৩০১। পার্থ ৩০২)
রাজবিদ্রোহতেতাভ্য দৃষ্টান্তসামগ্রী কর্মান্তর্গত ফলকন।
অক্ষাদেশ এবং ভগবানে বাদরায়নী: || ১ ||
নতুন কর্মান্তর্গত পুনরায় জাতিশিখ্যাতির্বহনাত্ম।
নতুন ভাষাতে ভাষা: কার্লাতিবাচ চিন্তনে || ২ ||
নান্যোভ্যাসন এবং হাতুমারে: খয়েপেশানাত।
নান্যোভ্যাসন এবং হাতুমারে: খয়েপেশানাত।
নক্ষত্রপ্রতিকথা: নক্ষত্রপ্রতিকথা: বিষয়ের ভাব।
নান্যোভ্যাসন এবং হাতুমারে: খয়েপেশানাত।
নান্যোভ্যাসন এবং হাতুমারে: খয়েপেশানাত।
নন্যায় রাজবিদ্রোহতেতাভ্য পরম্পরাগত: || ৪ ||
নন্যায় রাজবিদ্রোহতেতাভ্য পরম্পরাগত: || ৪ ||
অন্ত এবং প্রতিপ্রতিপ্রতিপ্রতি কর্মান্তর্গত কর্মান্তর্গত কর্মান্তর্গত: || ৫ ||
(গীতা ৩০১। পার্থ ৩০২)
धर्मस्मन्तर्मिदं चरितं पर्याप्तते।
श्रीदास नामप्रमाणं सकलकृति न्यों प्रियम्॥ १॥
राजस्थानादिवृत्तिः न रंगालिनीशीः।
तदुपलाददुःखबन्धितमुनकत्यापि॥ ४॥ ८५॥

श्रीमादप्रभुदत्ताय सद्धम्॥ ५॥
प्रकाश व्यासतत्त्वान्यापकेशमानात्।
व्यासकार्यं सूक्ष्मस्थाण्यतदिं अवर्जनात्॥ १॥५॥
इत्याऽध्यायंश्रीखेमनेश्वरविद्वदिविक्रियये श्रीहिन्दुतत्त्वाचे
भाषी दत्तात्रियायय सच्चमांकिकम्॥ १॥

वीरभद्रभावे वि मुक्तिरिवभिधीयते।
तद्विवेकत्वाचार्यं भजनीयविवेचनम्॥ १॥
अन्यं कथमन्यं ग्राहैयेत वितक्यगम्।
वीरानं भगवन्नाथे योगनामाखं श्रुण्णत॥ २॥

तद्भव नानाचैंकतमुपाध्ययोगदानादित्वं॥ ५॥

(कां. ४६० २०००) वव खलिरं वशा नेच नागालिका किस्म (४ो. ७० २. ५२. १०.१४)।

यथा प्रकाशयोऽकरं चक्करिस्मं रविः।
चेतसं चेतसं तथा चक्कं प्रकाशयति भारत॥ १॥
चेतसं चापि मां विन्दुः खर्चेकस्यु भारत।
इत्यादिभिःखेमाकलमेव खंभावः। जभयथा चात्मस्थवः।

क २
বীজিপাথপর্যবেক্ষণার্থ ভাষ্যম। [২০১৫] অর্থাৎ সত্যি। একথা ব-জ্ঞান জ্ঞাতে জ্ঞাপন্নন। (বিষয়পুঃস্তঃপঃ২।পঃ০৯৬।পঃ০১

২।

ধিনিনিবন্ধনিবন্ধনের অন্যতম সমভ- জ্ঞাতে নাম।

অন্যান্য বিশিষ্টিবিভক্তিপরিপূর্ণ বাণী প্রচেষ্টায় কথাবাচ্য প্রকাশাত্মক। প্রতিবিম্বপাদিপূণা- দ্যুপগমে তদুত্ত। ৫১।

প্রথমগিরি চেতন পরিমার্থমুক্তঃ প্রকাশানাম। ৫৪।

প্রথমগিরি পরমেশ্বর স্বাভাবিকানায়: প্রকাশাত্মক এবং জীবঃ 
এক্যাত গিরিমুক্ত: গিরিমুক্ত হয়ে এক্যাত না থাকিতে বিনা 
জর্জরর্জরা জন্মায়। যথার্থ স্বাভাবিক জেলির জন্মায় তদ- 
জর্জরায়। কথম। প্রকাশাত্মক পরেষ পরমেশ্বরের স্ব স্তুতি- 
প্রকাশ চেতন দ্বিতীয় প্রকাশাত্মক। যথার্থ স্বাভাবিক তথাকর- 
প্রকাশাত্মক। যথার্থান্তর স্বাভাবিক বিদ্যমান বিদ্যমান প্রকাশ 
বিদ্যমান প্রকাশ। পদ্মু পদ্মু হিন্তানি মাহানী কুমার- 
বিদ্যমান। জাতি তদ্ভাবনা এবং তদ্ভাবনা বিদ্যমান। মহাত্মার প্রকাশ 
রূপের স্বাভাবিক দীর্ঘ স্বাভাবিক হয় বাণীকথার প্রকাশে- 
কথের গিরিমুক্তের সম্বন্ধীয় চেতন হন (৩৭৬০৩৫১৫৪) 
লেখন আত্মীয়বান্ধু, দ্বিতীয়, গীতা, প্রতিযোগিতাবিদ, খ্যাত:। তথা-
ধিরাভ্যা জগদ্রকারকলেব স্বত্তীতি ন তথ প্রাপ্তে।
কিছু মনোমর্ভতা মিথ্য়েন্দ্রিয়নাপি চাক্ষুষিনিন্দে-ক্ষেত্র বৃষ্টিটিনা ত নিষেধ এব স্মার্তস্বল্পপ্রভাবঃ।
কিং মানসাক্ষাতে মেঠে বৃষ্টিতত্বচিহ্ন ক্ষীতা।
বস্ত্তোচ্যতদ্যানাবিন্দুমাক্ষাণান কুতঃ।॥ ৯॥ ইতি ॥ ৮৪॥
প্রথিতে বিকারিত হুব সন্নাতনাণো মন্ত্রগ্রহণয়না: মানসীক্ষামী বৃহীত্যাদি-প্রমোদযতি মনঃ বিউক্ষার্থ।

ন বিকারিতস্তু করণবিকারাত্।॥ ৮৫॥

ন মনাদাগবিকারবেল আক্ষানেী ভব্যতমহিনি কুত: সূক্ষাপুরসাহেতে কর্ষগতলেন মনাদিতেমখুম্পত্রেরাদ্বান-বিকারিতলাঃ। তথাহি সূক্ষাপুরসাহী কর্ষসংক্ষেপায়ন-মানে তাদুক্ষকর্ষপ্রত্যন্ত মানানে তাদাব্যে সূক্ষায়ো
মানাবিকার্য্য আক্ষানি প্রতীকলালীর রাজতস্বত্বদ্যুক্ষামানান অভাই মান সংঘাত। স্বুতস্তী মনোমঘে তদ্যুক্ষাশূ। কাশুপালোনার কাশালবিদ্যা স্ত্রুক।

॥ ৮৫॥

ঋষি কর্ষ জীবস্তু ব্যাপ্ত ভাবব ইত্যপেচ্যাত্মামাহ।

অন্যন্যক্ষ্যা তথু দ্বিদ্বিত্যাদ্যাদ্যান্তঃ। ৮৬॥

(গীটা মালায়। শ্লোক ১০২)

পুস্ম: চ পর: পার্থ ভক্তা সথশ্যানন্যঃ।
ধাতানঃ শুচি ভূতানি যেন পুর্বমিদৈৰ তনম॥
দৃতি গুরম। তথা (গৃঢিভূপঃ অষ্টমোক্তিঃ শ্লোক) ভক্তকে পুষ্পে পুর্ণে মুক্তা ফিরিয়ে কিবতে ন জান দৃতি। তন্মাত্র পরমানন্দে মুক্তিবিচ্ছেদে সতি ব্রহ্মান্নান্তঃসন্তীকরণ মুক্তিরন্তরে। তথায় তদন্তে বুদ্ধির্ভিক্ষণ যাবতিতে ভবতিীতঃপূর্বক তথা পুরুষপ্রলত।

অথ বুদ্ধিবিভাগঃ ভগৃত্য এব মুক্তিব্যবহারাবত।

তথায়া দৃঢিভূপঃ আদিভূপঃ ক্ষণঃ আদিভূষিতঃ নিঃসরনঃ দৃতি। কুর্মায়বল খান প্রতিভস্মতি নিখণ্যঃ ক্ষেত্রাদিকে নিঃসরনাদিত্য নিঃসরনাদিত্য তথায়বলমাপঃ তরোধান্ত প্রস্তুতে নিঃসরনাদিত্য ক্ষমন্ত্রমাপে।

অথ পরমানন্দে জীবনাধূতে সবিদিতে নীহারিকান্নোপেক্ষাবত।

আলোচিতার্থে তু কালিরনাসদ্দুলাত।

আলোচিতার্থে তু কালিরনাসদ্দুলাত।

তথ্যাত্মাত্ত্বকো দ্যায়ে নিঃসরনে এব সাধিত্য তুয়রে।

ধর্মায়কামী কিং তথাকুন্নিকার করে স্তীত।

ব্যবস্থাগত্যের্থে মুক্তে ব্যক্তিীত স্বীক্ষে বর্ণঃ ১।
তথাচ ব্রাহ্মীশ্বরে তন্মাত্রাচ স্বর্ণে সর্পে পরম্পর সথা-
মপি মুক্তিকালি তাবধে জীবগ্রহণ। ইতিমধ্যে ধর্মাকান্ত জীবনানুভূতিচ বদ্ধ বুদ্ধিরস্তমন্যঃ মধ্যাকার মাত্রার সহ বন্ধুবন্ধুগন্ধনাব এবতি কামনামৃত্যু বিধি বুদ্ধির প্রধানক্ষেত্রে কার্যকর। অর্থ তবে হাতে হাতে কার্যান্তরাণাধিকারে ফল নির্যস্তাবিষয়ে চতুর্দিকে। তস্ক বক্ষস্তু প্রকাশ প্রসন্নপ্রলীপি যয় কাশাত্তু প্রকাশকান্তীষ্ট চায় যাহা প্রাকৃতগুণমূলভূতে বিভক্ত পরমাঙ্গুণেন্দ্রনাপাষ্টী স্বল্প মৃত্যু। ব্রহ্মা প্রাণে ত্রু প্রতিনিধিকাদির বৃত্তান্তামাং বহনপ্রমাণতে বহনপ্রমাণঃ পরিপর্যন্ত ব্রাহ্মণত্র কর্মণ্যেদ্র দ্বিত।

সূক্তিতে নিধরমভবতি খ্যাতাবাণ্ডানাত কার্যাসিদ্ধঃ।

ব্রহ্ম জীবন্ত সংবাদ কিমকাশানাত মত।

ব্রহ্মভক্তিতাত্ম স্মরণে প্রবর্তন।

খুঞ্জত্ত জীবনূজ্বলে মুক্তিস্রাপ চায় গতি।

ব্রহ্মভক্তি পরা ভক্তিদ্বিতীয়ে সংস্কৃত।

খায় ভষ্যি কামনানাগমানবাদেব নিষিদ্ধ।

ভক্তি বদ্যায় নিরপেক্ষতা তথাপরাং সর্বর্ষে সর্বজ্ঞিশ।

(বিচিত্রপু ৭৯১ পঃ ৮০৫ প্রণীত ১০৬ পঃ)

তাবদারিক্ত বা বাক্তা তাবদারিক্তায় সুখমুষ্ট।

ব্রাহ্মণায়তি। প্রপৰ্য সামগ্রীনাগেশী চন্দনমুষ্ট।

তন্মাত্রাকান্ত সুব্রহ্মায়তে জ্ঞাতা নামাকান্ত ভূত।

রসুর্পাদিত্যেত্রানামভূতত তন্মাত্রাকান্ত।
বন্ধানী চৌরঙ্গকির্তন তাঙ্গানি
 ইত্যাদি তারি তপনাঙ্গকির্তনানি。
 অমোরঘমধর্মকুলকৃত
 নাথালিয়াকুলকুলে উল্লাসাধনবাদ। দৃষ্টি ॥ ৫৮ ॥

চীতের নেত্রার্থ। প্রশ্নগজ্জমেধেরাদৃশ্বন। ॥ ৫৮ ॥

এতে জীবান্ত চৌষি নাথানি সাধনানি অর্থপ্রমিতা
প্রমাণভূতানি যাত। প্রমুক্তাভিধেয়ি করাজীবি-
যাত চীতায়ম। তারি পথ শাস্ত্রমান্যঞ্চলপদপদথুঃ।
শব্দ: শাস্ত্রপ্রমাণকরণৈ। তথাপ্রধানমধানধানাদিকাদিকানি
সাধারণানুভূতি প্রমাণভূতানি নামানুগাননানুর্ধ্ব।
তথয় শাস্ত্রমান্যঞ্চলপদপদথুঃ।
প্রথমপ্রমিতিকরণালচারিনি চিন্তনীয়বাদানি তাহি
শচ মনঃ শুচিলক্ষণপ্রশান্তানি যষ্টি শাস্ত্রেনামানি করণস্থা-
নীবিভিন্ন ধীরাজাধারাজাধারাজাধারারূপ ভাষ্যনি বন-
্যনি অর্থ এবং মু কৃষি (২০১৫। চৌষি ১৪) জিবাঙ্গুলে দৃষ্টি
স্থান প্রকাশ উপজাতির দৃষ্টি। জীবাণুদ্ধুপ্রমিতি দুঃখা-
কারারাস্ত ভাষ্যান: শাচ্যাং প্রকাশনৈবেদ্য প্রকাশনা
হতি ন তথাভাস্তর্ক্ষণ গায়ত্রী। এতদ্ব বাচ্যাস্তে
মু। এবং শাচ্যাং প্রকাশবেদান্ত চীতের পথ ব্রহ্ম চীষে
সহুরধিকাশানি নাথানি নূতনি তরফস্তদ্ব্যুস্মি-
পলায়নানি। উৎপাদন তু প্রাক্তিকেযাচার্য তথাশাবানভূ-
ष्ट्राणुमानवसहकारेष प्रियमपदामानाधिकरणत् कविकाव्य-परिश्रमद्वारस्मापि सम्भवतीति चिल्लेवकालभवत्ति न प्रकृत। प्रमाणविचारोऽसाराभिन्योऽध्यत्तत्त्वकिषे वेदांततत्त्वकिषे अ निच्छिन्नति दृष्टि न च प्रतन्यते।

जीवबुद्धि मनो नाम तत् बज्जा चविकाव्यवत्।
वैगमयावाचापषि धिया तेनापपशते॥ १ ॥
ईंश्रावप्रस्तत्तेजीवबुद्धिनामज्ञतेः चरः ॥ २ ॥
बुद्धा दुःखादिवर्त् साधारणस्माधि मन्नते॥ ३ ॥
माताशुमातेन्न्रियारा भववद्विलिन्यकः।
भववद्विलिवालाचिरायायां तय्योऽषिवेः॥ ४ ॥
भूतानि पद्म तत्त्वाचा: पद्म वैकादशिक्षयम्।
भूमिप्रभासालम्पपेशुभासालिस्यथः॥ ५ ॥

dृष्टि धीर्षित्तत्चारि || ६ ॥

अवस्त्रो भावविकारा: सुः क्रियायकसप्योग्योरत || १००॥

प्रक्षादतुत्तिस्तिकापि चिन्चिते तत्साराबिभाववास्यमणा चत एव क्रियायोग्यता तथा तिरंभावव्यायोग्यता एवं चित्रहस्तानव्य विकारा एवं भवन्ति। कुतः। करौरिति घट नाशयमि घटमियारै। धालघंजासमंबमंवदेशातर्तै स च चत एव घटको नाशतः। तथाभेकम्। (गृ० ३०२ ३००।१०६) नाशयमि विचितवा भावा नाभावा विचित चत दृष्टि एवं भवन्ति नस्तेवायादिवापि क्रियायथचल प्रत्ययते। तच्च चत एव वाध- वलित। साधारणसमुथ नाशप्रतियोगिल्ल च ततदः श्राय-
शक्तिवस्थतिः च शास्त्रविभा विभावाङ्गारवशकेलोनवशागोरवस्थरितरस्त्रुखः। घटकांग्या एवविभावशाहविभावलाल्त्। अन्यथा उत्पन्नवत्तानिपि तथावप्रस्थान्। एवव घटख्य पूर्वपूर्वविभावतिराभाहावपरंपरेऽ अग्रभावविशेषैर्भाव एव नामं च कदाचिदावत्तिकापि यथा देवदत्तखरीरखः चथावा मुकुबुद्धादीरोम। अनुभ्रोक्त्यालाभवे च पर- स्वरविशेषविद्यंतंदित्तिकं विद्यंतोत्तिरित्ये। अन्यथा भवेश्वर- भावान्तरखोकारप्रस्थानिदित्ती। प्रत्येकं तु प्रश्नशास्त्रविकारारतिरिक्तविकारशाभाव एव। चक्रारथु सङ्क्रालता तिथञ्जिति न कोट्ति देयं। परंश्चित्ता चिकित्तिणी भक्तिमो- मांिश।

परिवीतपोतववस्त्रचुं चनोपमम।
शतपत्तचुं स्त्रायत्वेच्छम।
धर्मेषुररीरकमण्डितं गवाम्।
चुंदर वेधस चौकार्षभविषण मथः।
गौतप्पाशवशे विशारद्वद्विति खातादीदुमोमेण।
वीरविनिधिभवविभावमपदभाक्ि प्रस्थातनमव।
तस्मादाश्र अष्टेणरा बुधवरः। मेनाधिपः ख्राख्तमाः।
थंगेण अंतं वदुमुनिया चढ़िकिमार्ममयाः।
द्विति शोकेशिवविद्वदरविविरिती श्राष्टिप्रकाशस्त्रोत्तिः भावे भौतिकाश्चायस्तद्वितीयमाध्यं समात्समाघयाः।

समात्सिंभं भक्तिमोमाः।
BIBLIOTHECA INDICA;
A COLLECTION OF ORIENTAL WORKS
PUBLISHED UNDER THE SUPERINTENDENCE OF THE
ASIATIC SOCIETY OF BENGAL.
New Series.

THE
APHORISMS OF ŚĀNDILYA,
WITH THE
COMMENTARY OF SWAPNEŚWARA,
OR,
THE HINDU DOCTRINE OF FAITH.

TRANSLATED BY
E. B. COWELL, M.A.,
FELLOW OF CORPUS CHRISTI COLLEGE, AND PROFESSOR OF SANSKRIT IN THE UNIVERSITY OF
CAMBRIDGE; AND HONORARY LL.D. OF THE UNIVERSITY OF EDINBURGH.

CALCUTTA:
ASIATIC SOCIETY OF BENGAL.
1878.
COLEBROOKE, in his account of the Pāñcharātras or Bhāgavatas,\(^1\) says that "a passage quoted by Śaṅkara Ṭhārya in his Commentary on the Vedánta Sūtras (ii. 2. 45), seems to intimate that the promulgator of the Pāñcharātra system was Śaṅdilya, who was dissatisfied with the Vedas, not finding in them a prompt and sufficient way of supreme excellence (para-brāyas) and final beatitude; and therefore he had recourse to this śāstra." This however is not the work translated in the following pages, as the doctrines impugned by Śaṅkara do not agree with those of the present work; nor does it contain the passage quoted by him, or that quoted by Govindānanda in his gloss, which declares that one syllable of a tantra is superior to the four vedas. Dr. Hall, in a note to his edition of Wilson's translation of the Vishnu Purāṇa,\(^2\) quotes some lines from Nāgāśabhaṭṭa's gloss (the Guruvyākhyā) on Govardhana's Saptākṣarī, which condemn as repugnant to the Veda the doctrines of the Pāñcharātras, the Bhāgavatas, the Baudhāyas, the Daigambaras, the Lokāyatas, etc.; and he adds that these verses are preceded by a denunciation of Śaṅdilya as heretical. This may very probably refer to the supposed author of these aphorisms; but this allusion does not carry us very far back, as Nāgāśabhaṭṭa

---

1 *Essays*, vol. i. p. 438.

was contemporary with Jayasimha, Rája of Jaipúr, who lived in the beginning of the eighteenth century.¹

The name Śaṇḍilya is found in a well-known passage of the Chhándogya Upanishad (iii. 14), which recurs with a few verbal differences in the Satapatha Bráhmaṇa (x. 6. 3); the sage is there represented as declaring that the soul within us is Brahman. His doctrine is directly referred to in Aphorism 31 of the present work, and the Commentary quotes the passage from the Chhándogya Upanishad. This doctrine is called the Śaṇḍilya-vidyá in the Vedánta-sára, and it is there characterised as consisting of devotional meditations directed towards Brahman viewed as possessed of qualities rather than as the Absolute. The author of these aphorisms apparently accepts his view as the true one, and contrasts it with those of Káśyapa and Bádaráyaṇa (cf. Aph. 29-32), the former of whom is represented as holding that Brahman is other than the individual soul, while the latter holds that the soul is nothing but Brahman, its apparent individuality being only an illusion. But the Śaṇḍilya-vidyá after all very imperfectly corresponds to the doctrine of the Śaṇḍilya sútras, which are properly a Mímáṃsá of faith (bhakti), as distinguished from the púrva-mímáṃsá which treats of ceremonial works, and the uttara-mímáṃsá which treats of knowledge. Their peculiar tenet is that liberation can only be produced by faith. The mundane existence of the individual soul has arisen from the want of faith, not from the want of knowledge; and faith alone can abolish it. Faith effects this by abolishing the internal organ, which is associated with the soul and disguises its real nature. Knowledge is only useful inasmuch as it removes the mind's foulness,

¹ Hall's Preface to his edition of the Sáňkhyaśstra, p. 37 note.
which consists of unbelief; it thus leads to faith, and this to liberation. Śaṅkara's view of knowledge is clearly expressed in the following passage of his Commentary on the Śvetāśvatara Upanishad, which will serve to bring the two views into sharp contrast. "When men, disregarding the fruit, perform works only for the sake of Īśwara, these works become indirectly a means to liberation, as being a means for producing that purity of the internal organ which is a means to knowledge, which is the means to liberation."1

The Bādarāyaṇa mentioned above is of course the author of the Vedānta sūtras, but I am not certain about Kaśyapa. There is no celebrated Vedantist teacher of that name; and it is therefore probably intended as an allusion to Kaṇāda's school. Kaṇāda is so called in the Trikāṇḍākesha and in Śaṅkaramisra's Upaskāra, pp. 160, 161; and the Vaiśeshika school, like the Nyāya, generally holds that individual souls are infinite in number and distinct from the Supreme Being.2 The doctrine itself, if taken as a branch of the Vedānta, very much resembles that of Rāmānuja, who flourished in the first half of the twelfth century; but, though I know of no positive grounds for assigning to these Aphorisms an earlier date than the thirteenth century, I should certainly be inclined to allow them a somewhat higher antiquity.

Still the absence of all direct allusion to these Aphorisms in mediæval Hindu writers proves that they must be comparatively modern. They are the work of some anonymous teacher, who ascribed his doctrine to the ancient rishi Śaṅdilya,

1 यद्वा पुनः फलनिरपेयम्यवराः कर्माधुतिहलि तद्भो भोजसाधनाः भवति | (Bibl. Indica edit. p. 264.)

2 Cf. the Commentaries on the Vaiśeshika Sūtras, ii. 1. 18 and iii. 2. 19, 20.
partly because he wished to conceal its modern origin under a name belonging to Vedic times, and also because the Śāndilya-vidyā supplied a convenient vantage-ground for his main doctrine of the necessity of faith. He bases his doctrine on the Bhagavad-gītā, which he mentions by name in Aph. 83, and evidently quotes in Aph. 84; he applies to it the word śabda in Aph. 22, and the later commentator does not hesitate in several places to call it bruti.

The original text of the Aphorisms, with Swapneśwara’s Commentary,1 was edited by Dr. Ballantyne in 1861 in the Bibliotheca Indica. He had intended also to publish a translation, but this project was never carried into effect. Just before he left India, he had a fragment of his intended translation set up in type, containing the greater part of the first four pages; but it was never revised nor struck off. I have borrowed some of his phrases and notes in the commencement of the present translation; and I have also found assistance from some of the notes written in his MS. of the text now in the India Office Library (No. 8) in London. These notes end abruptly at Aphorism 31.

I have endeavoured to make my translation as faithful as I could; but I have not hesitated to insert between brackets those missing links which Hindu writers so often presuppose that their readers will supply, and which are generally in-

---

1 Swapneśwara was a native of Bengal (Gauḍa), and he quotes the Gauḍa recension of the Sākuntalā in his commentary on Aph. 6; but I know nothing as to his date. There is a MS. in the Calcutta Sanskrit College Library of another Commentary by Bhavadeva, which must be considerably posterior to that by Swapneśwara, as it not unfrequently takes a line of his commentary and treats it as an original aphorism, just as we sometimes find the modern Nyāya writers do with regard to the ancient commentaries on the Nyāya sūtras (see Colebrooke, Essays, vol. i. p. 283). Thus in p. 71, l. 6, he takes as a sūtra the passage tasya bhagavatopaharṣaḥ pasyupi layāḥ kidid pralayādmagrito va. He also omits certain sūtras, treating them as part of the original Commentary.
dispensable to the correct understanding of the argument. I am too deeply sensible of the difficulties of Hindu philosophy to hope that I have always caught my author's meaning. Hindu philosophy, like Aristotle's works, has everywhere pitfalls for the unsuspecting reader, often hidden under some apparently simple expression; and I have no doubt fallen into some of these unawares. My translation would certainly have been better, if I had been still residing in India and had been able to consult, as I used to do, the Paññits of the Calcutta Sanskrit College. I would here, however, gratefully acknowledge the considerable assistance which I have received in many difficulties, more especially in the third Chapter, from my old friend and teacher Paññit Mahēśa Chandra Nyāyaratna. He kindly sent me by letter explanations in Sanskrit of several passages which puzzled me; and some of these I have translated at length in the notes to my translation. He also sent me many various readings from a good MS. in the Sanskrit College Library, some of which have been of great use for correcting the printed text.¹

One of the chief points of interest in the Śāndilya sūtras is their relation to the history of the Hindu doctrine of faith (bhakti). This doctrine, originally propounded in the Bhagavad-gītā and subsequently developed in the Purāṇas and especially in the Bhāgavata, has become a widely spread tenet of mediaeval and modern Hinduism; and the Śāndilya sūtras are no doubt one of the many offshoots of the theory. The date and history of its origin in India are at present unknown, and, in the general absence of historical data in Hindu literature, we may well fear that they will always remain so.

¹ I have also used a thin paper transcript of the MS. in the Bodleian Library, lent to me by Professor Max Müller.
Dr. Lorinser, Prof. Lassen, and Prof. Weber have maintained that the doctrine of *bhakti* arose in India as a more or less direct reflexion of Christian ideas; but strong objections have been urged by Dr. Muir, in the preface to his "Religious and Moral Sentiments from Sanskrit Writers," and by Paṇḍit Kāśināth Trimbak Telang in the preface to his excellent translation of the Bhagavad-gītā. I cannot pretend to speak positively on the controversy; I would only confess to a somewhat hesitating inclination towards Prof. Weber's moderate opinions on the question. The idea expressed by the phrase πιστεύεω εἰς τὸν Θεόν is peculiarly associated with Christianity; and *bhakti*, as distinguished from the older *braddhā*, appears, so far as we can trace it, to have risen suddenly on the Hindu horizon; but it is possible that it may have been, like so many other great conceptions, a natural product of the isolated activity of the Hindu mind. Anyhow, it is deeply interesting to trace the parallel; for the reader can hardly find a more striking commentary on Śāṇḍilya's *bhakti* than those words of Augustine, whether we view their likeness or their difference, "quid est credere in Deum? credendo amare, credendo diligere, credendo in eum ire, et ejus membris incorporari."

Cambridge, Aug. 10, 1878.

E. B. COWELL.
THE APHORISMS OF ŚĀNDILYA.

FIRST CHAPTER.

VICTORIOUS IS THE SUPREME LORD.

A commentary on the hundred Aphorisms of Śāndilya is now uttered by Paṇḍit Swapneśwara, in reliance on the supreme deity; great is the marvel of the wine of Govinda's two feet, which whoso drinks does not become bewildered, while those who drink not do!

It will be declared hereafter that Liberation is the soul's reaching the state of Brahman. And as souls are absolutely identical with Brahman, their mundane condition is not natural to them, but is caused by their disguiiser, the internal organ, which consists of the three qualities; just as is the case with the redness of such a thing as the [colourless] crystal, produced by the proximity of such a thing as a China rose.

And this mundane condition, just because it is due to a disguiiser, is not to be removed by knowledge, but by the destruction of (1) the disguiiser or (2) the disguised, one or other, or else (3) by the destruction of the connexion between them; for not even by the most skilful looking is there cessation of the erroneous perception of redness in the crystal, so long as there is contact with the disguiiser [the China rose near it]. Now in the present case [when we discuss our threefold alternative] the destruction of soul is impossible, because the manifestation of all being depends on its existence; nor, again, can the connexion between the two be destroyed,
because that is nothing else than the nature of them both [soul being all-pervading and therefore of course in conjunction with the internal organ as well as everything else]. Consequently by exhaustion the third alternative only is left, viz. that the cessation of the error can only arise from the destruction of the disguiser, and not [as Śankara Āchārya and his followers hold] from the knowledge of soul. And for the destruction of the disguiser another cause [than that suggested by Śan-
kara] is to be sought; and this is devotion to the Lord, which, as being something supramundane, is established by the Veda and authoritative tradition [and not by the ordinary processes of perception and inference].

And so in the Bhagavad Gītā (ch. xiv.) the adorable Kṛishṇa himself declares that faith in himself is the cause of liberation, which is defined as the attainment of divine beatitude through the dissolution of the internal organ, which consists of the three qualities; this he declares, beginning [śl. 6],

"Of these 'Goodness,' by reason of its purity, is illumining and healthful; it binds, O sinless one, [the soul which in itself consists of uncaused bliss and unspecialised knowledge] by association with happiness [not intrinsic but occasioned by motives] and by association with knowledge [such as is not absolute and objectless thought, but is associated with objects]. Know that 'foulness,' consisting of desire, arises from association with a thirst; this, O son of Kuntí, binds the embodied soul by association with action [giving rise to merit and demerit,—obstacles alike to liberation]. But know that 'dark-
ness' is born of ignorance, and is the bewilderer of all the em-
bodyed ones; it, O Bhárata, binds by carelessness, inertia and sleep;"¹ and winding up with [śl. 26],

"And whoso worships me unwavering, with the devotion of faith, he, having passed beyond these qualities, becomes worthy of existing as Brahman."

¹ The translation of this extract is chiefly borrowed from Ballantyne.
And this does not imply that the knowledge of the soul is useless, for knowledge is an auxiliary to devotion [or faith], by washing away the filth of unbelief; but knowledge cannot abolish the imposition of the property [i.e. personality] belonging to the disguiser, the internal organ, which is in direct connexion with the soul [any more than the knowledge that he has jaundice will prevent a man's seeing a white shell as yellow]. Hence this is clearly declared in such passages as that [in the Gítá, ch. xiv. 19],

"When he knows what is beyond the qualities\(^1\) he attains my state,"

and again [iv. 41],

"He who by knowledge has cut away all doubt."

And the soul's mundane condition is not [as the Vedántins say] caused by ignorance, so that its removal could be likewise said to be effectible by knowledge, because there is no proof thereof; and also because in the absence of the proper cause, particles of silver, it is impossible that silver should arise from a shell mistaken for it, [and so too this actual world cannot be produced, as they hold, from ignorance, which they declare to be itself unreal]. And moreover, the text, "how, O gentle youth, could it thus be that Being should be produced from Non-being" (Chhándogya Upan. vi. 2), which establishes the existence of the cause as inferred from the existence of the effect, declares the positive reality of the world; and especially do such texts as that (Ibid. iii. 14) "whose will is true," etc., declare the reality of the Supreme Lord's creation. Nor has the venerable Bádaráyana asserted in any Sútra that the world was produced from Ignorance; on the contrary, by rejecting the doctrine of a dream creation, he has asserted the reality of the waking world. Nor was this rejection only employed exoterically as an illustration, for there is no proof for such an assumption.

---

\(^1\) "i.e. what underlies the phenomenal."—Ballantyne.
But the theory [which Vedántins allege] that existence, thought and joy are essential [and constitute soul] is not tenable. Joy, etc., are not directly modifications of soul,\(^1\)—for they are perceived as reflected in soul, just as paleness is, [as when a man says 'I am pale,' aham gaurah, where the paleness does not really belong to soul but to body, and is reflected on soul]. It is simplest to suppose that the perception of joy, etc., is through an instrument [i.e. the internal organ], because perception is an action [which implies an instrument]; and therefore joy, etc., are instrumentally produced by interpenetration,\(^2\) just as sound is produced by the auricular organ.\(^3\) [Joy, etc., thus interpenetrate the mind as a quality its substance, and are only reflected on soul.] Others [as the followers of the Nyáya] hold that joy, etc., reside by interpenetration in their instrument the mind, because joy, etc., are qualities apprehensible by an uncreated organ [as they hold the mind to be], just as sound is apprehensible by an uncreated organ [because consisting of the uncreated ether]. On either view the illustration drawn from sound will equally hold, because joy on the one hand and sound on the other are equally qualities apprehensible by an intangible organ [mind and the auricular organ being alike intangible]. But the proof of the reality of soul is found in the fact that it reveals all existence [for if there were no seer or knower, nothing could be seen or known]. All this will be made clear in the second portion of the third Chapter.

Therefore, since there is a wish\(^4\) to make a full discussion

---

\(^1\) "As a waxen cube might be one modification of a piece of wax, and a sphere might be another modification of numerically the same piece of wax, when that same cube has been rolled into a ball."—Ballantyne, note.

\(^2\) They exist in the mind by interpenetration (or intimate relation) as qualities or affections, not in the soul by identity as essential constituents. In the comm. on Aph. 99 they are called the modifications of the internal organ.

\(^3\) "The auricular organ is that portion of the indivisible ether walled off within the fleshy ear (as a portion of indivisible space is walled off within the limits of a jar)."—Ballantyne.

\(^4\) The Sanskrit Coll. MS. reads vidhitād for vivitād.
of the nature of Faith (bhakti), inasmuch as it is the cause of the attainment of man's highest end, just as there was for the same supposed reason, in the Púrva Mímáṃsā, a wish to make a full discussion of the nature of duty (dharma), we have the following propounded as the first aphorism.

Now then there is a wish to know faith. (1).

The word 'now' (atha) indicates the commencement of the discussion,—it does not [as at the opening of Jaimini's aphorisms] indicate subsequence.¹ For there is here no necessary subsequence to any preliminary study of the Veda, since it will be hereafter declared that even men of degraded castes are competent to enter upon the present inquiry. Nor does the word 'now' imply [as in the Vedánta aphorisms²] a subsequence to a previous acquirement of tranquillity, etc. [as a necessary preliminary]; because it is simply the desire of liberation which makes any one competent to engage in this inquiry into the nature of Faith. Thus there is the following passage in the Śvetáśwatara Upanishad (vi. 18),

"To Him who at the beginning created Brahmá, and who gave the Vedas to him,—to him the God who reveals the knowledge of himself, do I, desirous of liberation, fly for refuge."

Nor again is the word 'now' intended to imply a benediction [as in the Yoga aphorisms,³] [at the commencement of a new work], for its mere utterance [without any reference to its actual meaning] has this auspicious benedictive power. Therefore its true meaning is that the inquiry into the nature of faith is to be entered upon by him who desires liberation.

¹ Thus the Commentator on Jaimini's first Aphorism explains the atha there as "now, i.e. after studying the Veda while residing in the family of the teacher."

² Thus the Commentator on the first Vedánta aphorism, says, "here the word now means 'subsequently to the student's attainment of the four requisites,' i.e. a perception of the distinction between the eternal and the transient, a scorn of the transient enjoyments of this world or the next, the possession of tranquillity, self-restraint, etc., and the desire of liberation."

³ Thus the Commentator on the first Yoga Aphorism says, "the word now implies the commencement of a new topic and it also serves as a benediction."
The phrase in the aphorism 'a wish to know' implies 'inquiry.' Although 'faith' which is 'an affection fixed on God' is not something to be effected by works like the 'duty' and consequent 'merit' [which are the great topic of the Púrva Mí-mámsá], nor something to be known like Brahman [whose knowledge is set forth as the great end of the Vedánta]; yet even when faith has been perfected by its proper antecedents, viz. good works, mundane and inferior devotion, etc., it is still liable to be destroyed by the weight of such false objections as 'this is not faith,' 'this does not lead to supreme bliss,' 'this aims not at the highest object;'-as a wife's faith in her husband [by unfounded calumnies]. Hence the word 'then' in the aphorism implies that a thorough discussion is favourable to faith just because it helps to abolish these wrong views. 'Because the abolition of false objections is to be expected from it, therefore is there a wish to know the nature of faith,'—this is the full meaning of the Aphorism. Hence we read [in Prahláda's prayer to Vishnu in the Vishnu-puráṇa, I. xx. 16], "In whatever thousands of births I may have to pass, O Lord, through them all may my faith in thee, Achyuta, never be shaken;" this very prayer that his faith may remain unshaken implies that he expects that the inevitable attempts to shake it will be counteracted. And therefore the discussion of faith is only so far fruitful as it is ancillary to faith which itself bears the fruit [in the form of the summum bonum].

But it is objected that faith is no proper subject for discussion, because it cannot enter within the range of the ordinary understanding, as it does not assume any practical form belonging to daily life,—the author therefore propounds its characteristic [or definition] in the following aphorism:

*In its highest form it is an affection fixed on God (Īśvara).* (2).

In the words 'In its highest form it,' we have the subject;

1 The reading achātī for achyutṛ is clearly wrong,—it destroys the play of words on which the force of the original partly depends.
the rest of the sentence is the predicate. The words ‘in its highest form’ are added to exclude the lower forms [which will be described hereafter]. The words ‘on God’ have reference to the proper topic of the present work. ‘It,’ Faith, is thus generally an affection, the object of which is a being who is to be propitiated (or worshipped);¹ but here in this treatise it is a particular affection of the internal organ having the Supreme Being as its object, and its special character is easily known by examining worldly affection, etc. As it has been said by Prahláda, who possessed this highest faith in Vishnu (Vishnu Pur. I. xx. 17),

“May a passion as fixed as that which the unreflecting feel for worldly objects, never depart from my heart ever remembering thee.”

In this verse by the word ‘passion’ (priti) an affection is meant, inseparably connected with happiness. Otherwise, if priti were taken in its other meaning of ‘pleasure,’ the locative case of ‘object’ would be inappropriate, as the idea of object is foreign to that of pleasure [for we can speak of the ‘subject’ and ‘cause’ of pleasure, but not properly of its ‘object’]; and the same objection would hold if priti were taken to mean the perception of pleasure, for as that perception would have the pleasure as its object, you could not properly talk of the object of an object. Therefore we have taken as our definition the notion of an affection, together with its proper object. Nor need it be suggested that the meaning of the aphorism is ‘a pleasure produced by its object,’ for the grammarians lay down no rules for a locative as the case of the producing thing. And again, as the passage before quoted, ‘let my faith in thee, Achyuta, never be shaken,’ proves that God is the object of faith, the same thing must be meant here by the word priti, as the two words (bhakti and priti) both form one continuous sentence. The distinction

¹ Arddhyavishayakardgatwam.
between the two passages is that in the first we have the petition for faith in each successive birth, in the second we have the petition that this faith, under the example of an affection for a worldly object, might be always preserved. And we must anyhow bring in the idea of ‘affection,’ as without affection you cannot have the pleasure produced by an object. And to the same purport is Patanjali’s aphorism (Yoga Sútras ii. 7), “Affection [or ‘desire,’ rága] is what dwells on pleasure.” This affection it is which is the essence of faith, as will be seen by its being found accompanying all the characteristic marks which will be mentioned hereafter [see Aphor. 43, 44], and it is also proved to be so by its being the simplest explanation. Faith could not be described as partly consisting of remembrance and partly of celebrating with hymns, etc.; because it would not always be found associated with these;¹ nor again could it consist in the mere knowledge of God, because this might be found even in those who hated him. Nor again can it be defined as the knowing God as an object to be propitiated [or worshipped]; for faith is not always found present in [these outward acts of] praise, homage and other acts of worship; and again we should then have to use the expressions ‘he is full of faith,’ ‘he is full of affection,’ even in reference to one who by compulsion or through fear had the idea that God is to be propitiated with praise, etc. If you say that we should define faith as ‘the knowledge of God as the proper object of worship, accompanied by affection, etc.,’ let us rather say that it is simply an affection (as our Aphorism declares); and so in the Bhagavad Gítá (x. 9),

“These whose thoughts are on me, whose spirits are fixed on me, admonishing one another and always speaking of me, are contented and glad. To these who are ever devoted to me and serve me with affection, I give that devotion of mind by which they attain to me.”

¹ Ananyagamdt might be taken as used similarly to the anugamdt of Vedánta Sút. i. i. 28, ‘because they would not be always found to apply.”
Here we have described the faithful devotedness of those whose thoughts and spirits are fixed on Him, but not of those who merely know Him as the proper object of worship. And hence we read in the Smṛiti$^1$ that even the [ignorant] milkmaids obtained liberation as the fruit of their faith, because their affection was excited by the sight of Krishṇa's lovely form. The preposition anu (in anurakti) is not a mere affix whose separate meaning is merged in the definition, but it is used here to show that the affection arises after (anu) the knowledge of the greatness and other attributes of the Adorable One. “If this were so, should we not have to grant that this faith of ours has also the nature of the affection felt towards a father?” We reply, No, because only the world [and not any particular individual] is identical with the Supreme as being His offspring [cf. the Vedic passage, where the father addresses his son, ‘thou art myself under the name of a son’]. “Ought we not to add, to make our definition complete, that true faith has for its object the Supreme unmodified by any assumption of inferior form?” But this would not include the case of the milkmaids, etc., who had faith in God as conditioned by an external manifestation. Well then, let faith be an affection having as its object the Soul unconditioned by its disguise, intellect (buddhi). Thus faith towards an object conditioned by an external manifestation and faith in the infinite Supreme will be equally included.

From the promise of immortality to him who abides in Him. (3).

‘To him who abides’—i.e. has faith—‘in Him,’ i.e. God,—immortality is promised as the reward in the Chhāndogya Upanishad (ii. 23. 2)—“he who abides$^2$ in Brahman goes to immortality.” Therefore any possible indifference to knowing Him, either on the ground of its having no fruit, or only an inferior fruit, is excluded.

$^1$ Vishṇu Pur. v. 13.
$^2$ Sāṅkara explains brahmaśaṃstha as brahmaṇi samyag-avasthitāḥ.
If you say, it is knowledge,—no, because the knowledge of one who hates Him is not an abiding in Him. (4).

"But does not the term ‘abiding in Brahman’ (brahma-samsthā) imply only the knowledge of Brahman, and not faith in him; and so knowledge alone has the fruit of immortality annexed to it?" This objection however has no weight, as the term ‘abiding in him’ must mean faith and not mere knowledge, from the fact that we never use such a phrase as ‘abiding’ in reference to one who hates the object, however much knowledge of it he may possess. Thus for instance the ministers, friends, etc., who are devoted to a king, may be fitly described as abiding in him, but not his rival kings. We must here bear in mind the well-known principle that the determination of the Vedic sense of a word is just like that of the secular sense. Hence in the legend of Chirakárika (Mahábh. Sántiparva, 9526), in the lines,

"During that time having reflected on that failure of samsthā in his wife,
The sage spoke thus distressed, shedding tears in his sorrow,"\(^1\)

the phrase patnī-samsthā-vyatikrama means a failure of devotion in the wife towards her husband; hence the word samsthā is really a synonym for faith (or devotion, bhakti). And so too the same meaning is to be concluded with regard to the aphorism of Bádaráyaṇa (Ved. S. i. 7), "Because Liberation is declared of one who abides in Him" (tan-nishṭhāsyā).

And from its inferiority thereto. (5).

Because knowledge fails before faith, as a means to liberation. The ‘and’ of the aphorism is intended to show that this

\(^1\) This refers to a curious legend of Gautama’s dilatory son, Chirakárika. The sage one day offended with his wife had gone to the forest, leaving an order that his son should kill her in his absence. The son however deliberates so long on the pros and cons of the command that his father has time to grow cool and returns to countermand it.
reason is additional to that given before. Thus it is said in the Gítá (vii. 23),

"They who worship the gods go to the gods, those who are devoted to me go likewise to me,"

and so in other passages. Thus too Krishṇa's speech to Prahláda (Vishnú Pur. I. xx. 20),

"As thy mind filled with faith in me wavers not,  
So thou, by my favour, shalt even go to Nirvána."

"But is it not said in the Śvetáswatara Upanishad, 'having known Him, a man goes beyond death,—there is no other path for going thither'? Liberation is thus declared in the Šrutí to be the fruit of knowing, and therefore, if the passage of Smṛti seems to contradict it, it must be interpreted in a different sense from the obvious one." We reply, No, for even here 'its inferiority thereto' is allowed. For the word 'beyond-death' (atimṛityu) is not conventionally used in the sense of 'liberation,' but rather for that which must be present as the indispensable condition in order that one may pass beyond death; and so it should rather express that faith whereby there is a passage beyond death; [since we take it as one word atimṛityum rather than as two ati mṛityum] in accordance with the well-known grammatical paribháshá on Pán. ii. 3. 19, which enjoins that the meaning produced by a case-affix (káraka) is of superior force to one produced by assuming a complementary construction.\(^1\) We also see that faith does produce this passing beyond death from such lines as those of the Gítá (xii. 7),

"To those, O prince, whose hearts are fixed on me,  
I shall ere long be the deliverer from the sea of the world and death."

There is also a text to the same effect in the Veda (Rig V. vii. 59. 12\(^2\)), "We worship Tryambaka, of grateful fragance,

\(^1\) i.e. it is better to take atimṛityum as one word governed as an accusative case (káraka) by the verb eti, than to take mṛityum as governed by the preposition ati and therefore forming a complementary part of the sentence, and only in indirect connexion with the verb, cf. Páp. ii. 3. 19.

\(^2\) It is also quoted in Taitt. Sarp. . 8. 6.
the augmenter of prosperity; like the cucumber from its stalk, may I be delivered from death, but not from immortality." Here 'worship' (yajana) means 'faith' (bhakti), since the kalpa so explains it.¹ Nor is it any real objection to our interpretation that the word bhakti does not occur in the text of the hymn, because this equally applies to 'liberation' [which is not found directly mentioned in it either]. Consequently we learn from the eternal Veda itself the inferiority of knowledge.

But it may be still asked "why should faith be defined as a form of affection?" To meet this, the author replies,

*It is an affection from its being the opposite of hatred and from the Vedic expression 'taste.'* (6).

Faith (or devotion) deserves to be called an affection, because it is the opposite of hatred. In secular language the terms 'he hates,' 'he is devoted,' are applied to persons whose dispositions are mutually opposed; and amongst men the opposite of hatred is universally acknowledged to be affection, not knowledge. And so in the Vishṇu Purāṇa (IV. xv. 12), having first described Śiśupāla's uninterrupted hatred for Krishṇa, the Purāṇa goes on to say, "This divine Vishṇu, if named or called to recollection even with uninterrupted hatred, confers a reward which is hard to be obtained by all gods and demons; how much more will he reward them who possess perfect faith?" So too we read in Atri's Smṛiti, "Remembering Krishṇa even with hatred, Śiśupāla, the son of Damaghosha, went to heaven; how much more one who is wholly intent upon him?" where we also find faith represented as the proper opposite of hatred. And so too we read in the Gītā (xvi. 18),

"Those detractors who hate me [present] in their own and others' bodies,

¹ Apastamba's kalpa directs that the priests, as they recite these words, are to toss the baked flour cakes into the air, and to wish aloud to receive them from Bhaga, the deity who presides over good fortune (see Taitt. Saṃh. vol. ii. p. 88). Swapneśwara seems to connect bhaga with bhakti.
Those fierce haters, the vilest of men in their mortal lives,
I continually throw, wicked as they are, into the wombs of
demon mothers.
Born in a demon womb, deluded from birth to birth,
And never finding me, O son of Kuntí, they go thence the
lowest road."

And as the opposite of this state of mind, it is right that
faith should be described (as in Sút. 2) as an affection whose
object is God.

Again, from the passage in the Taittiríya Upanishad (ii. 7),
"having obtained the taste, he becomes full of joy," a 'taste'
whose object is Brahman is understood to be the cause of
liberation which is the manifestation of the joy of Brahman.
Now this 'taste' is the same as 'affection,' as is clear from the
line in the Gitá (ii. 59),

"Taste itself retires, having seen his supreme indifference
to taste;"¹

where taste means affection for worldly objects. In accordance
with this we find the very word anurága used for 'faith' in
the Vishnú Puráña (IV. iv. 4), where, after describing the
ascent to heaven of Ráma, Lakshmána and others, it proceeds
to say, "the people also of the city of Kośala who had a
fervent affection (anuráginaḥ) for those incarnate portions of
the supreme Vishnú,—having their minds fixed thereon, ob-
tained possession of the same world with them." Therefore
we conclude that not knowledge, but 'faith' in the form of
affection has supreme bliss as its fruit.

"But is it not wrong to take opposition to hatred as the
characteristic mark of affection, because this will equally apply

¹ I have followed Schlegel in his translation of this line, as the author of the
Commentary seems to have explained it in some such way, or he would have hardly
quoted it alone without the preceding line. The Commentators on the Bhagavad
Gitá all take rasavarjáṃ as for rasam varjayitam. "In the case of the embodied
soul which forbears to grasp (as in fasting), the different external objects retire, leaving
only desire behind; but desire itself retires, when it beholds the Supreme Soul in him
(the wise man)."
to indifference and thus include too much?" We reply that the proper effect of hatred is a cessation [from all acts of kindness, etc.], and the true opposite of this frame of mind must be a state of action [which would not apply to indifference]; and we see this action in the earnest following of the devoted after the object of their devotion, while in the case of those who have the opposite feeling we find an entire cessation from this following. Hence the phrase 'the opposite of hatred' is used in the Aphorism, with an eye to this opposition between them as manifested by their respective effects. The argument (when drawn out in the full technical form\(^1\)) will be as follows: Faith must be an affection directed to a particular object—from the fact of its being a particular quality of the soul, which is different from any merely selfish feeling as to that object being the means of attaining one's own interest, and which yet produces as its effect a following of the object, etc.; whatever is not so, is not so \([i.e.\] whatever is not an affection will not have the two subjoined characteristics], as, for instance, hatred. And another ground of our definition is found in the fact that we see with the increase of the affection a correspondent increase in the following of the object, etc.\(^2\) And again, we may put it in this form; whoever is devoted to a certain object, (the absence of indifference being clearly understood) in him resides that particular quality which we call 'faith' \([or 'devotion,']\)—a quality which must be the opposite of hatred and tend to produce a following of the object, from the fact that it is a special quality of the soul producing this following; just as is seen in the parallel case where there is the feeling that such and such an object will be a means of obtaining one's own interest.\(^3\) Thus we conclude that it is an affection, and at the same time show that

\(^1\) For this form of the syllogism, see my note, Colebrooke's Essays, vol. i. p. 315. What follows is only to repeat ll. 1–10 in a technical form.

\(^2\) This is interesting as an instance of Mill's Method of Concomitant Variations.

\(^3\) This feeling is also the opposite of hatred and tends to produce a following of the object from the same reason.
it is different from the feeling of promoting one's own interest [as this latter feeling can be itself used as an illustration of the working of faith, and therefore of course cannot be identical with it]. And again, the argument *ad fortiori* 'how much more so, in the case of the devoted?' only holds good with regard to a quality opposite to hatred, as in the Gītā (ix. 32), "They who fly to me for refuge, even though born in mean births, [obtain salvation;] how much more then holy Brāhmans and pious royal sages?" So by that previously-quoted passage in the Gītā (xvi. 18), where Krishṇa says that he throws into demon births those who hate him, he shows that as hatred is the cause of transmigration and worldly existence, so its opposite, an affection directed towards the Supreme Being, in the form of 'faith,' causes the abolition of all worldly existence by destroying [the internal organ which is] the disguise of the soul. This is expressly declared in that line,

"Never finding me, O son of Kuntī, they go thence the lowest road."

From the expression 'and' in the Aphorism we infer that faith is also an affection, because it possesses the characteristic signs of earthly affection, such as horripilation, etc. Thus there is a well-known passage in the Šakuntalā (Act iii.), where the king says,

"She reveals her affection for me by her cheek with its down erect."

But if faith were a different quality of the soul, there would be a needless complication in having to assume a special set of characteristic signs for it [which in themselves were not new].

Some authors hold that Affection is a species of 'wish' as it also arises from the knowledge of the fact that its object will produce a desired end, as is the case in sacrifice, etc. But we hold that 'affection' is distinct from 'wish,' just as hatred is, and this we infer from the facts of consciousness, as we can

---

1 This is quoted from the Bengali recension.
feel, 'I love, I have an affection for, and yet I do not wish for,'—since 'wish' refers only to what one has not attained, but affection refers equally to what is attained and what is not; and indeed it would only be a useless complication, to endeavour to show that it is always to be defined as a wish. This is a summary of what can be said on the subject; and we therefore consider that our definition has been now established to be correct.

"But is not faith an action? and an action is not competent to produce supreme bliss, according to such passages in Śruti as that [in the Taittirīya Āraṇyaka, x. 10. 21] 'not by work, nor offspring, nor wealth, but by abandonment of all these have some attained to immortality.'"

The author proceeds to refute this doubt in the next aphorism.

*It is not an action, for, like knowledge, it does not depend on effort.* (7).

This faith cannot properly be an action, because it does not follow an effort of will. Whatever does not follow an effort of will, is not an action, as for instance knowledge; for knowledge depends on the presence of the proper evidence, and a man cannot, at his pleasure, produce it or not, or alter it. And so too with faith. The affection felt by its subject towards a beautiful woman, children, etc., cannot be produced in its different manifestations by the man's own exertions alone; but in the case of the devotion which we speak of, it depends on the man's good deeds in former births, inferior devotion, etc.

*Hence indeed is the endlessness of its fruit.* (8).

Since faith is not an action, its fruit, beatitude, is rightly

---

1 There is an important technical sūtra current among the Pāṇḍita, Ṛṣiṇa-janyād bhaved ichehād, ichehād-janyād bhavet kritāh, kriti-janyād bhavech-chesād, chesād-janyād bhavet kriya. Kṛiti here means yatna 'volition.' "From knowledge arises desire (bhāvāṇya), from desire volition (prāpalāśī), from volition conscious exertion of the muscles (prāṇas), and from this action."

2 For this, see infra, Aph. 56, etc.
held to be endless. If it were an action, even immortality [which the Chhāndogya Upanishad promises as its reward, see Aph. 3] would have to come to an end, in accordance with that text of the same Upanishad (viii. 1. 6), "Just as here the world gained by work perishes, so too hereafter the world gained by merit perishes."

*And from the use of the word 'worship' (prapatti) in the case of one who has knowledge, faith is not knowledge, as in other cases where 'worship' is used.* (9).

*Krishṇa* says in the Gītā (vii. 19),

"After many births he who has knowledge worships me; One who knows that Vāsudeva is all,—such a great-souled one is hard to be found."

This 'worship'¹ is spoken of as pertaining to one who has knowledge; and this would be unsuitable, if faith were the cause of knowledge [and not rather, as we hold, its consequence]; as we see also in other cases where the same word 'worship' is similarly used. Thus immediately after the passage just quoted from the Gītā, we read

"Having their knowledge carried away by various desires, they worship other deities."

By this passage, which is meant to blame the worship of other deities, the worship of the Supreme is indirectly praised.² By this word 'worship' faith towards the deities is really meant and not the knowledge of them; for this is the only sense of the word which we can recognize as used in both cases. From the use of the word 'and' in the Aphorism, we infer that the mention, in the Gītā, of faith [implied in 'worship'] as subsequent to knowledge, is another reason for faith not being the same as knowledge. Thus we read in the Gītā (xv. 19),

¹ The Comm. on Bh. G. explains prapadyate here as bhajati; prapatti therefore = bhakti, i.e. devoted worship.
² The M.S. in the Calcutta Sanskrit Coll. Library reads देशरप्रपति for प्रपति.
The Aphorisms

"Whosoever unconfounded knows me Purushottama,
He knowing all, O Bhárata, worships me as identical with all things."\(^1\)

And so too again (ix. 13),

"Having known me the first of beings and indestructible,
they worship me with minds entirely fixed on me,"

and again (x. 8),

"Thus having known, the wise worship me, filled with rapture."

Therefore faith is not the same as knowledge.

Although, from the very fact of its being an affection, it is certain that it is different from knowledge, this discussion is needed to obviate a doubt which might otherwise arise, that the word ‘faith’ might mean, in a secondary sense, the knowledge of Brahman.

Here, however, a question is raised,—“the words of the Bhagavad-Gítá are not a direct authority in the form of ‘inspired words’ (́śabda) as the Vedas are, but only secondarily as ‘tradition’ (́smṛiti), as being comprised in the Bhárata, and hence how can the Aphorism lay such stress on the ‘word’?”

Here some explain it as meaning the inferred word [\textit{i.e.} it is inferred that what is in an inspired book of tradition like the Gítá must be found somewhere in the Veda, all Smṛiti deriving from thence its authority]. We however affirm that what constitutes a Veda is the fact of its being uttered by a divine Person and relating to an unseen object, and this character is not wanting in the Gítá. Hence we see the well-known epigraph at the end of each section "\textit{Iti bhagavad-gitásúpānīshatsu;}" and these ślokas have been only recorded\(^2\) [not composed] by Vyása. And thus declares another Puráña,

---

\(^1\) So S’ákara; S’rádharaswámin explains \textit{svabhávena} as ‘in every way’ (\textit{sva-prakádrena}).

\(^2\) Cf. Manu, viii. 255, "What the witnesses, thus assembled and interrogated, shall positively declare concerning the limits, let him record (\textit{nibadhnyáti}) in writing, together with all their names."
"The Gité is to be attentively recited,—what need is there of other long compilations of sástras?
That Gité, which itself issued from the lotus-mouth of Padmanábha."

Nor is there any fear of its thus coming within the prohibition which forbids a súdra to hear [as is the case with regard to the Veda],—because that is certainly settled by the general permission for all castes to hear the Bhárata,¹ just as is allowed to be the case with passages praising Om, etc. If our opponent should maintain that the Bhárata is meant for all castes, excluding the Gité, we reply that without the Gité the well-known sum-total of 100,000 élokas could not be completed. And thus has it been declared by the teachers, "Those mantras of the Vedas, inserted in the Bhárata, etc., they use in a secular sense, omitting the rules of their private reading."

Thus ends the first daily portion of the first chapter of the Commentary on the hundred Aphorisms of Sándilya composed by the most learned teacher Swapneśwara.

Faith having been defined as a direct cause of immortality, the second daily portion is here commenced to discuss the nature of knowledge, concentration, and faith, as respectively the means and the end.

>This [faith] is the main thing, since the others depend upon it. (10).

The word 'this' is used in the Aphorism to remind the reader of what was mentioned at the close of the first daily portion. This highest form of faith is the main or principal thing, since it is regarded by the others, the knowledge of soul, concentration, etc., as the end to which they are to be subordinated. Thus in the Chhándogya Upanishad, after the passage begin-

¹ Cf. the current lines, "The three Vedas are not to be heard by women, súdras, or titular Bráhmans; so the sage through pity composed the Bhárata narrative."
ning "that which is immensity is felicity," we read (vii. 24), "the soul is all this; seeing thus, thinking thus, knowing thus, he becomes devoted to the soul, rejoicing in the soul, mated to the soul, having his happiness in the soul, he becomes self-resplendent." Here the idea of 'sight,' as implied in the words 'seeing thus,' is used as subsidiary to the highest faith, described by the words 'devoted to the soul' (ātma-ratīḥ), with a view to remove the error that it is not lovable, etc. As in such cases as 'the ascetic [or 'staff-bearer'] repeats the initiatory phrase after his guru,' 'he causes the cow to be milked, himself wearing his thread reversed,' 'knowing he offers,' 'being wealthy he is happy,' etc., the words 'staff,' etc., are subsidiary,—so here too 'seeing' is subsidiary to faith; and the other things, 'thinking' and 'knowing,' are added over and above as not irrelevant, inasmuch as they are conducive to what is mentioned as the main point. So too 'rejoicing in the soul,' etc., are a relevant repetition, inasmuch as rejoicing is always found present where devotedness is; otherwise the clauses of the sentence quoted would be divided, and 'devotedness' would be the subject, and 'seeing,' etc., would be the predicate, or vice versa [i.e. the clauses would not be consecutive attributes of one and the same subject]. Therefore the 'seeing' is subsidiary, according to the rule of the Prior Mīmāṃsā (iii. 1. 2), "it is subsidiary because it subserves another thing as its end." Hence the divine sage\(^1\) (Mahābh. Śānti P. ch. 194) declares the superior excellence of one devoted to the soul,

"He who abandoning his natural actions, in deep meditation, is always devoted to the soul,

Becoming himself the soul of all beings, goes thereby the highest road."\(^2\)

\(^1\) i.e. Bhishma. The Bibl. Indica text reads Manu, but the Sanskrit Coll. MS. reads munīḥ for manuḥ.

\(^2\) I follow here the Mahābhārata text sarvaḥhāditmahāḥ tasmat sa gachchheda uttamaṁ gatim.
And from the subject-matter's belonging to faith. (11).

Faith [as described by 'devotedness'] constitutes the subject-matter from its having the end bound up with it; therefore 'seeing,' as being included as a means thereto, can only be subsidiary.

If you say 'it is the effect of seeing,'—no, because the pronoun 'tad' is interposed. (12).

"But may we not say, 'Immortality defined as self-resplendancy, is really the effect of seeing, and so it is just the reverse of what you have been maintaining,—i.e. seeing will be the subject-matter?" we reply, No, because the pronoun tad is interposed, "he becomes self-resplendent." By this word 'he,' the subject close at hand is represented, i.e. 'the one devoted to soul,' and not the more remote subject 'seeing,' since there is no reason why that which is separated should be brought into close contiguity. If you maintain that its being the subject-matter is itself a sufficient reason [why 'seeing' should be meant], we reply that this would be a case of the logical fault of 'mutual dependence' (i.e. reasoning in a circle).

And from visible experience. (13).

We see in common life that the knowledge of his beauty causes affection for a young man in a girl's mind,¹ but affection does not cause knowledge. Hence we conclude that knowledge is a subsidiary, because we see by experience that it aids affection. And again we see that the knowledge that 'nature' is pitiless, limited, unlovely, etc., causes distress of mind to living beings, while the knowledge that Soul is all-merciful, of unlimited power and infinite beauty, dispels distress; and hence arises the highest form of faith.

Hence it is said in the Gītā (v. 17),

"They who think of the Supreme, whose souls are bound up in Him, who abide in Him, and find their refuge in Him,

¹ Cf. Damayanti's love for Nala.
They go thither whence there is no return, having all their sins removed by knowledge."
And so too in the Ayurveda,¹

"Thought, firmness, and knowledge of soul, etc., are the best medicine of the mind's ailings."

And therefore from the absence of knowledge in the case of the milkmaids. (14).

Since knowledge is thus a means, as being manifestly subservient, the Smṛiti, rejecting all visible means, declares that the milkmaids attained liberation solely by devotion to the Supreme One, from the consequent abolition of all foulness of mind, etc. As we read in the Vishṇu Purāṇa (V. xiii. 13),

"One virtuous damsel, having all her merits cancelled by the intense rapture of thinking about Him, and all her sins expiated by the agony of not obtaining Him,—meditating on Him, the cause of the world, identical with the supreme Brahman,—ceasing to breathe, obtained liberation."

Here the presence of deep devotion is inferred by its signs of pleasure and pain, and thereby liberation; such is the meaning of the passage. Just as you can obtain the fruit of the sacrifice with unshelled golden berries and thus obviate all need for any intermediate operation,² so in the case of the milkmaids we have liberation produced directly by affection; and hence knowledge is clearly understood to be only a subsidiary means; but if knowledge were the main end, no fruit would be produced in its absence. Nor can you say that the

¹ This occurs in the Ashtāṅga-hridaya, i. 23; for an account of this medical treatise by Vāgbhaṭa, see Prof. Weber's Catal. Berlin Libr. No. 929–934.
² The Bibl. Ind. has a bad misreading na for tena in p. 16, l. 6 infra; the Sanskrit Coll. MS. has tena.
³ i.e. knowledge produces the removal of mālīṇya and that causes bhakti and that liberation; but if there be no mālīṇya there is no need of jñāna, but you can have bhakti at once and then mukti, as the unlearned gopīs had; just as in making an oblation of boiled rice you must first shell the rice; but if you make an offering of golden grains (an offering described in the Nyāya-mālā-vistara, x. i. 1), you have the result at once without the trouble of shelling. Avaghāta=jñāna, and the husk=mālīṇya.
milkmaid's intense thinking about Him could be the required knowledge of the identity of the soul and Brahman,—because there could not be the recognised concurrent causes of knowledge, as hearing, pondering, etc.; but it is merely a case of remembrance closely bound up with affection. Nor is it to be explained as a case of 'persuasive enforcement of a previous injunction' [i.e. arthavāda,—'knowledge' being really intended, and 'affection' being only brought in to illustrate it—], because the subject had not been mentioned before [so there could be no such enforcement]; and there is no direct 'injunction' near [as there should be to constitute a true arthavāda].

If you say 'he knows by his faith,' we reply 'no,' because it is 'repeated knowledge' which is thus aided by faith. (15).

The opponent now urges the fact that this view directly contradicts śruti and consequently all arguments based on the 'subject-matter' (Aph. 11), 'relative position' (Aph. 12), and 'sign' (Aph. 14) are precluded.1—"Thus it is expressly declared in the Gītā (xviii. 55),

1 The Mīmāṃsā arranges the proofs that one thing is ancillary to another, in the following order. 1. Śruti or a definite text, as 'let him offer with curds,' where curds are clearly an ancillary part of the sacrifice. 2. Līṅga 'sign' or 'the sense of the words,' as leading to an inference, as in the text 'he divides by the ladle;' here we infer that the thing divided must be a liquid like ghee, since a ladle could not divide solid things like the baked flour cakes. 3. Vādya 'the being mentioned in one sentence;' as in the text "'(I cut) thee for food;' thus saying, he cuts the branch;' here the words '(I cut) thee for food' are ancillary to the action of cutting. 4. Prakarana 'the subject-matter viewed as a whole with an interdependence of its parts,' as in the dārā-piṇḍamāna sacrifice, where the prayer ceremonies, which have no special fruit mentioned, produce, as parts, a mystic influence (apārva) which helps forward that influence of the whole by which the worshippers obtain heaven. Here the prakarana proves them to be ancillary. 5. Sthāna 'relative position' or 'order,' as the recital of the hymn āndadhvam, etc., 'be ye purified for the divine work' in connexion with the mention of the śūrdhīya vessels, where this position proves that the hymn is ancillary to the action of sprinkling those vessels. 6. Samākhya 'title,' thus the Yajurveda is called the special book for the adhvaryu priests, hence in any rite mentioned in it they are primā facie to be considered as the priests employed. The order represents the relative weight attached to each, the first, śruti, being the most important, the last, samākhya, the least. (Cf. Jainini's Sūtras, iii. 3. 1–14; Nyāyaśāstra, iii. 3. 1–11; Mīmāṃsāparibhāṣā, pp. 8, 9; Vedānta-sūtras, iii. 3. 44, 49). The objector in the text maintains that (4) (5) and (2) are precluded here by the śruti (1) from the Bhagavad-gītā.
‘By faith he really recognises me, how great and what I am; then having really known me, he forthwith enters into me.’

Now just as in the sentence (Taitt. Samh. i. 5. 8) ‘he draws near to the gārhapatya fire with an Aindri verse,’ [the word aindryā implies the instrument,] so here, according to the rule mentioned above that ‘the meaning produced by a case-affix is of superior force’ in Śruti as well as in secular writings, it follows that faith (being in the instrumental case) is to be considered as the cause of knowledge. With regard to the Aphorism ‘from visible experience’ (Aph. 13), although there is no need to refer to Śruti, where we have the aid of visible experience and the matter is within the range of sense-perception, perception fails to inform us how far an affection towards Brahman is to be aided by knowledge. The fact that we see knowledge have such an effect in the case of the love of a young girl, etc., is, I allow, a primâ facie ground for a similar inference in regard to the affection towards Brahman; but all that this reasoning could end in would be a ‘sign,’ leading to an inference, [but, as we have said, this is precluded, as we have a direct text of the Gîtâ in opposition to it].’

We reply, if the Gîtâ had used the words “he cognises me” only (jânâti), we should have granted what you say; but its term is abhiyândâti, and this implies the knowledge of something already previously known. So the first knowledge is ancillary to faith and promotes faith as its fruit; afterwards faith seeks to aid knowledge when strengthened by repetition in the form of abhijnâ or ‘revised knowledge,’ just as we have the shelling of the rice by repeated acts of shelling separate grains. The latter part of the verse is added to correct the impression which might be produced by this aid rendered by the effect ‘faith’ [to its cause ‘knowledge’],—“then,” i.e. after faith has been strengthened by the strengthening of knowledge, “he enters.” Therefore this is not properly to be called a śrutī, but rather a confirmatory repetition (anuvâda) obtained by a deduction of reason.
He explains this still further.

And this had been declared before. (16).

Before the lines in the Gītā (xviii. 55) "by faith he recognises me,"—after having declared "he becomes fitted for union with Brahman," KRISHNA goes on to say (xviii. 54),

"Having become Brahman, being contented in soul, he grieves not, nor desires,

Feeling perfect equanimity towards all beings, he obtains the highest faith in me."

Since the devotee, as one who knows Brahman [by being united to Him]¹ has no need for further knowledge, we can only take the following lines as an illustrative repetition [and not a fresh declaration of Śruti].

Therefore even an alternative view is rejected. (17).

By our thus settling the position of knowledge as a means, any attempt to consider knowledge and faith as possibly alternative ends, is precluded. There can be no alternative with regard to an end and a means. The word 'even' in the aphorism implies that still more is the view of their both being held as ends together, precluded.

'Faith towards a god' applies to something other than the supreme, because it is coupled with something else. (18).

It is said by the Śruti somewhere (Śvetāsw. Up. vi. 23),

"He who has supreme faith towards a god, and as towards a god, so towards a teacher,

To him verily great of soul all these objects as declared reveal themselves."

Here the expression 'faith towards a god' must be understood as relating to a being other than the Supreme Iśwara, because it is coupled with faith towards the teacher, for there can be no such juxtaposition in the case of that highest form

¹ In p. 17, l. 3, read चातन्त्रश्यो with Ballantyne's MS. (Ind. Office Lib.) and Sanak. Coll. MS.
of faith, which leads as its fruit to immortality. But we do not dispute that Indra and the other gods, when worshipped, promote the fruit, knowledge, as they do good fortune. This is what the close connexion proves, just as the meaning of the word ulūka is proved by the connexion [of the context, i.e. whether it means in a given place Kānāda or an owl]. This explanation is added as confirmatory of the previous argument.

But concentration is for both, since it looks both ways like the prayāja. (19).

Concentration on the other hand is subsidiary to knowledge and to faith, since fixedness of mind is necessary to both. "But may we not apply here the principle of the Pūrva Mīmāṃsā (iii. 1. 22) that ‘subsidiary portions of a sacrifice stand as such on the same level and so cannot be connected with each other;’ and therefore how can concentration, which is subsidiary to the principal end (faith), be also subsidiary to the means (knowledge)?"

He replies "like the prayāja." As the prayāja ceremony is subsidiary to the vājapeya sacrifice, and is also subsidiary to the dīkṣaṇtya which is a part thereof, so it is here, since there is the same proof to establish yoga as being subsidiary to both. Or we may perhaps say that concentration, which was originally undertaken as subsidiary only to knowledge, is accidentally [or secondarily] conducive to faith. In the same way we must consider that indifference to worldly objects is conducive to both.

"But is it not hard to go counter to the traditional teaching of Patanjali [in the Yoga-sūtras, i. 23], in the aphorism, ‘from the meditation on God,’ where the worship of the Supreme, as implied by the word ‘meditation,’ is meant to be conducive to

---

1 The Sansk. Coll. M.S. reads ēruta-phalavat for śudhvavat, a var. lect. which serves as a comment.

2 This explanation of ulūka, is merely conjectural.

3 In p. 18, l. 5, I read with Sans. Coll. M.S. चोगानुपार्थ.
the attainment of mystic contemplation; and so how can faith
be the principal thing?" He replies,

It is by the lower form of faith that mystic contemplation is pro-
duced. (20).

The 'meditation' here mentioned is the lower, not the
higher, form of faith; and by it is mystic contemplation pro-
duced,—hence there is no contradiction whatever with the
docline of Patanjali. And to the same purport are the two
succeeding aphorisms of the Yoga, "His name is Om," "Its
repetition and reflection on its meaning."

If you say 'faith is to be avoided as being an affection,'—no, be-
cause it has the highest aim, like union. (21).

This aphorism is introduced incidentally from the mention of
the Yoga-sástra. It may be said that faith also should be alto-
gether avoided by one who wishes for liberation, because it does
not differ from the affection characterized [and condemned] in
the Yoga Aphorisms (ii. 3), "affection, aversion, and tenacity
of mundane existence are the 'afflictions.'" But this is not a true
view, because faith has the highest aim, as its object is Íšwara.
A certain feeling is not to be avoided from the mere fact of its
being an affection, but from its being an affection connected
with mundane existence; just in the same way as it is not mere
'union' that is to be avoided but union with what is evil, [for
to be in a state of union with God is a state devoutly to be
desired]. And so in this alleged inference, "faith in Íšwara
is to be avoided, because it is an affection," we must supply
the limiting condition (or upádhi) which is required to narrow
its too great comprehensiveness, viz. its being connected with
mundane existence or its not being conducive to liberation.
And this faith is not devoid of the quality of 'goodness,' for
this is expressly declared to be its characteristic, in that line of
the Gítá (xvii. 4) "those with the quality of goodness worship
the gods," etc.
This [faith] indeed [is the highest] from the express declaration of its superiority to the performers of sacrificial acts, to those who follow knowledge, and to those who practise concentration. (22).

This form of worship is indeed the highest,—this faith has the highest character. This is every way ascertained, since the Gítá declares (vi. 46, 47),

"The yogí is higher than the ascetics, he is counted higher than even those who follow knowledge,
The yogí is higher than those who perform sacrificial acts; therefore, O Arjuna, be thou a yogí.
And of all yogís, whosoever with his soul intent on me In full belief worships me, he is accounted by me the most devoted."

Here there is to be understood a gradual climax of the different subjects, caused by the successive superiority of their respective characteristics, asceticism, etc.; but of course no subsidiary can be reckoned superior to its end; therefore faith is the principal.

The author now quotes a passage to avoid the possibility of this erroneous tenet rising up as if it were countenanced by the supposed purport of śruti [as had been attempted by the objector, in § 15].

*From the question of the superiority of faith having been settled by question and answer.* (23).

Here the whole of the twelfth chapter of the Gítá is an example in point. Arjuna's opening words form the question;

"They who in faith worship thee, thus constantly devoted to thee,
And they who worship the indestructible and the unmanifested,—which of these knows most of yoga?"

The answer follows,

"They who fixing their mind on me, worship me, ever devoted,
Endowed with the highest belief, they are counted by me the most devoted.¹
But they² who worship the indestructible, the indescribable, and the unmanifested,
The all-pervading, the inconceivable, the unchangeable, the unmoved, the permanent,
Restrainting all their senses, indifferently affected towards all,
These verily attain me, being intent on the welfare of all.
Their labour is the greater who fix their thoughts on the unmanifested,
The path of the unmanifested is with difficulty obtained by embodied beings.
But they who are intent on me, having transferred all their actions to me,
And worship me, contemplating me with unfaltering concentration,
To them a deliverer from the sea of death and the world
I shall ere long be, son of Pṛthā, as their thoughts are fixed upon me.”

As this question and answer definitely determine the superiority of faith to knowledge, this passage cannot be considered as only a rhetorical description [i.e. arthavāda, but it is to be accepted as an authoritative statement]. In other words the dialogue is intended to settle a doubt, not to commend faith. The point insisted on is, that to pursue the subsidiary path [of knowledge, apart from faith,] only leads to additional toil.

The mention of belief (śraddhā in the extract from the Gītā, śl. 2) brings in a doubt that faith (bhakti) may be a kind of belief (śraddhā); he proceeds to lay this demon.

But it is not the same as belief, because it has a wider range. (24).

Faith must not be universally supposed to be identical with

¹ These have faith (bhakti).
² These have knowledge, and according to S'āṇḍilya’s view follow the lower and more rugged path.
belief (śraddhā), because belief is merely subsidiary to ceremonial works; but not so is faith in Iswara.

*And because there would be a regressus ad infinitum, if faith were the same as that [i.e. belief.] (25).*

It is said in the Śrutī (Gītā, vi. 47),

"He who, believing, has faith in me, is accounted by me the most devoted."¹

[Now faith cannot be the same as belief for three reasons.]

i. For if faith were really the same as belief, this verse which declares belief to be a subsidiary part of faith would involve an *ad infinitum regressus*, and therefore belief cannot be thus subsidiary to itself. For under your view we should have one belief a subsidiary part of another belief, since you hold that faith is only the same as belief; and as this same subsidiary belief would be itself faith, you would next have to assume a new belief to be in turn its subsidiary part, and this in the same way would require a third, and so on ad infinitum.

ii. Again, just as the opening verses of a ceremony² do not require any opening verses to be subsidiary to themselves; and the rinsing and the mouth (which is a preliminary to all ceremonial acts) does not require a preliminary rinsing for itself [as each would thus involve a similar regressus *ad infinitum*]; so [if faith were really the same as belief] it would not require a preliminary belief as its subsidiary part; [but this is definitely settled by the verse from the Gītā; and consequently our assumption of the identity of faith and belief which led to this contradiction of Śrutī, must be false].

iii. And a third argument against the identity in question is found in the ordinary phrase 'endowed with belief and faith,' which directly speaks of them as distinct.

¹ Here 'belief' is subsidiary to 'faith,' according to the rule 'that which characterizes the agent is a subsidiary part of the ceremony to be performed;' as in the injunction "let him who desires heaven offer the sacrifice," where the desire of heaven is considered to be subsidiary.

² For the *drambhāpiyādḥ*, cf. Ait. Brāhm. vi. 6.
But the Brahma-kāṇḍa is directed to faith as its end, since with regard to its producing subsequent 'knowledge' it is only on a level [with the pūrva-kāṇḍa]. (26).

He now replies to the objector who says, that, "if knowledge were not the principal end, the uttara-kāṇḍa or latter part of the Veda [i.e. the Upanishads] would not have been universally considered to be the portion which treats of knowledge [as opposed to the pūrva or karma-kāṇḍa, which treats of ceremonial works]." The portion of the Veda which treats of Brahman is revealed for the sake of faith, not for the sake of knowledge, since the object of both kāṇḍas is equally to declare what was previously unknown; otherwise, we should have had a jñāna-kāṇḍa, declaring the knowledge of ceremonial duty, revealed in the pūrvakāṇḍa. Nor is there any positive injunction (vidhi) in regard to knowledge, which, by its own predominant force as vidhi, might thus lend an authority to the jñāna-kāṇḍa as such. Therefore the general idea of the jñāna-kāṇḍa is a mistake; it should be properly called the brahma-kāṇḍa. Hence we find it expressly said in the Brahma-sūtras, "Now, then, there is a desire to know Brahman."¹ It is therefore also a bhaktikāṇḍa, as its true end is faith.

Thus ends the second daily portion of the first chapter of the Commentary on the hundred Aphorisms of Śāntilya, composed by the most learned teacher Swapneśwara.

¹ i.e. it is brahma-jīvand and not jñāna-jīvand; it should be therefore bhakti-kāṇḍa, not jñāna-kāṇḍa.
SECOND CHAPTER.

As this faith is not directly to be produced by effort, other means for its attainment are to be looked for; of these means the one most closely connected is knowledge, the extraneous ones are inferior faith, etc.; the author therefore here commences this second chapter to ascertain what these respective means are.

The practice of the means of knowledge is to be continued until purification is produced, as in shelling rice. (27).

'Knowledge' is the certain knowledge concerning Brahman. Although this is not to be attained by mere effort, still the practice of the means thereto, such as hearing, considering, profound meditation, etc., is indispensable for its attainment.

"But are we to understand that the student is to practise once for all, according to the rule that 'the meaning of the sástra is fulfilled when once performed,' or is he to continue to practise it until his faith is thoroughly confirmed?" To this it is thus replied. It is necessary to practise hearing and the rest until faith is completely purified; just as in the rule "he shells the rice," the meaning of the sástra is that the man is to continue the pounding until the rice is completely cleared of its husk, so from the analogy of this visible example the student must strive to practise knowledge and the other means until he has abolished the mind's foulness.

If it be [ironically] suggested that it does not follow that the means subordinate to these means should themselves be practised,—the next aphorism supplies the answer.

And of their respective means. (28).

It is also proper to practise the respective means which are themselves subordinate to those direct means of producing
knowledge, i.e. such subordinate means as following the teacher, studying such doctrines as are not contradictory to the Veda, tranquillity, etc. The primary means are not able to produce the end without their subordinate means, just as the general is useless without his army.

The question is next discussed as to the purification of the objects of the understanding.

*Kāśyapa holds that the understanding should be fixed on omnipotence, from its being other.* (29).

The teacher Kāśyapa holds that the understanding obtains supreme bliss as its end when it has as its object a Being endowed with the Supreme Īśwara’s attributes, as omnipotence, etc. Why so? because this Supreme Being is ‘other’ than all individual souls, and those individual souls depend on the knowledge of this ‘other’ in order to know themselves. In this theory there is an absolute difference between the individual soul and Brahman.

Bādarāyaṇa holds that it should be fixed on Soul alone. (30).

The teacher Bādarāyaṇa on the other hand holds that it should have as its object pure Soul, and so the Brahma-sūtra (iv. 1. 3), “but they recognise and declare it as the Soul.” In this doctrine, as the notion that the individual soul is Brahman is really false [as there is properly no such thing as an individual soul at all], and the only positive truth is the knowledge of the one soul as essential intelligence, this alone leads to liberation.

Śāṇḍilya holds that it should be fixed on both, [inferring it] from the revealed word and reason. (31).

The teacher Śāṇḍilya, however, holds that it should be fixed on both,—why? because ‘the revealed word,’ the Veda, declares so (Chhând. Up. iii. 14). After beginning, “All

1 I do not know who this teacher is,—his doctrine evidently corresponds to that of Rāmānuja.
this verily is Brahman, for thence doth it proceed, therein
doeth it merge and therein doth it live, thus let him worship
it with a tranquil mind," it then goes on, "this is my soul
within my heart, this is Brahman, this shall I obtain, having
passed from hence. He who is sure of this and has no doubt,
[becomes Brahman]; thus saith the teacher Śāndilya." Thus
having discussed the point, the Veda declares that he who
knows both objects, obtains the end of becoming Brahman,
which is produced by faith and love, defined as directed to
Brahman. There is no real contradiction [as a thoroughgoing
Mīmāṃsīst, who holds the eternity of the Veda, might object]
in consequence of a juxtaposition of the eternal and the non-
 eternal in the same sacred text, because it is to be explained
as referring to some former Śāndilya, just as in the similar
mention of an individual name in the well-known passage,
"Babara Prāvāhāni desired" (Taitt. Saṃh. vii. 1. 10). But
in reality the Veda is to be regarded as having the Supreme
as its author, [but not as having existed from all eternity.] And
the same thing is to be inferred from the text, "from
that universal sacrifice sprang the Rīch and Sāman verses,
the metres sprang from it, from it the yajus arose."

The same view can also be established by reason. Brahman
is described in the Veda as possessing all power and also as
being identical with the individual soul. Thus the Śruti says
(Taittirīya Upan. iii. 1), "From whom verily these beings are
born, by whom, when born, they live, whom they approach,
whom they enter,—him do thou seek to know." And so in the
Gitā (xv. 7),

"A portion of me is in the animate world, become the indi-
vidual soul, eternal."

In these circumstances what can destroy what? Therefore
such sentences as that in the Chhāndogya 'that art thou,' etc.,
prove that both should be known.

---

1 Cf. Muir's Sanskrit Texts, vol. iii. p. 77, etc.
2 Rig V. x. 90. Taittirīya Arāṇyaka, iii. 12. 4.
If you say this is impossible from the incompatibility,—not so,—because each may want certain special characteristics [without affecting the partial identity] as in the case of two recognitions. (32).

"But is not the view that this knowledge is to have both as its objects, impossible from the incompatibility of the two objects? for the knowledge of an object distinguished by its inability to create the world, etc., is incompatible with an object distinguished by this very creative power, etc." This is not true, because the being a receptacle of some common qualities may depend on a partial identity, without that thing which is characterised by some attributes being necessarily also characterised by some others,—as we see in the case of such cognitions as 'that is this same Devadatta,' 'that is I,' [where the 'Devadatta' of yesterday and to-day, and the 'I' viewed under similarly different circumstances, are respectively identified in spite of some peculiar attributes]. For the knowledge of the special characteristics, which distinguish certain given things, must cause certain exceptions and limitations, [thus the 'Devadatta' of to-day and yesterday, which are thus identified, are respectively distinguished by certain peculiar attributes of time and place].

"Then you hold that there can be the knowledge of identity by means of the indirect (or secondary) mention of a thing [without its distinguishing characteristics]." I reply, No,

---

1 The direct meaning of a word is called 'denotation' (abhidha); when this direct and principal meaning is incompatible with the rest of the sentence, we must have recourse to the indirect power of 'indication' (lakshana). Thus in the sentence 'a herd-station on the Ganges,' the primary meaning of Ganges is incompatible, and therefore we reject the direct meaning (abhidhaya) and take the indirect or secondary one (lakshya) of something connected with the river, as its bank. So here the Devadatta of to-day and yesterday are evidently distinct, and they cannot be absolutely identical, as they would be, if the words were to be accepted in their primary meaning; 'Devadatta' is therefore taken in its secondary meaning as viewed apart from the time, etc., in connexion with which he is spoken of. It is this residue of separate properties peculiar to each, as time, space, etc., which is the distinguishing characteristic (avachchhedaka) which here establishes the relation lakshyad.
because knowledge by means of indirect or secondary mention is always of an inferior kind [to that given by means of direct mention or abhidhā] and because it is only the presence of the distinguishing mark of this relation (avachhedaka) which causes the knowledge of the thing thus indirectly indicated.\(^1\) Otherwise we might sometimes have the recollection of the thing directly denoted by a word (abhidheya) without the distinguishing mark which determines its being thus directly denoted [for the relations of abhidheyatā and alakshyatā equally require the presence of an avachhedaka].

Nor could the Supreme One be considered as subject to affliction, because a difference would be seen immediately after [the prima facie identity]. (33).

Nor can it be objected that, if this were so [i.e. if the individual and Supreme Soul were identical], the Supreme Being might be also defined as possessing affliction, etc., which belong to [the internal organ] the accidental disposer of the individual soul; because, after the aforesaid recognition of their identity, there would follow the especial determination that all affliction, etc., were distinct from Soul.

If you say 'the same holds of power;'—no, because it is natural [to the Supreme]. (34).

"But would it not follow that power, defined by making, etc., would be excluded from the Supreme Being, just as afflictions and the like are; whereas the abstract quality of

\(^1\) Every case of such a relation as abhidheyatā, lakshyatā, etc., must have an avachhedaka or determining notion which will be present to characterize it. In abhidheyatā this will be the divine will or (according to others) sanketa, 'human convention;' this determines the special meanings of different words, and is therefore called pravṛitti-nimittam; in lakshyatā this will be the special circumstances which cause an incompatibility between the primary meaning of the word and the rest of the sentence. In this last case it is these special circumstances which produce the knowledge of the secondary meaning. Thus in the sentence 'a herd-station on the Ganges' it is the idea of the river's surface, as incompatible with a solid house, which suggests the secondary meaning 'on the river's bank.'
power, viewed as residing in the soul [apart from all action], is not like affliction, etc.” We deny it, because making, etc., are natural to the Supreme Being. The naturalness of heat to fire cannot be altered; therefore it is non-naturalness which constitutes the accidental. Therefore in the case of the sun as reflected in a mirror, we may exclude from the original the foulness which we detect in the image, [as this is only accidental;] but we cannot exclude the roundness, brightness, etc., which are natural to the sun.

“But is not the power of the Supreme Being real; how then can affliction, etc., be foreign [and accidental] to individual souls?” He proceeds to account for this.

*The power of the Supreme is not disputed; and it is not thus in the case of the souls other than He, because they have his nature.* (35).

The power of the Supreme is not denied in any Veda, that such a generally received belief should be held untenable. Rather we learn that power is natural to him from such passages as that in the Chhândogya Upanishad, “he whose will is truth,” etc. Nor is there in his case any reason for his abandoning attributes once known to belong to him, as we hold that there is to individual souls, since he is always the Lord and always liberated. But affliction, etc., are not thus natural to the individual souls other than God,—why? because they have his nature. For we read in the Chhándogya Upanishad (viii. 3), “he attains to the supreme light and appears in his own nature,” etc., and this would be impossible, if affliction, etc., were natural to the individual souls. It would indeed be possible if affliction, etc., were natural to the Supreme also, but this is not so. Therefore we conclude, because liberation, as defined as becoming identified with Brahman, would otherwise be impossible, that mundane existence [with its inevitable afflictions] is only accidental to embodied souls. Although Máyá is a non-natural power of the Supreme, still it does not follow that this his disguise will ever be absolutely
abolished; but the internal organs, which are the disguisers of the individual souls, will be absolutely abolished, wherever faith is produced towards the Supreme. The Mâyâ-power of God never ceases, because, as the number of individual souls is infinite, its exercise by him is ever necessary, for their mundane existence and manifold service. And therefore such passages as those in the Śruti (Bṛihad Āraṇy. Upan. iv. 3, 7), "he as it were thinks, he as it were moves," etc., and again (Ib. ii. 3, 6), "hence there is this definition, 'he is not this,' 'he is not this,' etc., refer to the individual soul, [not to Brahman.]

If you say, 'what [becomes of God's power] apart from all souls?'
—not so, from the infinity of internal organs. (36).

"But even if the liberation of individual souls is only gradual, still when all internal organs are abolished, the disguiser of the Supreme [his Mâyâ-power] will necessarily cease, from the absence of all reason for its continuance; and then what becomes of the power which you have called natural to God?" We demur, for, as the number of internal organs which disguise the individual souls is infinite, such a time will never come; and so our view still remains reasonable that power is natural to God. Nor can we conclude that such a time will arrive, from the maxim "all antecedent non-existences¹ produce their opposites from the very fact of their being antecedent non-existences,"—[because the number of souls is infinite.] Nor can you say that all the antecedent non-existences will eventually have produced their opposites, because there is nothing to necessitate its being so. And there is an utter absence of argument to establish the probability of a time devoid of all effects; otherwise you might hold that there once was a time when no antecedent non-existence had as yet produced its opposite, and consequently infer a time when there

¹ I suppose there is here the tacit assumption that all individual souls have a Prāgabhāva of muktī. (Prāgabhāva is the non-existence of a jar before it is made.)
was as yet no destruction [or emergent non-existence].\textsuperscript{1} If you say that “such an idea as the possibility of my being one of the unfortunate souls who may never be liberated, would cut the sinews of effort towards liberation,” I should reply that rather there would be every reason for effort, if there is a certainty as to what are the means, though uncertainty as to the attainment of the end; and on the other hand, it would be rather the idea that all will be certainly liberated, which would really lead to a paralysis of effort.

“If by the power which is natural to the Supreme, you mean the productive power of a material cause, then it will follow that the Supreme must be subject to change, just as clay (the material cause of jars) is.” We reply

\textit{Brahman is not subject to change since matter is interposed as a screen,\textsuperscript{2} following Him as He exists as thought.} (37).

Matter is the material cause of inanimate effects, and is subject to change; but not so Brahman; the creative power of the Supreme is really through the development of himself and his being obeyed by matter. Nor can it be said that matter alone is existence, because this supposition would lead to individual souls being non-existent, as they are other than matter. Therefore we hold that creative power, etc., belong naturally to the Supreme, and that he throws a veil before himself in the form of his máyá-power or matter, [on which he works]; and therefore he himself is not subject to change, just as a magician who seems to create by illusion is not himself the subject of illusion.\textsuperscript{3} Although [as the Sánkhyas say] the very fact of being an effect means being changed, since the cause and the effect are in their substrate identical, yet [when God creates] it is not such a change as involves a change of form, as in the

\textsuperscript{1} The true view is that the succession of mundane existence (samsdra) is eternal à partie ante and à partie post.

\textsuperscript{2} Matter (prakriti) acts as a screen and stops the influence of change on Brahman.

\textsuperscript{3} In p. 27, l. 7, the Sánsk. Coll. M.S. reads -vikāryo for -kāryo.
case of milk becoming curds. Or again, we may say that God is not subject to change any more than the potter’s stick is in reference to the jar,\(^1\) since the stick does not effect any change in itself besides that produced in the jar. Therefore it is said in the Aphorism ‘since matter is interposed as a screen.’

“But if Illusion is the material cause, is not the world founded upon illusion? How then can we find it declared by Śruti,—as in the passage,\(^2\) ‘on Him is all founded,’—that the world is founded on Brahman?” He answers as follows:

There is (still) the being founded upon Him, as in the case of a stool in a house. (38).

There is no contradiction in holding that the developments [of illusion] are also founded upon Him, Brahman, ‘as in the case of a stool in a house;’ \(i.e.\) just as one, standing on a stool placed in the middle of a house, is said equally to stand on the stool or in the house.

“But if so, is not Brahman rendered superfluous by our assumption of primeval Matter \(\text{prakṛiti}\)?” He denies this in the next aphorism.

Both \(\text{are needed}\) from their mutual dependence. (39).

Brahman and primeval Matter are both causes; since the intelligent and the non-intelligent mutually depend upon each other, the one for attaining self-knowledge and the other for attaining an object for its potentiality.\(^3\) Which of them can ignore the other?\(^4\)

He now proceeds to enumerate his categories, in order to facilitate the employment of the terms in his Śāstra.

---

\(^1\) God in this view is the \textit{instrumental} cause, and the potter’s stick is not itself changed.

\(^2\) Taśtrīśya-khilopanishad, 26.

\(^3\) Cf. Sāṁkhya Kārikā, 21.

\(^4\) In p. 28, 1. 1, read जिन्हें कस्मोपिष्वकं according to the Calcutta Sansk. Coll. MS. The printed text is nonsense.
There is no third beside ‘knowable’ and ‘knower.’

The ‘knowable’ (chetyd) is ‘Matter,’ the ‘knower’ (chit) is Brahman; there is no other third thing; such is the meaning. If you say that this third thing need not be taken any account of, as it is neither proved nor disproved,—we reply that what the Aphorism means is this: the state of knowing abides in none but Brahman, that of being knowable in nothing but Matter.

“But if there is no connexion between the Soul and matter, all effects are abolished; and if there is any connexion, then this itself will be the third.” He answers,

And these two are joined from their being beginningless.

‘Mutually’ must be supplied from Aph. 39, i.e. ‘mutually joined.’ Both these, previously mentioned, i.e. Soul and Matter, themselves constitute the connexion between them, and we need not assume any extraneous connexion. Why? from their both being beginningless. And so it is said in the Gitā (xiii. 19),

“Know that Matter and Soul are both beginningless.”

“Well then, let this very ‘beginningless’ form the needed connexion between them.” We demur, for, as the alternative lies between ‘conscious’ and ‘unconscious,’ the two terms do not admit of a third.

[Here follows a digression.] “But if Matter is only an illusion,—as is declared in the Śvetāśwatara and other Upanishads, ‘Let him know that Matter is illusion, and Maheśwara the illusion-lord,’

does it not follow that Matter is all false? and if so, how is it described as the Category, ‘what is to be known’?” He replies:

‘What is to be known’ is not false, from its being a power.

1 Sc. ‘object’ and ‘subject’ (chetyd and chit).
2 For a somewhat similar example of this rare use of chodyam, cf. Māgha, ix. 16.
3 i.e. it is the so-called svarīpa-sambandha (cf. Kusumānjali, transl. p. 13, note).
4 Read p. 28, l. 14, amādi eva with Sansk. Coll. Lib. MS.
'What is to be known,' i.e. Matter, cannot be false,—why? 'from the very fact of its being a power.' Thus the magician cannot create the required extraneous thing without an illusive power. And again, in such passages as that, "but how, gentle youth, could the existent be thus born from the non-existent?" (Chhänd. Upan. vi. 2), the Šruti proves the reality of the cause from the reality of the effect, and so declares the reality, not the falseness of all. But we may also put the matter into the form of a regular inference; the divine Creation always depends upon a corresponding concomitant cause,\(^1\) from the very fact of its being a creation made by an intelligent being,—just like the [illusive] creation of a magician. Nor may you say that "this argument is irrelevant, as all we want is gained by assuming adriśṭa, etc.," because it is simpler to make one assumption, as we do in assuming this 'power,' and also because there is no proof that adriśṭa is a cause of anything except experience and the means of producing it.\(^2\) Again, since these other causes would inevitably overlap, if we tried to regard them as producing all effects [each being only partial in its operation], we consider that the existence of this māyā-power as the one eternal concomitant [to the Deity] is established. And as the further assumption of many other concomitants subordinate to this one is useful for the proposed end, it involves no real violation of the well-known law of parcimony. All this will be discussed at length in the third chapter.

The topic thus started as a digression being thus dismissed, our author returns to his original subject.

*The purity of the faith is to be inferred from signs, as we see in common life.* \((43)\).

Although faith is an object of consciousness, through such

---

1 The world resembles the māyā power of Iśwara.

2 Thus it is said in the Kusumānjali (i. 12) "'the perceptible form, etc., and their absence (in ice and air) arise from contact with special causes,' and these special causes are the various kinds of merits in the person gratified by the cold air or ice."
cognitions as 'I have faith in (such a person),' 'I am devoted (to him),' etc., just as is the case with such cognitions as 'I know,' 'I wish,' etc.; still its 'purity,'—i.e. its being characterized by very strong impressions,—cannot be ascertained by direct consciousness, any more than the authoritativeness of knowledge can. Therefore it can be ascertained only by certain observed signs, 'as we see in common life.' Just as 'in common life' the greater or less degrees of affection must be inferred from the way that the person is affected at discourse concerning the loved object, etc., as by horripilation, tears, or other signs of emotion, so it is here.

But not only are there 'signs' as in common life, but these signs have been abundantly defined in the authoritative traditions (smṛiti) of the great sages; so the author declares as follows:

And we learn from the Smṛitis such signs in abundance, as respect, honour, joy, forlornness, doubt as to any other object, celebration of his praise, continuing to live for his sake, considering everything as his, regarding him as being in all things, resignation to his will, etc. (44).

i. 'Respect,' as that shown by Arjuna (Mahābh. Droṇa parva, l. 2822), "The righteous winner of wealth, in whatever posture he may be, never fails to rise up before Krishṇa, with faith and affection."

ii. 'Honour,' as that of Ikshwāku (Nṛisimha Pur. xxv. 22), "Through his fondness for his name, and for the deer and lotus

1 The Prābhākara school of the Māmsā hold that knowledge is an object of internal perception, and its correctness (or authoritativeness, prāmdnya) is cognised by the same act of cognition as the knowledge itself. There is 1. the perception of the object, i.e. 'this is a jar;' 2. the consciousness of this perception, i.e. 'I perceive the jar;' 3. simultaneously with (2) the cognition of the truth of the perception. The Nyāya holds that the three steps are successive, and the last is gained by inference, not by direct consciousness. If it were gained by direct consciousness, there could be no such thing as doubt.

which resembled him, the king showed honour even to the cloud which was of the same [blue] colour [as Krishṇa]."

iii. 'Joy' as that of Vidura (Mahābh. Udyoga P. lxxxviii.); "The joy which I feel because of thy coming, O lotus-eyed, why should it be told to thee? thou art the inmost soul of all embodied beings."

iv. 'Forlornness,' as that of the milkmaids (Vishṇu Pur. V. xviii.), "It is not possible for us to speak before our parents,—what can I say? What can our parents do for us burned with the fire of absence?"

v. 'Doubt as to any other object,' as, for instance, the feeling of hindrance in the minds of the dwellers in Śveta-
dwipa, even at the sight of the divine sage Nārada¹ (Mahābh. Śánti P. 1. 12883); or as that of Upamanyu (Mahābh. Anuśā-
sana P. 1. 7077), "At Śankara's command I would be even a worm or a grasshopper; but I desire not even the three worlds, if given, Indra, by thee."

vi. 'Celebration of his praise,' as that by Yama (Nṛsiṁha P. viii. 21), "The guilty one, tormented in hell, was thus addressed by Yama, 'Why is not the god Keśava, the destroyer of sorrow, worshipped by thee?''

Or, again, (Vishṇu P. III. vii.), "Having seen his emissary with noose in hand, Yama thus whispers in his ear, 'Spare those who take refuge in Madhusūdana; I am lord of other men, but not of Vaishnava."

vii. 'Continuing to live for his sake,' as in Hanumat's case (Rāmāyaṇa, Utt. Kāṇḍa, cvii.), "As long as thy purifying story shall circulate through the world, so long will I remain on the earth, obeying thy command."

¹ Nārada goes to Śvetadvipa, a region inhabited by intense monotheists who worship only Vishṇu. The god shows himself to him and then bids him at once depart to his home: "These my votaries, filled with faith in me, ceasing from their five senses and from food, and brilliant as the moon, would fain fix all their thoughts on me; let there be no hindrance to their wish."
Or as in the continuance in life of Nárada and others, though they had accomplished all their ends, solely for the sake of adoring him. Hence we have that passage of Śruti (Nṛśimhata-pāni, vi.), "He whom all the gods worship desiring liberation, and the reciters of the Veda."

viii. "Considering everything as his," as in the case of the Vasu Uparichara (Mahābh. Śānti P. ccexxvii.), "His kingdom, and his wealth, his wife and his chariot,—he regards them always as all belonging to Bhagavat."

ix. "Regarding him as being in all things," as in the well-known case of Prahlāda; as for instance his words (Vishṇu P. I. xix.), "Thus an unwavering love for all beings is to be cherished by those sages who know that Hari is all things."

x. "Resignation to his will," as of Bhiṣhma, even when Bhagavat approached to kill him (Mahābh. Bhiṣhma P. lviii.), "Come, lord of the gods, home of the world,—adoration to thee, bearing in thy hand bow, club, and sword,—slay me by force, O ruler of the world, from thy chariot, O thou refuge of living beings in battle."  

By the word 'etc.' we are also referred to the actions of Uddhava, Akrūra, etc. Although this has been already mentioned in Aphorism 6, 'It is an affection from its being the opposite of hatred,' still there is a distinction between the two places, as there the intention was to give a sign to denote the presence of affection, while here it is to give a sign of the purity of faith.

"But do we not see hatred, jealousy, etc., felt by those who are devotedly attached to their lord towards those who experience a greater degree of his favour; why then should not these also be considered as signs?" He replies,

---

1 I have followed in the last line the reading of the Calcutta printed text, as that given in the Sāndilya Comm. seems to be corrupt.

2 Uddhava was Kṛṣṇa's cousin, see Wilson's Vishṇu P. (Hall's ed. vol. iv. p. 113); Akrūra was Kṛṣṇa's uncle on the father's side.
But hatred, etc., are not so. (45).

*I.e.* from their incompatibility, as has been said by the venerable Dwaipáyana (Mahábh. Anúśána P. cxlix.),

"Neither anger, nor envy, nor greed, nor impure thoughts belong to the sanctified ones who are devoted to Purushottama."

While in the case of Śiśupála there is the following succession to be traced; from hatred arose continual remembrance, from that came the highest faith, and from that liberation.

"These 'signs,' however, are chiefly mentioned in the Smṛiti as having been produced in reference to Vishṇu's Avatáras, but this faith of yours should have reference to the Supreme since it springs from the knowledge of Brahman." He declares the true view.

*From the implied remainder of the sentence this [faith] is also directed towards manifestations [as in an avatára].* (46).

This highest faith may also have as its object an avatára itself,¹ as is seen 'from the implied remainder of the sentence.' [He proceeds to explain this.] It is said (Gítá, vii. 23),

"The worshippers of the gods go to the gods, those who have faith in me go likewise to me."

Here, in order to enforce the main point, there is an implied meaning of censure of the faith directed towards other deities. Therefore, in the passage (vii. 21),

"Whatever form any one devoted wishes to worship with faith, to him I make that very faith unwavering;"

as the sense would have been complete, if the words had run "whatever (deity) any one, etc.," we infer, from the addition of the word 'form,' that the real meaning must be that this faith has as its object the avatára itself [and thus refers to Vishṇu's own assumed forms]. The entire topic is faith.

¹ I take *ditman* in *prddurbhvaditman* as meaning 'itself;' but it might mean 'the soul manifested in an avatára.' Cf. l. 13, and p. 37, l. 10.
From revelation we learn that there is no further birth to him who knows (His) births and actions. (47).

His 'births,'—i.e. Bhagavat's assuming a body for the performance of those effects to which a body is indispensable, as being visible to his votaries, slaying the demons, producing the Veda, etc. His 'actions,' i.e. his producing the Veda, etc. To him who knows these aright, [this knowledge] leads to immunity from all future births; as He himself declares (Gítá, iv. 9),

"My birth and my action are divine; whosoever knows thus in truth, he, on abandoning the body, is born no more, but goes to me, Arjuna."

Not that immortality is the direct fruit of this knowledge of His births and actions; but, by abolishing the foulness of that mind which is fixed on these, it produces the highest faith having for its object the supreme Íswara as conditioned by these avatáras, and so leads to the immunity from all future births. Therefore we maintain that Revelation itself allows that the being who assumes an avatára may be the object of the highest faith.

And these are divine from their being produced solely by his own power. (48).

What does the 'divine' character mean in those words of the Gítá just quoted, "my birth and my action are divine"? It cannot mean that they are produced by reason of previous merit, because there is in him no contact with merit, as 'consequences of actions' are not proved to belong to him. Nor can it mean their being produced in heaven, because then the character would not apply, when (as in the case of Krishna) the birth is in the world of our earth. Rather it means that here there is no making use of any gross material cause as in the case of the ordinary body; but it is all [directly] produced by his own máyá power. Hence we have those words of Bhagavat to Nárada in the 'Liberation' book [of the Mahábhárata, cccxli.],
"All this is a máyá created by me, that thou seest me at all, Nárada."

And so too in the Gítá (iv. 6),

"Though myself unborn, of an eternal nature, and lord of all beings, yet making use of my subject Nature, I am born from æon to æon."

Nor is the circumstance that his body is not composed of the gross elements any bar to its being a body,—since its being composed of the gross elements is only necessary so far as it is to be the seat of the enjoyment of the fruits of former actions [and these, as we just now said, are out of the question in regard to Krishña]. If you say that its being such a seat of enjoyment is essential to the idea of a body,—I reply that it is simpler to hold that the true idea of a body is its being the seat of voluntary effort. Effort is a particular species of the genus 'action'; for we must not say that effort is the same as action, or we should have to apply the term to the forced movements of a dead body [under the influence of magic].¹ Nor may we say that effort is action produced by direct volition,—because then it would follow that we ought to apply such a phrase as 'it makes an effort' to a pot, since all acts [as of a pot's boiling its contents] are produced by the direct volition of Iswara. Now the same argument which proves Iswara to have a body establishes the efforts produced by that body, and so the discussion may rest here.

Nor does it follow that, if we thus grant the existence of such a body for Krishña, we must raise the number of principles or 'primary existences' [to 27 instead of 26, as this body will be quite sui generis;] because it will not be a 'principle' at all, any more than a common effect is, as a pot, etc.,—since neither of them acts as the material cause of any external object which

¹ Cf. the scene of the old witch and her slain son in the sixth book of Heliodorus' Æthiopica; or kriyá may mean such actions as the dead body's falling to the ground, etc. I prefer this to taking mṛitaśarīra-kriyā as 'the last offices paid to a dead body,' which would simply be a quibble on the word kriyā.
helps to make up the visible world; nor again does it act as the material cause of the senses.1

"But how does He act, as He has no object to move Him?" He replies,

His chief object indeed is compassion. (49).

In common life we apply the term 'compassionate' to those who exert themselves for the disinterested2 removal of others' sorrow. But this is not the highest application of the word, since these persons are not entirely disinterested in their action, as they may act in order to avoid the pain caused by their sense of pity or in order to attain subsequent merit. Nor, again, would its highest application be right in the case of any one who merely acts to remove others' sorrow,3 since we do not apply it to one who has ulterior objects in view by so doing, as e.g. gaining wealth, etc. But the compassion of Bhagavat is compassion in its highest sense, when He disinterestedly abolishes others' woe. For His sake we use the term 'compassionate' in only a secondary sense, when we apply it to those who aim at other objects. Hence we say that men act from their feeling

---

1 Sāṇḍilya holds that Krīṣhṇa is really a form of the Supreme Brahman (see Comm. on Aph. 52); but his body is not a separate primary principle (tattva) from the acknowledged 26 of the Vedānta, as it is not a tattwa at all. The 26 tattwas are divided first into two great classes, as intelligent (cit) and non-intelligent (achit). The former includes Iśwara and the individual soul, the second all the rest. But the second is in turn similarly divided into general (vydpaka) and special (vydpya); the special are the five elements, the five tanmātras and the eleven senses and organs; the general are matter (i.e. Iśwara's maṭḍa power), intellect and egoism (see Comm. on Aph. 87). The special spring from the general, as their material cause; and in turn themselves produce all the different individual existences (as pots, etc.) in the world. But the divine body of Krīṣhṇa is not like the special tattwas, as nothing in the gross world springs from it; nor can it be like the general tattwas, because these are the material cause of the elements, senses, organs, etc., but this divine body is not the material cause of anything. (Cf. the Tattwa-kaumudi in its Comm. on Sāṅkhya-kārikā, aphorism 3, where it is shown that such effects, as pots, etc. cannot be called tattwas.)

2 Perhaps nirūpaḍhi in p. 35, l. 3, should be corrected to nirūpadhi 'genuine,' 'guileless;' nirūpadhi however means pretty much the same thing, 'unconditioned,' 'disinterested.'

3 i.e. omitting the word 'disinterested' from our previous definition.
of compassion, having regard at the same time to the merit which the action will produce.

"But might we not say that, as all pre-eminent manifestations of power are said in the Gítá to be forms of Bhagavat (according to the line, 'know me to be also amongst men the king,' etc., Gítá, x. 27), liberation might also follow from faith directed towards a king, etc?" He replies,

*It is not directed towards pre-eminent manifestations of power, because they have to do with the vital airs.* (50).

The highest form of faith is directed only to a Being unassociated with the individual soul; but when faith\(^1\) is directed towards such beings as kings and others, who are connected with the vital airs, etc., which are the disguisers of the individual soul, it cannot have liberation as its fruit.

*And because of the prohibition of gambling and the king's service.* (51).

We read in the Dharmásástras that gambling and the king's service are both prohibited;\(^2\) but this would not be so, if the king were [the same as] the Supreme Being [and so a proper object for faith].

*If you say 'this also applies to Vásudeva,'—no, because he is the real form (of Brahman).* (52).

"But when the Śruti speaks of these pre-eminent manifestations of power, does it not mention among them 'I am Vásudeva among the Vṛishnis' (Gítá, x. 37), and therefore [as the manifestation as Vásudeva here only runs parallel to that as a king, etc., in x. 27,] it would follow that the manifestation as Vásudeva is no more to be an object of faith than the others?" We cannot admit this, because the Supreme Brahman is really in the form of Kṛishṇa; as Parásara says (Vishṇu Pur. IV. xi.),

---

\(^1\) In p. 35, l. 15, read आत्मिः for रात्मिः.

\(^2\) I do not know the exact verse here referred to, but the sentiment is found in Böhtlingk's *Indische Sprüche* (2nd ed.), 2992, 2995.
"If a man hears the line of the race of Yadu, he is delivered from all sins, that race in which the Supreme Brahman became incarnate as a man, under the name of Krishṇa." This would not be so, if Krishṇa were only an individual soul.

*And from his recognition as such.* (53).

We find in Śruti a distinct recognition of the son of Vasudeva as the Supreme Brahman, as (in the Nārāyaṇa Upanishad, Atharva Śiras, vi.)

"The son of Devakī is related to Brahman, the destroyer of Madhu is related to Brahman;

"There is one form of the Supreme Brahman belonging to Nārāyaṇa, pervading all beings, existing as the cause (of all), itself uncaused." And this same recognition is also found in Smṛiti, as in the words to Yudhishṭhīra, uttered by Mārkaṇḍeya, who had had ocular experience of a mundane destruction (Mahābh. Vana Parva, clxxxix.),

"That god who was beheld by me of old, having eyes long as a lotus-petal, is now, O tiger of men, thine own relation, Janārdana."

So too (Mahābh. Śānti P. cccxl.) Janamejaya says, after hearing that Bhagavat is not to be seen even by force of penances,

"He who is not to be seen even by force of penances, Bhagavat worshipped by the world,—him they have seen visibly manifested, adorned with the Śrīvatsa mark."

The 'and' in the Aphorism implies that another reason is found in the fact that the Smṛiti expressly mentions a reward to those who are devoted to him.

"How then is it that we find Vāsudeva himself enumerated among the pre-eminent manifestations of power [as in the Gītā, x. 37]?" He replies,

*That is to be explained by his superiority among the Vṛishṇis.* (54).

In such passages as 'I am Viṣṇu among the Adityas,'

---

2 He is called *Sapta-kalpanta-jivanaḥ*, "living through seven æon-destructions."
(Gîtá, x. 21) this mention of him among the pre-eminent manifestations of power is simply to show that Parameśwara has the superiority amongst them; and so too this similar mention of Vásudeva (in x. 37) is simply intended to show that he is the superior among the Vṛishṇis.

And so too with regard to other well-known [similar manifestations]. (55).

In the same way we are to infer that faith will produce liberation as its fruit, when it is directed towards the boar, man-lion, dwarf, Ráma, and other avatáras, which are well known to possess, like the Vásudeva avatára, the signs of the supreme Brahman. Or the aphorism may mean that we are to understand a similar meaning of mere superiority over the other pre-eminent manifestations of power, which are well known to possess the signs of the Supreme Brahman, as e.g. "I am also Śankara among the Rudras," etc. It is said in the Skánda Puráṇa (Káśi-khaṇḍa, i. § 27),

"He who would declare that there is any distinction between Vishnú and Rudra or between Śrí and Gaurí,—that utterance of that erring fool is blamed by the Śástra."

The fact that Śankara is well known to possess the signs of Brahman, is abundantly to be recognized as taught in the Smṛiti, etc.

Thus ends the first daily portion of the second Chapter of the Commentary on the Hundred Aphorisms of Śándilya, composed by the most learned teacher Swapneśwara.

The two manifest aids to faith, knowledge and devout concentration (yoga), have been discussed; the author now proceeds to discuss the inferior forms of faith, which have final bliss attached to them in an indirect way, inasmuch as they destroy the sin which would hinder its attainment.
Since 'bhajana' is summed up in 'bhakti,' the lower\(^1\) form exists for the higher as it is a means to its production. (56).

The Gítá, after praising the highest form of faith as set forth in the seventh chapter, by the line (ix. 13),

"Having known me as the imperishable, the first of beings, they worship me (bhajanti) with undiverted minds;"
proceeds to notice [the inferior forms] in the next couplet,

"Always reciting my names and striving, firm in their vow, And paying homage with faith (bhakti), they serve me, perpetually devoted;"
and after that (in ch. ix. 29) we have the summing up of the whole subject in the words,

"But they who worship me (bhajanti) with faith (bhakti), are in me and I in them."

Now with regard to this passage, just as the Mímáṃsákas explain the text "let him sacrifice with chitrā" (Táitt. Saḿh. ii. 4, 6),\(^2\) so here we must take it as meaning, "let him produce the desired fruit by worship (bhajana), which is expressed by the term bhakti," and in this way the fruit [bliss,] and the habit of mind [worship,] will be both found residing in the same subject. [If you ask why the author of the Gítá used the word bhakti when he meant bhajana, we reply that] the word bhakti came ready to the author's hand as having been already used of the habit of mind towards Bhagavat in such

---

\(^{1}\) I read गीती for गीखा with the Sánksrit Coll. Library MS.

\(^{2}\) This alludes to a Mímáṃsák discussion on the text "let him who desires cattle, sacrifice with the chitrā." A discussion is raised (Nyáya-mála-vistara, i. 4. 3) as to the meaning of chitrā,—is it merely the name of a sacrifice, so called from the six various objects, honey, ghee, etc., offered in it; or does it mean the spotted she-goat which is the Agníshomiya victim? The Mímáṃsák decides that chitrá here means the name of the sacrifice; as in this way the desired fruit (cattle) and the prescribed means (the chitrā sacrifice) will both belong to (or reside in) the same subject, the offerer. If it had meant the spotted she-goat used as a victim in the Agníshomiya sacrifice, then in the words "let him who desires cattle sacrifice with the spotted she-goat," the fruit would have belonged to the sacrificer, but the spotted she-goat would have been a characteristic of the sacrifice, and belonged to it, and thus we should have had vaisyadákavānya.
passages as "he who has faith in one (ekabhaktih) is preeminent" (vii. 17); and moreover bhakti and bhajana are originally synonymous [being similar derivatives from the root bhaj].

We must not say that the highest form of bhakti is here enjoined as producing the fruit of supreme bliss,—because we have already seen in Aphorism 7 that the highest form of faith cannot be thus enjoined by rule, as it is not to be produced by a mere effort of human will. Nor again can we say, that the fact of its being a cause of supreme bliss was before unknown and is now first definitely declared in the Gítá,—because this fact had been already declared in the seventh chapter by the words "they who have faith in me go likewise to me." The true view is rather that these ceremonial repetitions of a deity's names, etc., were originally only brought in with a view to show that they were means for removing the hindrances to the highest faith; but afterwards the word bhakti in the instrumental case was applied to them in a secondary sense [in ix. 14], and thus they were enjoined as themselves means to produce the highest faith. We are thus led to the closing passage (in ix. 29), "They are in me and I am in them," as a 'persuasive enforcement,' giving the purpose of this injunction (arthaváda).—Otherwise we should have had to divide the sentence, and to read it, "by bhakti they attain bhajana, and by this they dwell in me."

As such acts as repeating a deity's names, etc., are a means for producing faith in the worshipper's soul, the word 'bhakti' is used here in a secondary sense which is easily understood from the literal one, just as in the Vaidic phrase "ghee verily is life" [where the real meaning is not that ghee is literally itself 'life,' but that it is a great means for prolonging it]. Or the word bhakti may be applied to these ceremonies, as meaning that they are instruments of worship, i.e. "he is worshipped by these things" (bhajyate ebhiḥ); just as the word udbhid [is applied to a particular kind of sacrifice, as well as to a shovel,
from its etymological meaning *udbhidyate pakuphalam anena* 'the desired fruit, sc. cattle, is dug up by it.'

Or the term may be used from our reading in the Gītā of the various grades of worship, "four several kinds of men worship me" (vii. 16),—so that the term itself implies 'varieties' as the term 'creation' does. Or it may be a secondary sense of the term as characterized by the vague and less discriminating attribute 'noble-minded,' since we read in the Gītā (vii. 18) "all these are noble-minded, but the knower I hold as myself."

*And since the other [inferior forms of faith] are associated with the recitation of the god's names as tending to stir up affection.* (57).

It is said in the Gītā (xi. 36),

"Well is the world, O lord of the senses, delighted and filled with love at thy praises."

Here we have it directly affirmed that the recital of the deity's names is for the purpose of stirring up feelings of affection.—"Since they are associated with it," all the other observances which are mentioned with 'recitation' in the Gītā (ix. 14, etc.)—"always reciting my names and striving firm in their vow," etc.—will also have as their end the production of affection [*i.e. faith*] in the soul.

*But the inferior forms are mentioned in the interval; and they are also alluded to in the Vedic references to objects of adoration, from the very fact that they are found in the Brahmapāda.* (58).

The inferior forms of faith which are mentioned in the Gītā between the two aforesaid passages, "Having known me as the imperishable, the first of beings, they worship me with undiverted minds" (ix. 13), and "But they who worship me with faith are in me and I in them" (ix. 29),—are really subsidiary to the highest faith, being included as by nippers between two

---

1 Dr. Ballantyne, in his edition of the text, gives a reference here to Śvālapāyana's S'rauta-sūtras; but the true reference is rather to the derivation of *udbhid* suggested in the Mīmāṃsā, compare Jaiminiya-Nyāya-mālā-vistara, i. 4. 2.
distinct mentions of this highest faith. Thus we read (in ix. 14, 15, 22, 25-28) as follows,

"Always reciting my names and striving firm in their vow, and paying homage with faith, they serve me perpetually devoted. And others serve me, sacrificing with the sacrifice of knowledge, and worshipping me in unity or in plurality, or as facing every way in many guises."

"They who serve and think on me, with their minds fixed on nought besides,—to them, ever devoted to me, I bring sure bliss."

"Those devoted to the gods go to the gods, those devoted to the ancestors go to the ancestors, those who sacrifice to goblins go to the goblins, and those also who sacrifice to me go to me. He who gives to me with faith a leaf, a flower, a fruit, or water,—I eat it from him pure-souled as offered in faith. Whatever thou doest, whatever thou eatest, whatever thou offerest, whatever thou givest, whatever penance thou undergoest, O son of Kunti,—give it all over to me. Thus shalt thou be delivered from all good or evil consequences, caused by works."

Here 'recitation' means repeating the deity’s names; and worldly 'striving' also to attain faith is likewise mentioned with it, as the subject-matter is the different subsidiary helps to faith. 'Firmness in their vow,' i.e. their performing through faith in me such ceremonial observances as the fasting on the eleventh lunar day,¹ etc. 'Paying homage' (namaskára), i.e. the performance of such ceremonies as the raising the hands to the head in token of self-abasement. The 'sacrifice of knowledge' is twofold, the superior and the inferior, as directed respectively to unity or plurality. The 'thinking on Him alone' is the contemplation and continual remembrance of Him. 'Sacrifice'

¹ "Every eleventh lunar day is held in extravagant veneration by the Hindus, but more particularly by the Vaishnavas. Fasting on the eleventh day is declared to be equally efficacious with a thousand asvamedhas, and eating during its continuance as heinous a sin as parricide or the murder of a spiritual teacher."—Wilson's Essays on the Religions of the Hindus, vol. ii. p. 204.
is worship directed to Bhagavat, and the giving of leaves, etc., and so, too, the giving over of all enjoined or forbidden actions to the Supreme Lord.

These, however, are not the only subordinate helps; for other means to produce faith are hidden in such passages about worship as that of the Chhándogya Upanishad (iii. 18), “let him adore the mind as Brahman,” or that of the Gítá (x. 21), “I am Vishňu among the Adityas,” etc. If you ask “why?” I answer that we are authorized to conclude so, because the whole of the Theosophical part of the Veda treats of faith or the means for its production in the soul.²

From these arises purification, as we see by the introduction of the subject. (59).

From these inferior forms of faith arises ‘purification,’ i.e. the removal of the sin which causes the foulness of the internal organ; this, however, is itself a means [not the end]. Why? because these inferior forms are mentioned in the Gítá, after introducing the subject (in ix. 2) by the words “this is the best purifier.” Purification is an indispensable means, since faith is a quality of the internal organ [which is produced after purification has accomplished its preliminary work].³

Some infer a greater degree of fruit from this conjunction of the higher faith with these. (60).

Some teachers hold that the joint mention of the higher faith in connexion with these inferior forms, as the recitation of names, etc., in such passages as “he who offers to me with faith,” (ix. 26), “paying homage to me with faith” (ix. 14), etc.,—as it is certain from the context, etc., that these latter forms must hold a subordinate position,—can only be in order to show that there is a higher degree of fruit to those who, having exercised their faith, also practise these lower observances.

¹ Literally ‘swallowed up by.’
² Or as it was said in the Commentary on Aphorism 26, ‘faith is the end of the brahma-káňa.’
³ Compare pp. 47, 52, supra.
Jaimini thinks that it is only as a name, from the possibility. (61).

But the teacher Jaimini¹ (as the fact of these forms being inferior is certain) thinks that the same explanation holds here which holds in regard to the Vedic injunction "let him who is using a spell against an enemy sacrifice with the *śyena.*" [Now it is shown in the Aphorisms of the Mīmāṃsā that *śyena* does not mean there 'a hawk,' but is the special name of the ceremony; and so Jaimini maintains that] the word 'faith' is only used in this passage of the Gītā in a subordinate way as a special name for the actions described, and thus the passage means "let him secure the highest faith by the [so-called special] faith, 'repeating the deity's names,' and by the [so-called special] faith 'giving'"—since in this way we have the possibility of their all referring to the same subject; ³ and thus it will have no reference to any fruit of its own, which would only introduce a needless complication.

Here these subordinate means are to be performed according to time and opportunity, as in building a house, etc. (62).

Now three alternatives present themselves. The repetition of names, paying homage, and the other aforementioned observances, may be either performed simultaneously, or any one singly, or all in order. But we cannot accept the first alternative, because then we should have the whole failing, if any one observance were left unperformed; nor can we accept the second, because if there were thus an unlimited option, it would involve their all having one and the same use; and the third alternative will not suit the meaning of the text; and again, when one observance was performed, it would seem unnecessary trouble to perform the next. And therefore the prima facie conclusion is that these different observances cause mutual confusion by each intruding into the province of the others.

¹ Is this an adaptation of Jaimini's doctrine (in Sūt. i. 4. 5); or does it refer to a modern writer of that name?
² So called from its suddenly destructive effects on the enemy.
³ i.e. they will be all alike instances of the lower faith, sc. means to the higher.
But the true conclusion is that all these observances are alike means [to produce faith], since all have authority for their being followed. But there is no necessity for the simultaneous performance of all, from the absence of any authority for it; those only need to be practised simultaneously, the simultaneous use of which is commanded in the Śruti, as perfumes, flowers, incense, lamps, oblations, etc. All the other observances may be performed according to time and opportunity, as in the making of a house, etc.; i.e. just as men bring the various materials for a house, as the thatch, pillars, etc., sometimes all at once and sometimes in succession; and it does not follow, however they may be brought, that the thatch, etc., cease to be means for the desired end. Therefore whatever sin each observance is specially suited to destroy, let it be performed for that purpose; and thus all having respectively shown their various efficacy, the highest faith will be eventually produced in the soul; and so it is declared in the Gītā (vii. 19),

“At the end of many births he who has knowledge attains me.”

From pleasing the Supreme Lord even one may be effectual. (63).

Among these inferior means any one may become powerful by special practice, and this even by itself may produce pleasure in the Supreme Lord and so avail to cause the highest faith; just as we see that an earthly lord is not pleased by his other attendants with all their many careless services, but may be pleased by even one attendant with a simple act of shampooing performed with hearty zeal. The highest faith may be attained, through the favour of Bhagavat, by even one of these inferior means, as repetition of names, etc., resolutely carried out; as we read in the Gītā (xviii. 57),

“Devoting thyself to concentration of thought, fix thy mind on me; he whose mind is fixed on me will, by my favour, cross over all difficulties.”

So too any particular one may have a peculiar efficacy derived
from a certain time, etc., as it is said in such passages as the following [in the Brahma Purāṇa, ch. xcvii. 166],

"What one obtains by meditation in the Kṛita, by sacrifices in the Tretā, and by outward worship in the Dwāpara, that one obtains in the Kali by merely reciting Keśava's name."

Nor will the different means interfere with each other, since recitation of the deity's names, and the other means, produce their respective influence by their own nature, in each individual case where faith is to be powerfully excited.

Is the purification [spoken of in Aphorism 59] the means [for obtaining the highest faith] in the case of all who are occupied with the recitation of names, etc., or is something else the means in the case of some? He replies:

*That absence of bondage, which belongs to surrendering works, is the true means.* (64).

The true means [for attaining the highest faith] is that absence of all bondage consisting in a cessation from all consequences, which arises in the case of those who have surrendered all their good and evil works to Bhagavat. As we read [in the Gīta, ix. 28],

"Thus thou shalt be delivered from good and evil consequences, caused by works."

And there is a formula for this surrender of our works in another Purāṇa,

"Whatever I do, good or evil, with or without my will; That being all surrendered to thee, I do it as impelled by thee."

Nor would it follow in this way that a man might do as he pleased, under the pretence of acting as thus impelled by Him; because the absence of doing evil is really one part of this divine impulsion. And so the Smṛiti, "A man could not be devoted to sin, while depending on strength derived from the Veda." Therefore we say that this 'purification' must have for its object something other than doing evil. Now good deeds
are to be understood as meaning the necessary and occasional observances\(^1\) prescribed by one's period of life (\(A'\text{\'srama}\)). The world of Brahmā, etc., is the reward attained by the due observance of the duties of one's \(a\text{\'srama}\), and the very attainment of this reward would delay the summum bonum, liberation; and therefore this and the like are called 'bondage' in the Aphorism. But when all is surrendered to Brahman, it is well known that it is a means to liberation. Thus, too, there is an absence of consequences when the voluntary works engaged in through desire of fruit, or evil works engaged in through ignorance, are afterwards surrendered [to Brahman].

But here we must consider a distinction in these subordinate forms of faith. Thus, for instance, we find a description like that [in the Chhándogya Upanishad, i. 6], "That golden male who is seen within the sun, with golden beard and golden hair," etc.; and so too [in the Nárada-pancharátra, xi. 71.],

"He is ever to be meditated on who resides within the orb of the sun, Nárâyana, seated on his lotus seat; crest-bearing, wearing bracelets and makara earrings, decked with a string of pearls, golden-formed, and carrying a conch and discus."

Is meditation to be restricted to these [special manifestations] or is it to be extended to the complete [formless] manifestations of the divine nature, as given in other śruti's? The primâ facie answer which suggests itself is that it is restricted by the śruti's mentioning the definite nature of the object to be thus meditated upon; but the following Aphorism supplies the true answer.

\(^1\) Ceremonial works are of three kinds, 'constant,' 'occasional,' and 'voluntary.' The 'constant' are those continually enjoined through a Brāhman's life, as the daily and fortnightly offerings; the 'occasional' are enjoined on certain occasions, as recovery from sickness, an eclipse, etc.; the 'voluntary' are directed to some special end, as 'let him who desires heaven offer the jyotishaṭoma.' It is generally held that the first two are positive duties and cannot be omitted without sin; but their performance does not produce bondage by causing merit in the offerer. The 'voluntary' offerings necessitate a future reward, and as they thus produce bondage, they should be avoided by the devotee. S'āṇḍilya, however, holds that even 'constant' and 'occasional' works, as well as 'voluntary,' produce 'merit,' and so tend to cause bondage, unless they are surrendered in faith to Īśwara.
But the [apparent] restriction of the meditation is given because of the easiness of a visible object. (65).

The reason why the Śruti mentions a particular object for one's meditation is in order to present the mind with some visible object, as the mind might become distracted by a variety of objects. Therefore its mention is to be considered as arising only because of the greater easiness,—as there might be the risk of an option and other difficulties, if the meditation were directed only to the unseen. Therefore the rule will be different in regard to different passages of Śruti. Hence we see that without some such definite mention the fruit of meditation would have been hard to obtain in the case of the milkmaids and Śiśupāla, etc.

The root 'yaj' there means worship; not so in the other sacrifices. (66).

"In the Gītā (ix. 25) it is said 'those also who sacrifice to me (mad-yājīnāḥ) go to me; ' does the root yaj, used here, refer to the well-known jyotishṭoma and other offerings, or does it mean 'worship'?" We answer,—yaj is used here only in the sense of 'worship.' How is this known? By such injunctions as "let him worship Vishṇu," etc., necessary and voluntary worship is already expressly enjoined with reference to Vishṇu; and the Gītā only enjoins this 'worship' here as a subsidiary part of the highest faith,¹ and does not itself expressly enjoin that it should be performed with a reference to Vishṇu.² But in the case of the other offerings [i.e. the jyotishṭoma, etc.] we do not find any express declaration that they are directed to Vishṇu; in fact, in that case, we should be forced to divide the sentence of the Gītā, ["those who sacrifice to me, go to me,"] into two

¹ This refers to the Comm. on Aph. 58, where vv. 14–28 (Gītā, § ix.) are considered to refer to the ancillary forms of worship included (as 'between nippers') between vv. 13 and 29, which describe the higher form.
² I read in p. 45, l. 3, na for tena, as this is the reading of both MSS. in the Calcutta Sanskrit College Library.
distinct declarations, viz. one to establish that these sacrifices were directed to Vishṇu at all, the other that they were related to faith.—"Well then, [if an offering's connexion with Vishṇu is what gives it this relation], let us hold that there is this connexion with faith in such a special and voluntary offering as that prescribed in the text, 'he offers an oblation of milk and butter to the wide-stepping Vishṇu.'"¹ We concede this in part;—but the example you give is an imperfect one, since voluntary oblations [which are offered with a certain definite end] have properly no reference to any farther end when that immediate end is obtained; and I would rather exemplify this connexion with faith by the case of those constant daily offerings which the very fact of living makes obligatory [apart from any accidental desires, such as might prompt voluntary offerings]; since there is nothing to hinder this view,² and, inasmuch as they are constant, they are always at hand.

Hence in the Mokshadharma section of the Mahābhārata, we read, in the censure of acts of worship accompanied with injury to living beings (Mahābh. Śánti P. cclxvi.),³

"The righteous-souled Manu prescribed avoidance of injury in all ceremonial works; it is because men are filled with [unnecessary] desires that they slaughter the cattle outside the Vedi.⁴ They alone who know Vishṇu worship him rightly, with offerings of milk and flowers; thus is his worship prescribed in the smṛiti."

Now follow three sections (adhikaraṇas) arising from the topic of pūjā as just discussed.

¹ This is some passage, describing an offering made to Vishṇu under a particular manifestation, and for some particular desired object. Although in the indicative mood, it appears to be considered as an imperative injunction, compare the Mīmāṁsā discussion, Taitt. Samh. vol. i. p. 34.
² These constant offerings have no expressly declared fruit, and therefore naturally look forward to some such transcendental fruit as that declared in the line from the Gitā.
³ This is part of the speech of King Vichaknu, on seeing oxen slaughtered at a great sacrifice.
⁴ See Aitareya Brāhmaṇa, ii. 11.
But the "water of his feet" means water for washing the feet, as otherwise it would not apply to all cases. (67).

a. The following passage occurs in Smṛiti (Nṛisimha Purāṇa, § 59),

"Those sacred waters of Ganges, Prayāga, Gaya, Pushkara, and Naimisha, and those of Karujángala and Yamuná, only cleanse sinners after a lapse of time; but the water of Bhagavat’s feet cleanses immediately."

Now does this "water of Bhagavat's feet" mean water actually connected with his feet, or water poured on the feet of his adopted representative (as an idol or priest)? The "water of his feet" means only "water for washing the feet" [i.e. we name it from its object, but we do not undertake to prove that it has actually been in contact with his feet]. Why? Because otherwise it would not apply to some cases which ought to be included. Thus we may at once declare that no direct connexion is possible between the water and Bhagavat; nor can it be by means of a personal descent of the deity, because this too cannot be [immediately] present to the performer of the ceremony. And again, even if we maintained that the difficulty was met by the actual connexion between the water and the feet of the consecrated image which receives the worship, still this would not hold in the case where an unconsecrated image is brought in for worship; nor again would it apply in the case of the Śálagrám Ammonites, etc., since these have no feet at all. So in order to help the passage to apply to all these cases, let the expression be held to mean only "water for washing the feet," as otherwise we should have to invent all kinds of very distant connexions which might be supposed to exist between the image, etc. [and the deity].

What is given by the worshipper himself may also be taken by him, since there is no difference. (68).

b. The offered eatables, the flowers left at an offering, etc., which were given in worship to Bhagavat, are to be given to
the Sátwatas, as enjoined by the passage, "what is sacred to Vishṇu is for the Sátwatas,"¹ etc.; now as the word Sátwata applies equally to both, they may be also taken by the votary himself [as well as Kṛishṇa’s other votaries], i.e. they may be appropriated to his own use by eating [as the food], or by holding [as the flowers]. If he himself takes them, the final ceremony² is fulfilled. But all trickery in religious rites is to be avoided. Therefore, just as the purodāsa cake, which was presented to Agni, etc., is afterwards given away, in the concluding ceremony, in accordance with the words of the injunction, "he cuts the offering to Agni Swishṭakṛit from the upper half; the four priests, with the institutor as the fifth, eat the cake,"—so here too the same thing is done because of the words of the injunction; otherwise one could not give it even to the Sátwatas, as it is property belonging to another.

If you rejoin that "he gives it to the Sátwatas from the injunction," I reply that there is nothing in the words of the injunction to exclude one’s self. Nor may you retort, "But then you might argue in the same way that, when it is said ‘let him give to the brāhmans,’ he may give to himself as he too is a brāhman;"—because the very essence of giving is that while your own right of property in the thing is destroyed, another’s right is constituted.³ But we are not to apply this rule in the case of the concluding ceremony mentioned above, because we see that the institutor is expressly named in the injunction as a sharer; that is, the ceremony establishes his right, just as buying does. And so, if there are no other Sátwatas to benefit by the offerings, the rule is to be prevented from remaining inoperative, by himself taking them.

And the same principle is also to be understood when he

¹ Sátwata originally means a prince of the Satwata, and is applied to Kṛishṇa; it afterwards means a devoted follower of Kṛishṇa.
² Called pratipatti in the ritual treatises; i.e. the final disposal of what is left at the end of the rite, cf. Jaiminīya Nyāya M. V. iii. 4. 21.
³ I read परस्तलापादन for परस्तलापादण in p. 46, l. 3 infra (cf. last line), (cf. Jaiminīya Nyāya M. V. iv. 2. 12).
takes the water for washing the feet, etc., which he had himself presented. The line in the Gitā (iii. 12), "He is verily a thief, who eats things given by the gods, not having first given them to them," is to be explained as bearing out our view, for, as the agent is the same in the two clauses, so we must understand the object to be the same, as his supposed right of ownership is destroyed¹ [by the fact of the things having been previously given by him]; since the negation with the indeclinable participle [aprādāya—'not having first given'] necessarily requires to be construed as applying to the same object as the verb 'he eats,'—as there is no reason for supposing that 'things given by the gods' could mean in the next clause things of a similar kind² [and not those very things]. Therefore we must hold that even what is presented to the gods may be used by the offerer if there is nothing to hinder it.

We must determine as to the different offences, by having regard to their occasion and character.³ (69).

c. We find that [in the Varāha Purāṇa, § 124], in the passage beginning with the line, "Thirty-two offences in divine worship are enumerated," thirty-two offences and their several expiations are laid down. Now the question arises: is the avoidance of all offences a part of the worship, or is the avoidance of some of them a part of the worship and of some of them an end in itself? We find it said in reference to this point [Varāha P. ib.],

"Whatever man worships me with a flower improper for the rite, I will declare that man's fall [into hell]; hear it, O earth."

¹ स्त्रयोऽऽि seems irrelevant. My pandit proposes कालापि.
² i.e. he quotes this verse of the Gitā as bearing out his own view, since he explains it as meaning that the offerer is to offer first, and then to use himself those very same things which he has offered. The two interpretations differ, inasmuch as one explains it 'not having first given similar things to the gods,' the other 'not having first given them to the gods.'
³ In Aph. 69 read निमित्तगृहवेचित्तम. The अ in the printed text is a misprint, as the अ is the reading of Dr. Ballantyne's own MS. as well as that in the Sansk. Coll. Lib.
Here as improper flowers are positively forbidden, their avoidance can form no part of the worship. If, however, they are offered by a mistake in the course of the celebration of the ceremony, there is an expiation which has reference to that particular 'occasion.' But—[Varáha P. i.6.] "When any one offers me incense, without having given me perfume and garlands,"—as here there is an offence committed against the proper order of the worship, and as this very order is a part of the worship, we must consider its expiation also as a part too, since we thereby avoid the worship's becoming defective; [and we thus have regard to the 'character' of the offence.] But when it is said [Varáha P. i.6.] without any form of worship being mentioned, "But whoever approaches me, not having chewed a twig," etc., here it is clear that the avoidance of this offence is an end in itself as leading to happiness. Thus we determine the relative position of the different offences in regard to worship.—

[After this digression respecting these three incidental questions, he now returns to his main subject.]

It being thus established that worship is connected with faith, the passage (Gítá, ix. 26), "He who gives me with faith a leaf, flower, fruit, or water, I eat it from him pure-souled as offered with faith," declares that all gifts directed to Bhagavat are subordinate parts of faith. He proceeds to explain this in the next Aphorism;

The giving of a 'leaf,' etc., [in the Gítá is enjoined as a part of faith;] 1 otherwise the gift would be limited. (70).

There is a well-known passage,

"Whatever is most desired in the world, whatever else is loved at home,—that is all to be given to the discus-holding god of gods, to please him."

Now the passage in the Gítá really enjoins that the gift of

1 I supply as the rest of the sentence after patrúder dánam, भक्ष्यक्षुलया विद्धीयते.
everything to Bhagavat, already enjoined by this and other such passages, is a subordinate part of faith; otherwise, if the Gítá passage were the primary authority for giving, the gift would have to be limited to the four things especially named. If it be suggested that these four things may be definitely enjoined here [to supplement the general but vague injunction already given elsewhere],—we reply that in that case there ought to have been four separate sentences [and not one, as at present]. Therefore the passage from the Gítá properly only re-enforces the gift already enjoined, and then itself enjoins that this gift is a subordinate part of faith, just as the Vedic passage [Taitt. Saṁh. ii. 5. 11], "he wears his cord over his left shoulder," which mode of wearing it is the general one [and already enjoined by the Smṛiti], has itself an enjoining force, inasmuch as it enjoins this mode of wearing it at that particular time as a subordinate part of the general whole, i.e. the great sacrifice at the new moon.  

1 There is a favourite principle in the Púrva Mímáṃsá, that several different characteristic circumstances cannot be enjoined in one sentence in regard to a thing which is already enjoined by a previous rule, as this would involve the fault called Vákyabheda,—they must be broken up and mentioned separately. Thus when it is said (see p. 53, supra), "let him who desires cattle sacrifice with the chitra," the opponent suggests that chitra is not here the name of a sacrifice, but means 'a spotted she-goat,' and thus only gives two special characteristics of sex and colour which the animal, already enjoined by other passages but unspecified, is to possess. This is rejected on the ground that, as the sacrifice is one already enjoined, these two qualities could not be combined in one word chitra, but must have been given as separate sentences (see Nyáya Málá V. i. 4. 3. cf. Taitt. Saṁh. Comm. ii. 4. 6).

2 This also refers to several discussions of the Mímáṃsá (see Taitt. Saṁh. Comm. vol. ii. p. 665, vol. i. p. 33). The injunction in question occurs in the 11th chapter in Taitt. Saṁh. ii. 5. Now the whole of the 5th section is devoted to the New-moon sacrifice; in the 7th and 8th ch. we have the Śāmidhena hymns; in the 9th the Nivida sentences, and in the 10th some voluntary Sāmidhenta. The Mímáṃsá discussion shows that the injunction about the cord is not to be considered a part of the sāmidhenta nor of the nivida, but of the general topic of the book, the New-moon sacrifice. The discussion in vol. i. p. 34, showed that the sentence "he wears his cord" is a definite injunction (vidhá), although it is expressed in the indicative, not the imperative mood; and though in itself it is pradha, (i.e. previously enjoined as the ordinary mode of wearing the cord (by the Smārtas and Smártas-attras) it is also an injunction, as it authoritatively declares that the act of so wearing it is here a part of the New-moon sacrifice.
These various forms of faith are the chief things, since they spring from previous good works, and are causes of the highest faith. (71).

These various forms of faith are the chief things in all ceremonial actions, because they tend to produce the highest faith, and because they are themselves produced by the other religious acts. Thus it is said (Gítá, iv. 10, 11),

"Many, being purified by knowledge and asceticism, have attained to faith in me;¹ and in what measure they turn to me, in that measure I show my favour to them."

Again, it is said elsewhere,

"Do not fishes dwell in the [holy] water of Ganges? The flocks of birds dwell in the home of the gods [the sky]. Being destitute of faith, they receive no benefit from a place of pilgrimage or the most sacred temple."

So, too,² in the line (Gítá, vii. 16),

"Four classes of men, all having done good works, worship me with faith, Arjuna;"
as their respective degrees of faith thus spring from previous good works, faith in any of its degrees is superior to them [as being their fruit and end]. Hence we conclude that, as we said before, this whole discussion of ours belongs to a Mímáṃsá of Faith, not a Mímáṃsá of works.³

"But may we not say that those who have faith cannot be divided into a higher and lower class; because if they could be, how could Bhagavat speak of them as all standing on the same level, when he says (Gítá, vii. 16),

'Four classes of men, all having done good works, worship me with faith, Arjuna;

He who is distressed, he who desires knowledge, he who desires happiness, and he who knows, O hero.'”

¹ Swapnaśwaras expressly takes maddhāvam as meaning here maddhākaitim; but other commentators more rightly understand it as “have attained to identity with me.”

² For तथा in p. 48, last line, read तथा.

The author replies in the following Aphorism,

_The three are subordinate, and their association with the other is to give them honour._ (72).

Three of these forms of faith are subordinate, and the Śrutis' mentioning them in conjunction with the principal one is only to give honour to them by associating them with it, just as we see that ministers are mentioned together with the king. And thus the faith of 'the distressed' means the remembering (Kṛishṇa), repeating his names, etc., for the sake of destroying sin, deliverance from calamity, etc. The faith of 'him who desires knowledge' is the performance of sacrifices, etc., for the sake of knowledge. [This is one kind. But again] as it is said [in the Brāhad Āraṇyaka,] "Him the Brāhmans desire to comprehend by studying the Veda, by sacrifice, charity, asceticism, and fasting," so we read [in the Gītā, xviii. 46],

"Having worshipped him by his own proper works, a man attains perfection;"

and again [in the Vishnū Purāṇa, III. vii. 20],

"Him who never deviates from the duties of his caste,—who looks with equal mind on himself, or his friend, or his adversary,—who takes nothing from another, and smites none down, —him, fixed in mind, know to be Vishnū's faithful worshipper."

We see by such passages that the faith called the desire of knowledge also consists in the performance for the sake of knowledge of the duties of one's own caste and order, the prescribed repetition of the Veda, etc. The faith which is called 'the desire of happiness' is also of two kinds,—the one before described which is carried out for the sake of the highest faith, and the other that which consists in repeating the divine names, etc., and is performed for the sake of sovereignty, heaven, etc. As it is said [in the Vishnū Purāṇa, III. viii. 6],

"When Vishnū is pleased, a man obtains all terrestrial enjoyments,—a supreme place and one to be praised even by the
dwellers in heaven,\textsuperscript{1}—yea, and even final liberation\textsuperscript{2} which is best of all.”

Here final liberation is attained by means of the highest faith, and therefore this form of faith, which we call ‘a desire for happiness,’ may have as its end this highest faith, since this exactly agrees with those words of the Gîtâ (ix. 19),

“Whosoever worship me with faith, they are in me, and I in them.”

And as for what is said in the Bhágavata (VII. v. 22, 23),

“To hear and repeat the names of Vishnu, to remember them, to serve his feet, to honour him, to shew him reverence, to do service as his slave, to love him as a friend, and to surrender oneself to him,—if this ninefold faith be yielded by a man to Vishnu, [that I consider the best lesson,]”

these must be distributed according to circumstances among those divisions of ours. And there is no real fault in these artificial characteristics, even although the subject-matter of each should not be always kept distinct.

“But if repeating the divine names, and the like, were called [in Aph. 58] subordinate parts of faith, how can they now be considered as principal by being associated with the so-called faith of ‘distress,’ etc.?" To meet this, we have the next Aphorism.

\textit{Both may be included and also external, as the Āveshti and the Brihaspati-offering. (73).}

Remembering and reciting the divine names, etc., inasmuch as they are subordinate parts of the highest faith, are included in it; but inasmuch as Šrutí mentions another independent fruit arising from them, [beside the one arising from the highest faith], they may be separated from it and regarded as outside; just as in the Mímámsá discussions the expiatory

\textsuperscript{1} The Commentary to the Vishnu P. explains this as meaning the world of Brahmá, etc.

\textsuperscript{2} Nirmāṇa in the original.
ceremony called \textit{aveshti},\footnote{This ceremony is described in Taitt. \textit{Sa\=nika} I. viii. 19, and S\=a\=y\=ana in his Comm. quotes the \textit{Mim\=ams\=a} discussion. Cf. Jaimin\=iya \textit{Ny\=aya} M. V. xi. 4. 3.} although included in the R\=ajas\=uya sacrifice, may still be regarded as a principal rite [and not ancillary], from its being connected with an independent fruit of its own, and so may be severed from that sacrifice. Or just as the Br\=haspati offering, which is sometimes a principal rite, is properly ancillary to the V\=ajapeya sacrifice.\footnote{This ceremony is to be performed by one who wishes to become a family priest, as Br\=haspati was to the gods; it is described in the Taitt. Br\=hma\=na, II. vii. 1.} This distinction entirely depends on whether there is authority in the \textit{Sruti} for it or not.\footnote{The Sanskrit Coll. MS. takes this line as a new \textit{S\=utra} and not as part of the Commentary, and reads \textit{pr\=am\=ada-} for \textit{pr\=am\=a\=ya-}, thus connecting it with what follows and not with what precedes.}

So too it is said,

"If, when men are performing some rite, anything fails in the sacrifice, it will be supplied by remembering Vish\=nu; thus saith the \textit{Sruti}.”

By this passage we see that all ceremonial rites can be occasionally performed as subordinate [to faith in Vish\=nu, and dependent on it for their success, however they may in their ordinary relation occupy the principal place]. Thus there is nothing inconsistent in the supposition that these actions [reciting the divine names, etc.] may be in themselves subordinate parts of the highest faith and yet be principal in relation to the fruit of heaven which they will produce.

A particular distinction is now examined in ‘the faith of distress.’

\textit{Remembering, reciting, hearing or telling the history, etc. [are included] in the ‘faith of distress,’ because they have the nature of expiation.} (74).

Remembering and reciting the divine names, hearing or telling Bhagavat’s history, acts of homage, etc., are properly included in the faith of the ‘distressed,’ since they are described as producing the cancelling of such and such sins to
those who are suffering the pain of hell caused by those sins. Thus we read [in the Vishṇu Purāṇa, II. vi. 32, 33],

"Arduous expiations for great sins, trifling ones for minor offences, have been propounded, O Maitreya, by Śvāyambhuva and others. But whatever be the expiatory acts, whether penances, deeds of charity, or the like,—to remember Kṛishṇa is superior to them all;"

Again [ibid. VI. vii.],

"That repetition of his name with faith, Maitreya, which is the best consumer of all sins, as fire is of metals."

So too [Mahābh. xii. §345],

"To visit all hermitages, to bathe in all places of pilgrimage, confers not such blessings, O Sauti, as the history of Nārāyaṇa. Men become purified in body, when they have heard this holy history from the beginning,—whose subject is Nārāyaṇa, and which abolishes all sin," etc.

Therefore it is quite proper that these should be included under the so-called faith of 'distress.'

If you object that the more difficult expiations will not be practised, we reply that from their including a period only ending in death,\(^1\) the lesser expiations [such as repetition of the divine names, etc.] must be ranked among the great expiations. (75).

An objector may here say, "All this may be true, but it is clear, from the opposite being contrary to reason, that all these passages only refer to very small sins; otherwise all those penances which involve considerable pain would have so far lost their authoritativeness that no one would practise them." To this however we demur; since these supposed minor expiations really involve more pain, because they are described as including a period only ending at death.

Thus we read (Vishṇu Pur. II. vi. 29),

"Therefore, O sage, the man who remembers Vishṇu day and

\(^1\) I would read आमाचार्य for आमचार्य.
night, being purified and having all his sins abolished, never goes to hell.”

Such a passage means that this habit is to continue as long as life continues, and end only with that; since the beginning and the end agree [in being undefined and therefore contemporary with life]. For no time is specified for the beginning; if it had been, we might have been led to suppose, from the contradiction to this, that the end also could have a different meaning [from that which is its obvious one, and imply a fixed time too]. And thus, as both kinds of expiation are alike in the amount of pain which they involve, we need not suppose that the other kinds of penance will become, as our objector fears, unauthoritative and cease to be practised. The passage (in the Vishnu Pur. II. vi. 35),

“At morning and night, sunset and noon, remembering Vishnu,”

which divides the worship into different fixed periods [and so might seem to contradict our view], is really only a repetition (anuvada).

Nor is this expiation which we are advocating only suited for one who is repenting for some act of sin. As for the passage (in the Vishnu P. Ibid.),

“Whosoever having committed sin, feels repentance, his best expiation is one remembrance of Hari;”

since this is a reiteration (anuvada) of the necessity of repentance as a part of every expiation, the word ‘one’ must also be a reiteration of that comparative disregard of all other expiations which the whole argument of the previous passage had already established. Otherwise the two parts of the sentence would have to be divided and the objects of each would be special and not the same.¹ Therefore also the passages pre-

¹ i.e. the first part clearly declares what had been already enjoined (i.e. that repentance is necessary in every expiation), and it is therefore an anuvṛddha; and the second part must also be an anuvṛddha, unless we are to suppose that the two parts of the sentence (although connected by yat and tat) are different, the one being an anuvṛddha or simple reiteration and the other an arthavṛddha.
viously quoted [sc. Vishṇu Pur. II. vi. 33, etc.] will similarly not be arthavādas but anuvādas,¹ as they also are severally involved in the same construction of the relative and its corresponding demonstrative [which unite the two clauses indissolubly].

Hence we read elsewhere [Vishṇu Pur. III. vii. 34, 35],

"Yama's attendants, their staves and bonds, Yama himself and his tortures, are powerless against him whose soul is always dependent on Keśava. Let him at all times and in all places repeat the names of the discus-armed one; no impurity is found in him, for He is the purifier."

This and other similar passages declare that the remembrance of Vishṇu should be continual.

[This, however, is not the whole truth, as the next Aphorism will declare.]

Even a little act in the case of the faithful worshipper destroys great sins, because of the abandonment of everything else. (76.)

'Even a little act,' as once remembering or repeating Bhagavat's name, etc., 'will destroy,' i.e. obliterate, 'great sins,' since in the case of the faithful worshipper there is the full idea of 'abandonment,' i.e. of giving up all other modes of expiation. As it is said in the Gītā (xviii. 66),

"Abandoning all religious acts, fly to me as thy one refuge; I will deliver thee from all sins, sorrow not."

¹ The arthavāda is properly a persuasive enforcement of a previous injunction; it gives the purpose of the injunction, and illustrates its power by positive or negative examples. Thus there is an arthavāda for the Sarvajit sacrifice (Ṭaṇḍya Br. xvi. 7. 2), "Verily by the sarvajit the gods conquered all, it is for the attainment of all, for the conquest of all; by this a man attains all, conquers all." The anuvāda is the reiteration or re-inoculation of an injunction, it may be with further details, but without dwelling on the purpose of the injunction itself. Thus, after the injunction "he is to offer the agnihotra;" we have an anuvāda 'he offers it with curds' (this is a gandānuvāda); or, again, we have an injunction 'let him who desires prosperity offer a white goat to Vāyu,' followed by the anuvāda 'the wind (Vāyu) is the swiftest of gods' (Taitt. Saṃh. iii. 4. 3), this is a stutyartha-nūvāda. Later writers (as Laugākshi, etc.) make the anuvāda one of the three kinds of arthavāda. This later view has probably produced a var. lect. in the Sansk. Coll. MS., which reads in p. 53, l. 1, anuvaddarthavādattvom for anuvaddattvāṁ-nārthavādattvom.
Here the meaning cannot be that the sin spoken of is the previous abandonment of all 'voluntary' religious acts; for there is no sin in abandoning such religious acts [as they need not be performed unless by some one who desires the result which they are to produce], and so what sin would there be from which Bhagavat was to deliver his votary? "Well,—but suppose that it is other kinds of sin [arising from the neglect of positive duty] which are to be destroyed,—as it might well happen that the desire to escape the acquisition of merit [and the consequent necessity of future births in order to enjoy its reward] might have caused him to abandon voluntary religious acts." Still we cannot allow that the passage refers to the sin arising from the previous abandonment of 'necessary' or of 'occasional' religious acts,—because, if there is a positive and authoritative command for their abandonment, no sin will accrue from the act, what then will be the need of deliverance? And if you say that there is no such command, we demur, as the very text quoted from the Gité contains such an injunction, and consequently the act commanded will not produce sin. If you reply that "the words 'having abandoned all religious acts' are clearly meant as a description by anuváda of the sannyásin [who has already done so by his profession, and not from this injunction]; and therefore the passage refers to him"—I answer, No,¹ for the smṛiti lays down certain expiations for sannyásins, as that in the case of unchastity, etc.,² and your interpretation would give them an option [between these and faith], and your old fear would thus be actually realised [see suprâ, Aph. 75,] that the practice of severe acts of asceticism would be given up. Nor can you allege that in the case of sannyásins these sins must be abolished by continual repetition of the deity's names [which was shown above to be equal to any single act of penance, however heavy],—for we see by such lines as the following:

¹ W is often omitted after a púrvapaksha as here, cf. Muir, Sansk. Texts, iii. p. 61.
² See some of the expiations for an avakirñin in Gautama's Institutes, xxiii. 17. xxv., but the sannyásin is not mentioned there.
"Even though filled with a great sin, if he meditates on Vishnu for the twinkling of an eye,

The ascetic becomes again the purifier even of those who purify the company in which they dwell,"

that [in his case also] 'a little act' destroys great sins. And besides we have no right to introduce the idea of the sannyāsin into the aphorism, as there is no mention in the context of that order of life (āśrama). Therefore just as in ordinary life, if any one were to promise to another, saying, "leaving all others, follow me and I will put an end to thy troubles," we should naturally understand that this implied the abandoning of all other means to abolish those troubles,—so too here the words of Bhagavat imply a similar abandonment of all other means to abolish sin. And if we read the whole chapter in its connexion with this one verse, even if this latter does seem to a certain degree to enjoin the sannyāsin's mode of life, we shall see that such cannot be its real object, as the general subject and the context are of greater importance in determining the sense of a passage.¹ And in this very chapter such lines as that (śl. 2),

"By sannyása the seers understand the abandonment of all voluntary religious acts,"

distinctly speak of an abandonment of voluntary religious acts, not of the sannyāsin order; and thus he alone who has resolved to abandon all other modes of expiation and desires to escape from his distress by repeating the names of Bhagavat only, can lay claim to the promises attached even to the single mention of his name. Nor can these various objections be simultaneously alleged against our view, for they really relate to different persons, [and therefore do not lend each other any mutual support].

Nor are the more difficult expiations here left unperformed through any fear of the trouble which they would involve; for such passages as (Gītā, xviii. 8),

"Whatever religious act he leaves unperformed through

¹ Cf. note on Aph. 15.
fear of bodily trouble, saying 'it is a pain to me,' that abandonment only springs from the principle of passion, and he will not gain the fruit of true abandonment,' clearly teach that such abandonment as this is to be avoided.

And such passages as that in the Vishnu Purana [VI. viii. 21],

"The very terrible sin of men in the Kali age which gives them the pain of hell, is at once abolished by his name being once repeated," etc.,
distinctly refer to the privileges [of the faithful man].

So too such passages as that in the Gita (ix. 30, 31),

"Even if a man of very wicked life worships me with undivided worship, he is to be esteemed virtuous, for he has resolved aright. Speedily does he become holy, he attains eternal rest; be assured, O son of Kunti, my votary never perishes;"

And again that in the Nrisimha-purana (viii. 28. 29),

"The inhabitants of hell [in their agony] cried out 'O Krishna,' 'O Krishna,' 'O Narasimha,' thus was Vishnu mentioned with faith by those in hell, and all the infernal pains of those great-souled ones were destroyed,"
clearly declare the privileges of faith. Here 'recitation' merely means the bare mention of the name, and there is no binding rule that it must be in the vocative case.

There is no need of the adjuncts of other expiations, because it stands in their place, like the post of the threshing-floor. (77).

When it is said in the Vishnu-purana (II. vi. 34),

"But his best expiation is one remembrance of Hari,"

the direct mention of the name [expiation] does not imply the need of the usual adjuncts of other expiations,—'because it stands in their place,' i.e. because it is enjoined in the place of all other expiations. Just as, when it is said (in Aswalayana's Srauta-sutras, ix. 7), "the post of the threshing-floor is the sacrificial post," the rule enjoins that the post of
the threshing-floor is to be used for the sacrificial post in tying up the victim, but it does not follow that the substituted post must have eight corners, etc., which characterise the true sacrificial post,—so here there is no need of such usual adjuncts of other expiations as cutting the nails, hair, etc.

But we must not say on the other hand that the recitation of Krishna's names is the only true expiation (práyáschitta) because it abolishes sin; for we see by the couplet [of Angiras' Smṛiti],

"'Penance' is called práyas, chitta means 'certainty'; Práyaschitta it is therefore called in tradition as combined with penance and certainty,"

that the word práyaschitta primarily applies to some form of penance and is only secondarily used of other things [as, for instance, of the recitation in question].

Since the right to appropriate the subsidiary means is determined by the right to appropriate the principal end [faith] which they serve,—we have next to examine who has the right to practise the faith which we have been discussing.

All, down even to the despised castes, are capable of learning it at second-hand, like the great common truths. (78).

'All are capable' of practising faith, 'down even to the despised castes,' such as Chándálas, etc.,—because there is no distinction in the universal desire to lay aside the misery of mundane existence. If any one objects, "how can this right belong to others than the three twice-born castes, since they have no right to read the Veda?" our author answers 'at second-hand.' Following the principle laid down in the Mímáṃsá Sútras (i. 1. 2), 'Duty is a thing recognised by the instigatory character (of the passage of Śruti which mentions

2 In p. 56, last line, read práyaschittatwam with the Sanskrit Coll. MS.
3 We must read tapo-níshchaya-samyuktam in the second line. The sloka is quoted in the S'abda-kalpa-druma.
4 Sc. the inferior forms of faith (as repeating the divine names, etc.), see Aph. 58.
it),' and also that in the Vedánta Sútras (i. 1. 3), 'God's existence is known) from the Śástra being the source of our knowledge,'—we do not dispute that transcendental things can only be learned directly from Śruti. But knowledge based upon the Śruti may be still indirectly produced in women, Śudras, and others, by means of legends, puráñas,¹ etc., and in Chándálas, etc., by such mediate teaching as is in accordance with the Smṛiti and immemorial good custom, just as they learn the great common truths of not injuring living beings, etc. Otherwise it would follow that even a knowledge of these latter would not be found in them.

_Hence even those who have not attained perfection [are capable of it] in His world._ (79).

Since all men alike are capable of it, those in whom the highest faith has not attained perfection in this world, are said in the Smṛiti to practise the various means to attain it in Śvetadwípa, the world of Bhagavat. Thus we read how they there practise the means to attain the highest faith [in the Mahábhárata, Śántiparvan, cccxxxviii. 12778–12792], in the passage commencing,

"To the north of the ocean of milk lies the splendid Śvetadwípa; there live men bright as the moon, intent on Náráyaṇa, filled with the idea of absolute Unity,—these are devoted to Purushottama," and ending,

"Then those men quickly ran up together, folding their hands full of joy and uttering shouts of praise; then I heard a great shout as they spoke,²—lo! an offering is presented by them to that deity."

Therefore all have a right to this doctrine of faith; and hence it has been said in the Vedánta Sútras (I. iii. 26), "Báda-

¹ This refers to the well-known passage of Smṛiti so often quoted by Hindu medieval commentators, "the three Vedas are not to be heard by women, Śudras, and merely nominal Bráhmans,—therefore the Bhárata story was made by the sage (Vyása) through pity."

² रि चंद्रतानि Bombay ed. for विषद्रताः.
rāyaṇa [allows a right to study Vedānta doctrines] even to beings above man, since they too may need them."

He now introduces, as a digression, the question, "how is it that Bhagavat's world is not for those who have attained perfection?"

*But [the afore-mentioned one is the true interpretation], as in this way the single stage and the successive stages are accounted for.* (80).

The "but" is added to meet the doubt which has been suggested. The Nārāyaṇiya section of the Śānti Parvan of the Mahābhārata (xii. § 346), after beginning with the line "Those who are exceedingly sinless in the world, delivered from merit and demerit," goes on to describe their successive entrance, by the door of the solar orb, into the bodies of Aniruddha, Pradyumna, and Saṅkarshaṇa;¹ and then it declares, "But those who have their minds intently fixed in contemplation, who are self-restrained, and sense-subdued, filled with the idea of absolute Unity, enter the son of Vasudeva."

Such is the description of the successive stages; but it is said afterwards (ibid. § 350),

"But they, whose every acquired desert has been already consumed as fuel in the world, and who are delivered from all merit or demerit—their destination has been thus declared by thee, as they pass by these intermediate stages; and in this fourth stage they arrive at the highest sphere. But verily this doctrine of absolute Unity is the best of all and dear to Nārā-

¹ "Those who are exceedingly sinless in the world, delivered from merit and demerit,—to them as they go on their happy journey, O best of the twice-born, the sun who dispels darkness in all the world is declared the door; their bodies being consumed by the sun, being invisible by any one anywhere, having become atomic, they verily enter that deity; released from him, they then enter into the body of Aniruddha, and having become pure mind they enter into Pradyumna, and released from Pradyumna they enter the living Saṅkarshaṇa, they the best of the twice-born, Sānkhyas and Bhāgavatas. Then being freed from the three guṇas, they quickly enter into the Supreme Spirit, the unconditioned Soul. Know thou that the son of Vasudeva is verily the Soul, the abode of all." Then follows the couplet quoted in the text, "but those who have their minds, etc."
yāna, whereby they attain to the immortal Hari, without passing by the three preliminary stages."

Here we have the doctrine of one stage only declared as the end of those who possess perfect faith. Otherwise, [but for this distinction between perfect and imperfect faith,] there would be a manifest contradiction between the two accounts. Therefore we conclude that the attainment of Bhagavat's world (Śvetadvipa) belongs to those whose faith is imperfect.

*And from the remainder of the passage in the Smṛiti*¹ relating to the soul's departure. (81).

There is a passage in the Gitā, relating to the soul's departure at death, beginning, "endowed with faith and strength of devotion" (viii. 10), which says (viii. 13), "he who goes forth and abandons the body, pronouncing the syllable Om which is Brahman, and remembering me, he goes the highest way." The remainder of the passage follows (in śl. 24) and declares the successive stages of the way by which the soul is to go,

"The fire, the light, the day, the waxing moon, the six months of the sun's northern journey,—those who go forth by these, reach Brahman, as men who know Brahman."

So also in the remainder of the immediate context (as given in śl. 16),

"All worlds, Arjuna, up to the heaven of Brahman, admit of a return; but when a man reaches me, O son of Kunti, there is for him no other birth."

Here by the mention at first of the different worlds, and then by the force of the preposition upa in mām upetya, "when a man reaches me," it is clearly implied that the attainment of the worlds near to Bhagavat is only for those whose faith is imperfect; but for him whose faith is perfect even such a reward as going to His world is not suited, because his reward is of course imperishable, and we hear in Śruti that in his world they do not practise the means [for increasing faith, as

¹ The Sansk. Coll. M.S. omits the word smṛiti in the Aphorism.
it is already perfect.] And again, if it were established that imperfect faith could from that world certainly secure a gradual liberation, the injunction to remember Bhagavat’s name at the moment of death would be needless. Nor can we say that by dwelling in Bhagavat’s world the highest faith is superadded to the other; for we are taught clearly by that line of the Gītā (viii. 22),

“This supreme Soul, O son of Prithá, is to be attained by undeviating faith,”

that this faith is the means of liberation, independently of any other. Therefore all that we can concede is that even in the world of Bhagavat [as elsewhere] a soul has the power of attaining this highest faith. But birth in the favoured land of Bhāratavarsha is only useful as being the indispensable condition for performing meritorious ceremonial works, as it is said in the Viṣṇu Purāṇa (II. iii. 5),

“No where else are ceremonial acts enjoined to mortals.”

But we have shown before that faith is not a ceremonial work [and is therefore independent of country]. If you rejoin that [by being born elsewhere] a man would still fail to obtain its indispensable conditions,—we answer that if the main end is allowed to be attainable, the necessary conditions and adjuncts are thereby included, just like the adjunct [fire] of the sacrifice of a Nisháda king. And again, Śúdras, etc., are prohibited from ceremonies which arise out of Vedic hymns, but not from the appointed means of producing faith, such as re-

---

1 While these means are practised in S’vetadvipa, etc., cf. Comm. on Aphorism 79.
2 This refers to a Vedic passage quoted in Kātyayána’s S’rauta-sútras, i. 1. 12, “He whose subjects Rudra destroys, should offer a charu-oblation of Conx barto; let the priest cause the Nisháda king to offer this sacrifice.” The question is discussed in S’bara’s Mímaśmá-bháshya (vi. 8. 20, 21), whether this offering should be made in a consecrated fire duly laid or in common fire. He decides that it should be in a common fire,—as fire is the adjunct of a ceremonial work, but the ceremony of duly laying it (adhdna) is only an adjunct of fire, and though fire by an express Vedic injunction is a necessary adjunct of a ceremonial work, it is not so with the adhdna ceremony, unless, as in the Darśapúrṇamása, it is expressly mentioned by the śruti; which is not the case in the present sacrifice.
membering and repeating Bhagavat's name, etc. Since then it is clearly established that all classes have a right to practise faith, all idea that knowledge is an indispensable preliminary is improper.

"Well then, let it be granted that even those who have committed great sins are competent to attain the highest faith, —they will be similarly competent for the ancillary parts of knowledge, which is itself an ancillary part of faith,—these ancillary parts being the repetition of the text of the Veda, etc." He replies,

*But the great sinners [are competent only] for the faith of distress. (82).*

But those who have been devoted to sins which will lead to the soul's falling into a lower state [as hell or an animal birth], are competent for the faith of distress only, just as they require expiations [cf. Aph. 74], and not for the other forms of faith; since the abolition of those sins is more requisite for them than anything else, in accordance with such passages as this, 'enjoying he would increase his sin,' etc. When the sin is abolished, of course their competence for the highest faith is more firmly established than ever.

As the question naturally suggests itself from the consideration of the perfect soul, devoted to the Supreme, he next proceeds to dispel the demon-like doubt whether all religious duties are different from the highest faith or not.

*This [highest faith] is the true identity with the Supreme, since this is recognised as the meaning of the Gitá. (83).*

This highest faith is the true identity with the Supreme, and nothing else [*i.e. the summum bonum of the soul;*] since we hear in the Śruti¹ that this is distinctly recognised as the meaning of the Gitá. Thus we read in the Nárāyaṇiśya section

¹ If śravana is used correctly here, it would seem to imply that the term Śruti can be applied to the Mahábhárata itself, and not merely to the Gitá included in it.
of the Śānti book of the Mahābhārata [§ 350], that Janamejaya asks,

"Those brāhmans who, duly intent and practising all the injunctions, read the Vedas with the Upanishads, and those who follow the duties of the ascetics,—I know of a way better than theirs, the way of the absorbed monotheists;¹ by what god or rishi has this religion been taught?"

Vaiśampāyana answers,

"When the troops of the Kuru and Pāṇḍava hosts met in battle array, when Arjuna was full of despondency, this was sung by Bhagavat himself." Therefore the highest faith [as described in the Gītā] is identification with the Supreme.

"Still even the inferior forms may directly produce liberation, what harm will it do, if you concede this?" He replies,

*Only by producing the highest faith do all [lead to liberation]; thus verily He saith.* (84).

Only by producing the highest faith, do all [religious duties] become means to liberation. Thus verily saith Bhagavat, adding at the same time the reason (Gītā, xviii. 68),

"Whosoever shall declare this most excellent mystery to my faithful votaries, he, having produced the highest faith in me, shall without doubt come to me."

Now since it had been already established that the fruit of the teaching of this doctrine was the becoming identified with Brahman, why is it here added "having produced the highest faith in me"? Because the śruti declares that *this* is the means to liberation. Therefore in the legend of the king Uparichara Vasu, when it is said (Mahābhārata, xii. § 337), "His kingdom, his wealth, his wife and his chariot,—he always consecrated them, saying, 'it all belongs to Bhagavat';" this is given as a distinguishing sign of his faith, i.e. his intense affection for the Supreme Lord,—since it could not have been done simply for itself [but must have been a means to some

¹ Ekaṁtin.
higher end]. Therefore, when the Śruti speaks of all religious duties as causes of liberation, we infer that it really means that they are helpful to produce liberation, inasmuch as they produce the highest form of faith. It is not possible that a religious duty could produce both [i.e. this faith and liberation too], because, being an action, it could not produce [such a transcendental end as] liberation; and therefore the injunction to perform it must have reference to a visible effect [i.e. to one which arises in this present life, as the production of faith in the soul].

Thus ends the second daily portion of the second chapter of the Commentary on the hundred Aphorisms of Śāṇḍilya, composed by the most learned teacher Śawpanēśwara.
THIRD CHAPTER.

Since the pre-eminence of faith arises from the pre-eminence of its object, and also because of the promised identity of the faithful worshipper with Him, He, the object of faith's adoration, is now described.

_The object of worship_¹ is this Being without a second, since all is identical with Him. (85).

The certainty [i.e. the real existence] of the object depends on knowledge,—such is the conclusion of the Śāstrás; existence is knowledge.² But existence is not a genus, because genus does not exist in genus, etc.,³ nor even if it were would the desired connexion be established, from the cumbrousness of the process. Therefore the one existence, the supreme Brahman, who by himself pervades all things, is himself knowledge. In all visible things there is really identity with Him; even [the

¹ The two Sansk. Coll. MSS. read bhajaniyam for bhajantyena.
² The commentary on the third chapter is mostly in verse; hence it is very elliptical and obscure. I have been obliged to supplement the text by copious notes, for which I gratefully acknowledge the assistance which I have received from Pāṇḍit Mahēśa Chandra Nyāyaratna.
³ The Vedānta doctrine is that nothing exists but Brahman, and He is pure intelligence; nothing else exists except so far as it is known as identical with Him. The Nyāya, however, maintains that Existence is a summum genus, 'as no genus except Existence, belongs to each and to all of the three categories of Substance, Quality, and Action' [Ballantyne, Siddh. Muktāv. p. 20]; it denies that there can be a genus of the three Categories, Genus, Difference, or Intimate Relation [cf. Ibid. p. 19], and holds that these Categories (with Non-existence) are not genera or classes (jāti), but general characteristics (upādhi). Our author maintains that existence is not a genus, and tries to establish it by a quibble,—'because of the non-existence of genus in genus' [sc. if genus had a genus, then that genus would have its genus, and so on ad infinitum]. The opponent answers "I quite grant that genus cannot exist in genus by intimate relation; but suppose that it exists in it by the relation of identity." Our author replies,—even so it would not help your view; you do not want this relation of identity which leads to no result, you really want the connexion to be that of intimate relation, which properly connects the genus or species with the classes or individuals in which it resides, and it is this to which we stoutly demur.
apparent] diversity is found only in what depends on the real. 1
If you reply that, if this were true, we should conceive of a jar
as 'knowledge,' just as we conceive that 'a jar is,'—I reply
that we do not thus conceive of a jar, viz. that it is, since it
does not present itself to our senses in any other than a transi-
tory connexion. 2 [Again, the Naiyáyik objector supposes that]
the causes of creation 3 are (i) God's knowledge, embracing
as its proper object the material cause which he has to act
upon; (ii) his desire to create; and (iii) his consequent effort
of will; but if these three causes have to be assumed, together
with the object on which they are to work, our supposition of
one only cause is far more simple. This one Brahman whom
we postulate as our cause, together with His object to work on,
[viz. the material cause, Ignorance], is not a substratum of
qualities, 4 because this is a cumbersome hypothesis; the suppo-
sition, that he is a knower, etc., only arises, as in the parallel
case of time, 5 through the disguising influence of a limitation
imposed ab extra [i.e. it is our understanding, acting as a dis-
guisier, which divides the one ever-flowing stream of time into

1 This is the only sense which I can give for the line as read in the printed text:
तद्वेदौ द्रष्टामां द्रष्टेद्वितु सत्येऽ। The SANSK. Coll. MSS. read द्रष्टे
बुधुधाईैः which may perhaps mean, "identity with Him is seen in all visible
things, as soon as they are viewed as depending entirely on the one only existing thing."

2 We see it only as γνωριμίαν, not by. The Paññid explained it ghaṭasya dhāna'pi
na tatra satidrūpa-satyātomena ghaṭasya dhānāya, tad-rūpaḥ ghaṭasya anupasthiteḥ,
paramā upidvamānateca-rūpa-sattaye. The jar really only exists in Brahman and is
therefore knowledge; but this relates to its transcendentental state, not to its phenomenal
state.

3 The two Sansk. Coll. MSS. and the Oxford MS. read vishaya-jñāna for vishaye
jñāna in p. 62, l. 2; and I have conjectured hetuūd for hetunā (though all the MSS.
read the latter), as it offers a clearer sense. If we read hetunā, it must be taken in
connexion with the hetunā of line 3, and we have the same meaning, but more
obscurely expressed.

4 He is not the possessor of knowledge, a desire to create, and will, as the Nyāya
would maintain; he is himself pure knowledge. Cf. Zanche, de nat. Dei, "Hæc est
causa cur verius appellatur Deus vita quam vivens, sapientia quam sapiens, lux quam
lucidus, atque is de reliquis. Quamobrem? Quia seipso vivit, non per vitam; se
ipso perque suam essentiam sapiens est, non per sapientiam aliquam quae essentiae
divinæ sit addita;" Cyprian, ep. 52, "Unus ille et verus Pater, bonus, misericors, et
pius; immo ipsa bonitas, misericordia, et pietas."

5 In p. 62, l. 5, I read (with Sansk. Coll. M.S.) kālasyevopddhi- for kālayedvopddhi-.
definite portions, as minutes, days, months, years, etc.; and similarly our imperfection conditions God as knowing, wishing, and willing].

His Mâyá-power (is known) from the totality of the non-intelligent creation. (86).

‘His,’ i.e. Brahman’s, almighty power is Mâyá (or Illusion),—as is declared in the Gîtâ (vii. 14),

“Verily this my Mâyá-power, consisting of the three qualities, is hard to be overpassed; they only who come to me (with faith) cross over this Mâyá;”

And again, (ix. 10),

“Through me as its superintendent nature brings forth the universe; for this reason, O son of Kuntí, the world revolves in its round of change.”

But this Divine power is called Mâyá,¹ from the marvellousness of its effects, not from their unreality, since Śruti declares the existence of Brâhman expressly to prove the existence of his effect, the world;² and to assume the falseness of the latter would be improper, as it would involve the non-reality of its cause. If you reply that “the characteristic mark of falseness is its being abolished by the knowledge of reality,” we still demur, for if, as you Vedântists hold, the world’s very falseness is itself false, its truth [or reality] is only more firmly established;³ and if, on the other hand, you hold that its [inferred] falseness is true, the truth of what is presented by our senses seems to be established [since perception is a superior test to inference]. And again, since things which are utterly unreal cannot be illumined, the very fact that the inanimate world has to be illumined by

¹ Our author takes mdyā in its old sense of ‘ausserordentliches Vermögen, Wunderkraft,’ as it is used in the Rigveda, see the St. Petersb. Dict. sub v.
² As in the Chhândogya Upanishad, “Verily in the beginning this was existent, one only, without a second” (vi. 1), and “He whose will is truth” (iii. 14).
³ One of the cardinal tenets of the Vedânta is that the ignorance which causes the world, is itself false as being imagined by ignorance; but if so, the falsity of a falsity is truth, as minus into minus gives plus.
soul,¹ proves that it is true; for the supposed manifestation of a non-existing snake in a rope is really only a case of mistake,² [not a creation of ignorance]; for it is an acknowledged rule in all other things except undeveloped Nature, [i.e. in all creation,³] that their reality or unreality depends on their being capable or not of being contradicted [or falsified] by a more authoritative judgment.⁴ This Māyā is the totality of the non-intelligent creation, and as it is capable of being known, it must be real, otherwise a universal rule would be at once contradicted;⁵ therefore Brahman, the pure Intelligence, and the unintelligent Creation are both real.⁶

And from the identity of the special categories with [their material causes] the general. (87).

Thus, too, we see that the special categories⁷ arise from the general, and the general are held to be the material causes of the special because they are identical with them [as the cause

¹ Cf. Vedánta-sára, p. 16, "all the inanimate world (i.e. the non-Soul) from the 'son' up to the 'void,' has to be illumined by Intelligence (i.e. Soul)."

² Anyathdkhydti 'mistake' is the Naiyáyik explanation,—the mistaken spectator erroneously transfers the idea of the snake which he had actually seen elsewhere, to the rope now before him; the Vedántin, on the other hand, holds that a snake is then and there actually produced,—only as it belongs to the class of 'apparent' things (pratibhášika) and not 'practical' (eydvahdríka), we get rid of it by applying to it that contradiction which the world of practical life supplies. The two views are beautifully contrasted in the Vedánta-paribbásha, p. 10, ll. 13-16.

³ Prakrti being imperceptible and therefore not capable of being thus falsified (bdha).

⁴ Jars, houses, etc., really exist, because no superior evidence 'falsifies' them and precludes their reality; but the objects seen in dreams, the snake seen in a rope, etc., are falsified and precluded by waking sight or by closer inspection. I follow the readings here of the two Sansak. Coll. MSS.

चन्द्र सहस्रात्मक साहाबाध्ववसिते।
सा माया बहुसामान्य भैरं तु निक्षेपेऽतत्॥

चन्द्रात स्ववस्था स्वातं तस्यात्मिक्यामिनिन्तता॥

⁵ i.e. that if a thing is capable of being known, it must exist; we cannot know the non-existent.

⁶ I take nitya as here meaning sat.

⁷ See my note, suprd, on Aph. 48.
is always identical with its effect.\footnote{1} So too, in the same way, Brahman is identical with the world, as its material cause, —it exists by his existence.] It will not do to hold [with the follower of the Nyāya] that the connexion between the cause and its effect may be that called 'Intimate relation,' and not that called 'Identity,'—because it is a much more cumbrous assumption than ours and involves the connexion of 'difference';\footnote{2} and by our own we easily get at the true meaning of the various Śruti passages,—seizing them one by one, as oxen by their horns.\footnote{3} Hence the Supreme Lord's causality consists in his being in all his effects [as identical with them]; his efficiency arises from his knowledge extending to all objects which are to be known.\footnote{4} [Nor may our opponent assert with the Śāṅkhyas, that then mind (buddhi) might be the world's material cause,—for] even if mind were to be directly illumined by the Witness [Soul], still, since mind is properly itself unknowable, we should contradict, by our assumption that it could be known, the very definition of mind and extend it to cases where it cannot apply.\footnote{5}

\footnote{1} This is a favourite doctrine of Sanskrit philosophy, especially of the Śāṅkhya, from whence it was probably borrowed by the Vedānta. The bracelets, earrings, etc., made out of gold, are only gold after all.

\footnote{2} For two things to be related by Intimate relation, they must be originally different, i.e. two things; our assumption of their real identity is more simple and therefore better suits the Law of Parimony.

\footnote{3} i.e. such passages as 'Uktha is Brahman,' 'Prāṇa (breath) is Brahman,' etc. S'ringaṇgṛdhikā-nyāya is a proverb sometimes explained as 'catching an unruly bull first by securing one horn and then the second,' and sometimes, 'driving many oxen into a stall, by seizing them one by one by their horns.' Samayāḥ in I. 5 seems to mean the same as samanvayāḥ.

\footnote{4} By the first he is their material cause, as the gold of the earrings; by the latter their efficient cause, as the goldsmith, since what a man knows, that he can do.

\footnote{5} The Paṇḍit's note, which I translate, clears up most of the difficulty of this hard passage. "'But if buddhi is thus connected with all its objects, then why should not buddhi be the world's material cause, and not īśwara?' He replies, 'if mind (buddhi), etc.' The meaning of the passage is as follows: The knowledge of visible objects, as jars, etc., is twofold, (a) the connection of the senses with the object [see note infrad, p. 100], and (b) the result obtained. By the former the concealing veil of ignorance is destroyed; by the second, which is the manifestation of intelligence or soul, as reflected on the mind which is evolved in connection with the object, we obtain the knowledge of the jar. (Or as it has been said, in more exact conformity to the Vedānta doctrine, the evolution (vrītī) of the mind as associated with the object and the manifestation of
The Aphorisms

When Ṛṣwaṇa awakes from sleep,¹ after a mundane destruction, his intellect (buddhi) is the first thing that arises; and having contemplated thereby the various relations of causes, effects, etc., he, the Lord, proceeds to create the world. Although in itself without an object, yet as the disguising associate of His Inteligence, it abides as the oil in the lamp, etc., and illumines, revealing a specific character. Next from the volition ‘I will make’ arises the principle of Egoism, as is established by various passages of Śruti and Smṛiti, as, for instance, “He looked,—he thought, ‘may I be multiplied.’”²

Since Egoism extends through all the developments of intellect, as wish, etc., it too is a first principle; but in it intellect also itself resides by reason of its being still more general. ‘I am the ruler [and I will such developments for my own enjoyment,—this is the utterance of Egoism;] and since all things are thus created by volition and are determined by Egoism, Egoism is the cause of the subtil elements, the gross elements, and the organs of sense and action; but among these also we must likewise allow that the respective genera, called the several ‘forms’³ of sound, touch, form, taste, and smell, are likewise themselves the causes of their respective grosser developments [ether, air, etc.]. If you object,⁴ that “if this were the case, we should be able to detect these first intelligence,—these two pervade the jar; by the first ignorance is destroyed, from the manifestation the jar itself bursts forth into view.’) We must here take the latter sense, as we must consider buddhi to be directly illumined by the manifestation of intelligence (which is called ‘the witness’ in the text); but even so this would contradict the true notion of buddhi, as it is not a proper object for itself to cognise [just as the eye cannot see itself],—and therefore it is not the true material cause of the world.” I read in p. 63, line 9, ब्रह्मतस्मानवच्छाया बोद्धवल्ल यतो धिः। बोद्धवायां ब्रह्मवल्ले वच्छायोऽस्मि समभवेत्॥

¹ Having spoken of creation, the writer proceeds to describe the order in which it proceeds.
² Chhândogya Upanishad, vi. 2.
³ Scil. iabdattva, etc.
⁴ This is said to a Naiyāyika objector.
principles everywhere"—I answer that I quite allow it, since in fact we do perceive these underlying first principles, when we once recognise their developments, in exactly the same way as you recognise your genera in the different individuals.\(^1\) Such is the progressive expansion of the 'general' first principles as developed in the 'special' ones; and the fact is undoubted that all the first principles, beginning with Brahman, combine to be the material cause of every material product, as e.g. yonder pot.

Nor would it be right to object that our first principles are superfluous as causes, because it is sufficient to assume pre-existing desert\(^2\) as the one necessary cause of everything in the world;—for nothing can ever be made without its being identical with its material cause, and your pre-existing desert [being only the instrumental cause] cannot produce this identity.\(^3\)

Moreover, these first principles, which are the causes of the world, are also indirectly means to Liberation;\(^4\) therefore, since individual souls are multitudinous and not identical,\(^5\) intellect, egoism, etc., have been created separately in the case of each individual.\(^6\) Intellect never wholly ceases from the first creation in an æon to the final destruction; but individual intellects are temporarily abolished during sound sleep, and this abolition is unending in Liberation.

But the creation of all things in succession from Intellect,

---

\(^1\) The follower of the Nyāya recognises one genus aśvataca (the eidos of horse) in all individual horses,—so we recognise the features of intellect, egoism, etc., in all the different products which make up the world around and in us.

\(^2\) Karman.

\(^3\) The Pandit explains sl. 135 (taddātmyaḥ anthathā śiddheḥ) as taddātmyaṁ vind vastuno 'sambhavat i.e. the anyathāsiddhi of l. a is the well-known technical term, in l. b it is to be resolved into two words). The 'pre-existent desert' is an instrumental, not a material, cause; and its presence has nothing to do with the necessary relations between the material cause and its effect.

\(^4\) Intellect, egoism, etc. (since life is impossible without them), contribute to produce that knowledge of and faith in God which produce Liberation.

\(^5\) i.e. so far as their phenomenal (svadvahdrika) nature is concerned.

\(^6\) I understand prāṇindm before atśdātmydt.
as held by the atheistic Sāṅkhya, is untenable, from the absence of any proof to uphold it,—this is declared in the next Aphorism.

[Creation] is not from the individual intellects because it is impossible. (88).

From whose intellect is the successive creation of gods, rishis, etc., declared in the Veda to have been produced? This creation is not possible; therefore there must be a Supreme intelligent Lord.

Having created high and low he also creates the Vedas like a father. (89).

Having created all beings high and low, according to their respective merits and demerits, He creates the Vedas through His desire for their welfare. As a father, having begotten children, teaches them also by his words the unknown means of attaining good and avoiding evil, so does He too, this supreme Lord.

If you say 'Not so, from the mixed teaching,' we reply No, from the extreme smallness [of the part which you object to]. (90).

If you object, "But this Lord is not benevolent like a father, since his teachings relate to sacrifices which are mixed up with injurious acts productive of sin;"—we answer, No, for, inasmuch as the [evil] fruit of these injurious accessory parts is so small in comparison with the bliss produced by the principal parts, the enjoiner of the former is not to be accounted therefrom other than benevolent.—"But should we not rather say, that, since the injurious act (which is only an ancillary portion) has no fruit of its own apart from the general result of the whole sacrifice, the general prohibition

1 As I cannot translate the reading sambhavdd bhūtasargo 'yam, I adopt the reading of the Sanskrit Coll. MS. na sambhavati sargo 'yam.

2 This alludes to the slaying of animals enjoined in so many of the ceremonial sacrifices.
of Śāndilya.

[‘thou shalt not harm living things’] has no force in reference to such enjoined ancillary acts; otherwise there would be simultaneously one command to perform and another to abstain from performing, and consequently there would be an option left to the sacrificer; therefore the general prohibition only holds in those cases where there is no special injunction to suspend it, just as we see in the general injunction regarding the offering in the Āhavaniya fire.”¹ To this we reply,—we grant that injury to living beings produces an evil desert so far as it goes, and that all such injury is a cause of sin; here there is no dispute between us.

“But if this be so,” our opponent replies, “then,—as the meaning of an ‘injunction’ really is that it will produce a desired end unaccompanied by any predominant undesirable result,—this general injunction, as it is accompanied by a ‘not,’ [‘thou shalt not harm living things’] warns us that this characteristic is absent from such actions, and thus all this injury to living beings [in sacrifices] produces sin and misery²

¹ This pūrva-paksha expresses the doctrine of the Nyāya and Mīmāṃsā schools, and shows how they meet the objection against the Veda drawn from the killing of animals enjoined in the sacrifices. They hold that an ancillary part of a rite has no fruit of its own apart from the general fruit of the whole,—it only exists for that whole; consequently it does not come within the scope of the general prohibition, as this only refers to independent acts.—The allusion to the Āhavaniya fire is to be explained as follows. It is said in the Taittiriya Brāhmaṇa (i. 1. 10. 6), “whatever he offers in the Āhavaniya fire, therewith is the fire worshipped and pleased by him,” the Āhavaniya fire is therefore that in which the offerings of butter, etc., called dhūtis, are generally offered. Now in the offering connected with the ceremony called upanayana (when a father takes his son to the teacher), it is said that three dhūtis are to be offered; but these are not to be offered in the consecrated Āhavaniya fire but in unconsecrated, as the boy, having as yet no learning, has as yet no right to the Āhavaniya, see Jaiminiya-nyāya-mālā-vistara, vi. 8. 2. Here therefore the general rule is suspended by the special rule which is only an ancillary part of the upanayana.

² This is the view of the modern Nyāya, see Siddhānta Muktāvali, p. 135. (Cf. Kusumānjaḷa, transl. p. 80.)

³ There is an important misprint in p. 65, l. 14; असाधितम् should be असाधितम्, which is the reading of the Sansk. Coll. and the Oxford MSS. The Sansk. Coll. MŚS. read the whole line,

तथा सर्वाधिसात्या संपा असाधितम्य

which I have adopted in the above translation.
[and consequently all such actions are to be scrupulously avoided]."

We grant all this to a certain extent; but the pain, which arises as an ancillary part of a sacrifice, is not ‘predominant,’ since it is inseparably connected\(^1\) [as a preliminary] with that happiness of heaven, etc., which is the fruit of the sacrifice as a whole. Otherwise if we did not analyse this notion of ‘predominance’ [but allowed all kinds of pain to be \textit{ipso facto} ‘predominant’], we should have to extend the deterring influence of pain too far, [and exclude all action of every kind, through a dread of some minor pain inseparably connected with it;] therefore this idea of ‘predominance,’ as applied to pain, is a special characteristic\(^2\) [whose presence or absence can only be inferred in each case from the result]. Thus, for instance, in the case of death as an expiation for some heinous guilt or in that of suicide at the meeting of the rivers at Prayâga, the pain of self-destruction is light compared with the benefit resulting from the act, [but not so in the case of a slight toothache or fever]. Hence Panchasikha has said that this pain is ‘to be borne with patience,’ from its being so small; but it is not so to be borne where it assumes a real importance from being predominant.\(^3\)

[We also find expiatory rites provided to meet this necessary killing of animals, for] there are general rules declared by the Veda, enjoining the performance of the Paryagni rite;\(^4\) while

\(^1\) Just as the hungry man will still gladly eat, in spite of the trouble of obtaining, cooking, and lifting up his food to his mouth, which are inseparable adjuncts.

\(^2\) \textit{Jātivikshepa} seems here to mean much the same as our ‘differentia,’ \textit{i.e.} it forms a class.

\(^3\) This refers to a sūtra of Panchasikha (an ancient teacher of the Sāṅkhya said to have been a disciple of Kapila’s pupil, Āsuri), quoted in Vyāsa’s Comment. to the Yoga Sūtras, ii. 13, and in Vāchaspati’s Tattwa-Kaumudi (Kār. 2), “the mixture with a very small pain is easy to be obviated [by expiations], and to be borne with patience, and it is not enough to destroy one’s merits. Why so? Because I have much other merit stored up, in which this little annoyance being thrown will make little diminution in heaven.”

\(^4\) “The priest takes a firebrand from the Ḥavaniya fire and carries it on the right side thrice round the animal which is to be sacrificed.”—Haug, \textit{Ait. Brāhm.} transl. ii. 5. This rite is to avert evil; see Taitt. Brāhm. ii. 1. 3.
Manu provides for the five slaughter-places in the householder’s house. Since then we have here no principle of universal applicability [but one strictly limited to the duly initiated Vedic householder and priest,] and since it will apply still less to one who is devoid of the due qualifications, to whom shall the player who presumes to slaughter animals fly for refuge?

But since from their connexion with Śruti, these āruti-ordained rites produce desert [and consequent fruit,] then the question arises, does that desert [and fruit] belong to the performer or the enjoyer, or does it reside in the Supreme Lord?

Bādarāyana says that the fruit comes from Him, because we see it is so in ordinary life. (91).

We see in common life that the ordinary rewards and punishments of men’s actions come from the king’s being pleased or displeased; and the Saint Bādarāyana declares that they similarly come from Him, Brahman.

The fruit does not reside in the doer, because we see that, when the father performs the ordained rite on the birth of a son, it is the son [not the father] who receives the fruit [in the shape of ceremonial purity, health, etc.]. If you maintain that the enjoyment of the fruit resides in the enjoyer, we must still discuss where it really resides,—for yours will be only a tautological definition, since each term will depend on the other for its being intelligible. Therefore from the analogy of ordinary life, we conclude that it is from the Supreme Lord’s being pleased or displeased, that a good or an evil result arrives to the

1 Manu, iii. 68, 69. These five ‘slaughter-places,’ i.e. the fireplace, the grindstone, the broom, the mortar, and the waterjar, are only expiated by the five daily sacrifices.

2 In the Vishnū Pur. ii. 6. 21, it is said that “players, fishermen, poisoners, informers, etc., will go to hell,”—the player is therefore by his profession at once debarred from offering sacrifice. I follow the Sansk. Coll. MSS. and read नारः के for नारः.

3 Vedānta Sūtras, iii. 2. 38.

4 i.e. if you are asked where the enjoyment resides, you answer ‘in the enjoyer;’ if you are asked who the enjoyer is, you answer ‘he who possesses the enjoyment.’ (I read in l. 15 saevapaksahand.)
person who is its proper subject. Nor need we assume any intermediate link to account for the fact of the results thus gravitating to the proper subject [i.e. we need not bring in a new influence of apūrva or desert to explain it]; else we should have to bring in the same idea of apūrva in ordinary life, in the case of the service or offence done to the king [and the consequent reward or punishment]. Hence it is that we find it expressly stated in the Śruti that human actions give pleasure to Īśwara.

“But they who follow out this ambrosial doctrine as I have declared it, full of faith and devoted to me, they my votaries are exceedingly dear to me.”

And although we thus ascribe to Him displeasure and pleasure, the Supreme Lord is not thereby brought within the sphere of phenomenal life, for He himself is all that exists, He is exempt from all pain, and He is likewise eternally free.

Dissolution arises from a regression, for so it is seen to be. (92).

Dissolution [as in the great periodical mundane destructions] is held to arise from a regression of ‘the special’ elements into ‘the general,’ since we see, by actual observation, that the special forms, as e.g., jars, etc., are resolved into the general substance earth.

Here ends the first daily portion of the third chapter of the Commentary on the hundred Aphorisms of Śāṇḍilya composed by the most learned teacher Swapneśwara.

The second daily Portion.

The individual soul’s becoming one with Brahman is called Liberation; by accurately discussing this the nature of the one great object of Faith will also be made more clear. While investigating the question ‘how can one thing become another?’ the author of the Aphorisms declares the capability of the individual souls to become Bhagavat.

1 Bhagavad-gītā, xii. 20.
2 Cf. the beginning of the Comm. on Aph. 87, and my note on Aph. 48.
Its unity appears as diversity or unity, according to the influence or the destruction of the disguiser, as is the case with the sun. (93).

It is said in the Chhándogya Upanishad (iii. 14), "All this is verily Brahman," and in the Kaṭha (iv. 11), "There is here no variety whatever;" and so also in such passages of the Gítá as these (xiii. 32 and 2),

"As the one sun illumines all this world, so, O son of Bharata, the soul illumines all the body;"

"And know me also, O son of Bharata, to be the embodied soul in all bodies,"

the soul's nature is expressly declared to be unity; therefore the idea of diversity which presents itself apparently to consciousness, really belongs to the internal organ as the disguiser and is produced by it in the soul.¹ And so too says the Śruti,

"It is seen in one way and likewise in many ways, as the moon in water;" and so again (in the Vishnu Puráṇa, II. xvi. 22),

"As the one sky is apparently seen diversified as white, blue, etc., so Soul, which is in truth but one, is seen by those of confused vision as distinct in different persons."

When by the highest form of faith, the internal organ, which is the soul's disguiser, is destroyed, this essential oneness comes out without any contradiction, just as is the case with the sun, whose nature is light, as soon as its reflecting disguisers, as mirrors, etc., are destroyed.²

If you say 'Souls are distinct,'—not so,—because as self-manifesting light they would have no connexion with the Supreme Soul.³ (94).

Some hold that "souls are several, entirely distinct from each other, each consisting of self-manifesting light; for otherwise

¹ In p. 65, last l. and p. 66, line 1, the Sansk. Coll. MS. has a much more intelligible reading than that given in the printed text UMBHV — CHAPU, which I have adopted. It is as follows,

चत एव दो नानालप्रक्ष: स जीवोपाधिकुशिरामानि छत: ।

² The individual soul is the reflection of Soul on the mirroring internal organ (tajasa).

³ The Sansk. Coll. MS. reads prakshátmanám for prakshánam.
you could not say that such a soul was liberated and such a soul bound;’’ but this opinion must be rejected, for even if it might be consistently held by the atheistic Sánkhyas, it certainly cannot by the Theistic Sánkhyas [and much less by us Vedántins]. How so? Because, consisting as they do of self-manifesting light, there could be no such a relation between the Supreme Soul and them as seer and object seen, since they would not be illumined by him, just as lamps, as self-manifesting, are not illumined by the sun. And hence we should have to admit in Brahman an absence of omnipotence and omniscience, and the consequent capability of being himself knowable [as not himself infinite]. Nor yet¹ can we allow that souls are illumined [by Brahman],—because it would follow from this that they were themselves non-intelligent.² Nor can we allow that souls are illumined [and thus manifested] by the mutual evolution of their internal organs; because this manifestation is produced by the removal of the darkness [which veiled the otherwise self-revealing object],³ and not by the evolution

¹ The Sansk. Coll. MS. reads in p. 68, l. 16, च च प्रकाशा; if we read चच we must suppose च to be omitted (cf. note supprd, p. 67).
² There is a rule यदि परस प्रकाशं तत्क्रिया.
³ This passage is only cleared up by a comparison with the statement in p. 72, ll. 13, 14 (Calc. text), see infrd, p. 108. The author seems in both to diverge slightly from the usual Vedánta doctrine. He holds that by the connexion of the senses with an external object, the darkness of ignorance which previously concealed that object from the internal organ is removed; then that form of the internal organ called the understanding (buddhi), influenced by the quality of ‘goodness,’ becomes evolved so as to assume the form of that object, and is illumined by the light of Brahman; and by that light the object is thus rendered manifest. Thus the eye of a certain man comes in contact with a jar, and the ignorance which had concealed that jar from him is removed; his understanding next assumes the form of the jar, and is illumined by the light of Brahman, and the jar is made visible to that individual. (In the Vedántasāra the understanding itself removes the ignorance by its evolution (vyāti), while here the connexion of the senses removes the ignorance or darkness, and the understanding is subsequently evolved and illumined.) In the supposed case where one individual soul makes another soul its object (as also in that where the soul makes Brahman its object), the former step alone is possible, as the object, being self-luminous, shows itself as soon as the intervening obstacles are removed. (Cf. Vedánta S. pp. 22, 23.) One of the Sansk. Coll. MSS. reads l. 17 tamo ‘bhībhūtyaivdantahkarāyasattvavpitīyā, which seems an attempt to bring the statement in harmony with the usual doctrine; but cf. p. 72 (Calc. text).
of the internal organ under the predominance of the quality of goodness [which causes it to cognise].

This manifestation [by the evolution of the understanding] is out of the question, as in this case it is wholly inapplicable [since the soul is essentially light, and will therefore show itself]. For we see also in the external world that, even though the veil between two lamps [caused by a curtain] is removed, one lamp cannot be illumined by the other [since both are self-luminous].

Thus we learn that in the case of the external and internal light [i.e. the lamp and the soul,—however different in other respects they may be from each other], there is found a common though non-essential quality,¹ [i.e. their incapability of being illumined by anything else]; and it is the presence of this common quality which enables us to apply the word 'light' [properly applicable only to the external object] to the soul in a metonymical sense based on likeness,² as in those words of the Brihad Áranyaka Upanishad, iv. 3. 9, "this soul becomes itself pure light."

Therefore the soul which is pure thought is proved to exist solely by the very fact of its illuminating the world [and thus making it an object of cognition]; no external proof is needed. And again, the existence of soul is incontestably established by the fact that it is the receptacle of those attributes of the internal organ which are erroneously reflected on it, and that it is also the only site of all essential knowledge; while we can only apply the terms 'knowledge' and 'happiness' in a secondary and figurative sense to the functions of the understanding.

"What proof can there possibly be of the existence of

¹ An upaddhika dharma is one which does not arise from a thing's nature but from some external relation between it and something else,—it is nearly equal to our 'accidental.'
² Cf. Sáhitya Darpaña, pp. 14, 15. A metonymical meaning (lakshya) is called gaurá when it is based on likeness, as when we say 'that ass the man from the Punjab,' not meaning that the man is actually a quadruped, but that he resembles the ass in stupidity and obstinacy.
separate souls? That the primary principle, the 'understanding' (buddhi), exists separately [as associated with separate individual personalities] is certain enough; how otherwise could there be the determination of bondage or freedom in the case of souls which in themselves are eternally free?"\(^1\)

"Well then, let souls\(^2\) be capable of being modified, and let knowledge, desire, etc., be their qualities, from the fact that we are conscious of such perceptions as 'I know,' 'I desire,' 'I am happy,' etc." The author refutes this opinion in the following aphorism.

_Souls, however, are not capable of modifications, because it is the instrument which is modified._ (95).

Souls are not capable of such modifications as knowledge, etc.; why? because knowledge, etc., are accounted for by the fact that the perception of pleasure, etc., belongs to the instrument [i.e. the mind], and consequently the souls are unmodified. Thus in the inference [already given in p. 3] "the perception of pleasure is through an instrument," we assume that the connexion\(^3\) between the perception and the instrument is that of identity;\(^4\) and again there is also the argument "pleasure, etc., are not modifications of soul, because they are perceived [as reflected] in soul, as paleness, etc., are perceived [as reflected] in soul."\(^5\) So too the mind perceives the idea of self, by being identical with its cause [egoism]; and consequently, as the mind itself is dissolved during sound sleep, we have in sound sleep no self-consciousness. Moreover, these apparent qualities of mind [i.e. joy, knowledge, etc.] are really what

---

1 This answers the difficulty suggested _supra_.
2 In p. 69, l. 6, I read with the Sansk. Coll. MS. _santu dimanāḥ_ for _sattadimāṇaḥ_.
3 The Sansk. Coll. MS. and the Oxford MS. read in p. 69, l. 12, _वर्त्तमानसंवर्त्तमानसंवर्त्तमानसंवर्त्तमानसंवर्त्तमानसंवर्त्तमानसंवर्त्तमान_.
4 _i.e._ joy, knowledge, etc., really reside in and constitute the internal organ, but are only reflected in soul. In p. 72 (Calc. ed.) they are called _buddha vyādra_.
5 This refers to such expressions as "I am pale, etc.," where the quality which really belongs to the body is reflected on the soul and applied to it. Cf. _supra_, p. 3.
constitute mind, just as the so-called limitations of time\(^1\) are really what constitute time itself. This short discussion will suffice for our purpose here.

He next proceeds to discuss how the soul becomes Brahman.

*This is produced through the absolute abolition of the individual’s understanding\(^2\) by undeviating faith.* (96).

It is said [in the Gítá (viii. 22)],

"He is that supreme spirit, O son of Pṛithá, who is to be attained by undeviating faith, in whom all beings reside and by whom all this world was spread out." And so also [in the Nṛsiṁha-purāṇa], "Wherefore is not an effort made for liberation into the ancient spirit, who is to be attained only by faith?" Therefore Liberation is the attainment of the joy of Brahman, when the individual understanding is entirely abolished by the highest faith,—this is the true meaning. And therefore its definition is in fact declared to be the attainment of that joy of Brahman unaccompanied by the antecedent non-existence of the abolition of the individual understanding.\(^3\) (Here we consider the ‘understanding’ (*buddhi*) as the disguiser of the individual soul [and not really belonging to it], since we only accept the understanding as belonging to God\(^4\) [all creation being produced by his Māyā].)

If you rejoin, that "by this last view of yours the attainment

---

1 The Nyāya holds that although time is in itself only one, it is called by the names moment, day, month, etc., past, present and future, through different limitations or accidental conditions (*upādhist*). Thus that time is called ‘past’ which is the counter-entity of a present ‘emergent non-existence,’ as the past day; that time is called ‘future’ which is the counter-entity of a present ‘antecedent non-existence,’ as the following day; that time is called ‘present’ which is at once the counter-entity of a past ‘antecedent non-existence’ and of a coming ‘emergent non-existence.’

2 Śc. buddhi.—In Aph. 96 I read with Sansk. Coll. MS. *tadbuddhīlayāt* for *tadbuddhāri buddhīlayāt*.

3 In p. 70, I. 4, I read with the Sansk. Coll. MS. *prgyabhāvāsahāvyāti*. If we read with the printed text *sahāvyāti*, I suppose it must mean that the soul really existed in Brahman, even before the understanding (*buddhi*) associated with it was abolished,—although of course it was not conscious of it through the delusion produced by that association.

4 I follow the Sansk. Coll. MS. in reading line 7 of p. 70 here, after *sūchitam*. It is separated from its context as given in the printed text.
of the joy of Brahman would no longer be an end for man, as it is not really a future thing to be attained, but one already possessed and settled [the soul being even now identical with Brahman];—we reply that it is still an object for man to pursue, as it also admits of being determined by a special relation to himself, just as a village may be [for although the village already exists and is not to be produced by our will, we can still produce by our efforts a direct relation between us and it as proprietors and property]. Otherwise [if you absolutely denied that what is thus determined by something else can be an object for man, even though from another point of view it is not fixed,] it would follow that even happiness itself could not be an object for man. For we cognise it as the thing ‘happiness’ (sukha) determined by the general idea of happiness (sukhatwa) which inheres in it, and this general idea [like all jatis] is eternal and therefore fixed; and therefore our wishes and volitions would have no power to pursue it, as these [unlike the power of cognition] cannot separate the determined from the determinant.¹ Therefore we maintain that wish and volition, under the colour of that part of the object which is unfixed, pursue also that which is fixed, both being to them inseparably united.² If you say that the knowledge that the object is not to be attained by our volition will always act as a restraint,—we reply that there is no incongruity in supposing that a violent passion may lead irresistibly to action by overshadowing the idea that the desired end is

¹ The Hindus hold that on the contact of the organ of sense with an object, as e.g. a jar, there arises the idea of a jar and also the idea of the nature, i.e. egos, of jar (both being equally objects of perception) but the two ideas are distinct,—this is nirvikalpaka. Subsequently the mind combines them into one idea, ‘a jar possessing the species or nature of jar,’ and this is savikalpaka. We are however not conscious of the first step,—it is only recognised as necessary from an analysis of the subsequent compound idea. Swapneswara maintains that ‘wish’ and ‘volition’ have not this double mode of exercise which the power of cognition has; they can only act as sa-vikalpaka and seize the desired object together with its species, i.e. they cannot separate the non-eternal individual pleasure from the eternal and fixed species or general idea residing in it.

² In p. 70, l. 10, read with the Oxford and Sanskrit Coll. MSS. विवेकशब्दः.
not wholly attainable by our volition,—just as in the parallel case of the hawk-sacrifice,¹ where anger overshadows the knowledge in the sacrificer's mind that it will be accompanied by a predominant undesirable result² [i.e. hell].

Moreover it is said in an Ágama, "Joy is the essential character of Brahman, and that becomes present in liberation," and this very text proves that the attaining of such a state is an object to be striven for.

"But even if this supreme faith be established,—just as the pre-existing merit and demerit which produce the necessity of living in the present life can only be abolished by experiencing these effects, so too the other forms of merit and demerit can be similarly cancelled only by experience; and hence there can be no such thing as final liberation after all." To this objection he replies,

*So long as life lasts in the one case; but the others will be cancelled from the absence of any place for them to abide in.* (97).

When this devotion to the supreme soul is produced, the words of the Chhándogya Upanishad come true,³ (vi. 14),

"So long it [bodily existence] remains to him, until he shall be liberated [from merit or demerit]; then he shall attain to the end."

And so too in the Vishnú Puráña (I. ii. 20),

"What has he to do with merit, wealth or desire? Liberation is placed in his grasp, who has firm faith in thee, the root of all worlds."

By 'life' is meant the merit which operates to produce life in this present birth; this, so long as it lasts, hinders liberation even though the highest faith exists,—so long the devotee only attains jivan-mukti.⁴ But since, when the merit which produces

---

¹ "Let him who desires to kill his enemy by incantation offer the hawk-sacrifice."
—Shaḍvīpa Br. iii. 8.


³ Compare the similar argument in S'ankara's Commentary on this passage of the Upanishad.

⁴ "The third kind of liberation is effectual in lifetime (jivan-mukti) and enables the possessor of it to perform supernatural actions; as evocation of shades of progeni-
life is cancelled, the understanding also entirely ceases, the 'other' merits and demerits will also be 'cancelled,' i.e. will not produce experience,¹ from the absence of any place for this to abide in.² Hence it does not follow, as you supposed, that there can be no such thing as final liberation,—since even the understanding itself acts negatively as one of its causes, by the very fact that it can be so changed [i.e. can be cancelled, and therefore cease to hinder the desired issue]. Nor need we suppose that these other merits and demerits will in this view cease altogether to be causes; because a cause does not altogether cease to be a cause, because its necessary concurrent is not present.³

[An objector might however say that "merit and demerit (which constitute fate or adriṣṭa) might be thus cancelled, if they resided in the intellect of the person to whom they belong; but you hold that they reside in the intellect of the Supreme Lord, for you declared in your Commentary on the 91st Aphorism that our rewards and punishments came from Brahman's being pleased or displeased; and therefore, as residing in Him, they cannot be thus cancelled." We reply,] This adriṣṭa which resides in the mind of the Supreme Lord in the form of his pleasure or displeasure can be cancelled by the effect of time or by the occurrence of a mundane catastrophe, just as the effects of the several parts of a sacrifice, which are being accumulated towards the aggregated total, may be cancelled by the failure of one part, and thus fail to produce the general effect.⁴ The transference of
tors, etc., translation of himself into other bodies called into existence by the mere force of his will, etc.'—Colebrooke, Essays, vol. i. p. 399.

¹ In p. 71, line 4, read with the Sanskrit Coll. MS. भौगालिकाद्वास्माद्वाब्दानि-

² Buddhi being the site of all phenomenal consciousness.

³ i.e. the gunpowder still retains its power of causing an explosion, though without the concurrence of a spark it will not actually exercise it.

⁴ The new-moon and full-moon sacrifices consist of six parts, as the offering to Agni, etc.; each of these parts produces its own partial adriṣṭa; but the general adriṣṭa is only produced by the united effect of all. If a sacrificer had completed five of these partial offerings and died before the completion of the sixth, the general effect would be lost.
all the result of our actions to the Supreme Being [which our theory so earnestly inculcates] directly abolishes the tendency of these 'hindering' actions to produce bondage. The fire of knowledge only destroys the influence of our actions indirectly [by leading to faith; but not directly, as Śankara's followers would inculcate].

Their mundane existence arises from want of faith, not from ignorance, since this is not established to be a cause.1 (98).

"Is the mundane existence of the individual soul considered to be caused by ignorance, or is it caused by want of faith?" The Aphorism proceeds to answer this question.—A temporary heaven,—liberation while still alive,—and absolute liberation,—these are the three paths; liberation while still alive implies the possession of the highest faith; but the want thereof involves a mundane course from birth to birth. This mundane existence arises from the absence of the desire of faith; when faith is produced, it ceases; and thus has it been said by the great sages;

"So long are there pain and this desire, so long infatuation and sorrow, while the soul does not fly for refuge to thee, the deliverer from all sin" (Viṣṇu Purāṇa, I. ix. 72).2

The creation is caused by ignorance of the truth; by knowledge we hold that creation is abolished; when the causes vanish which produce the snake and the rope, these effects likewise cease to exist. The succession of births, the dreadful scourgings of Yama's attendants, the various sufferings, and the sight of the Son of the Sun (Yama),—these are the mirage of the wave of the creature's egoism and personality;—the effect of turning away from the lotus of Krishṇa's feet.

They have three eyes, like Rudra, divided as revealed speech, a sign, and sense-perception. (99).

'They,' i.e. embodied souls, have 'three eyes,' i.e. three means

1 The Sanskrit. Coll. MS. reads abhākteḥ and kṛdannatvaviddheḥ, but both are rather glosses than the true reading.
2 For तत्त्व the Bombay edition of the Viṣṇu P. reads तत्त्व.
or 'proofs' for attaining certain knowledge of things. Although they do not differ as to being certain, they are three as being three different instruments. Thus 'speech' [i.e. Revelation] produces verbal certainty, being in the form of certain words and their meanings which are congruous and understood. Revelation is here mentioned first [and not, as is usual, sense-perception,] in order to declare its pre- eminent efficiency as a means for producing supernatural faith. So again the knowledge of 'a sign' [or middle term] which abides in the minor term and is invariably accompanied by a known major term, is the cause of inferential certainty; and in our school we should not dispute the definition, if [instead of the words 'the knowledge of a sign which abides in the minor term, etc.,'] it ran 'the sign when recognised as abiding, etc.,' for we hold that an effect always exists in its cause.\(^1\) Again, the senses when in contact with their objects are the causes of certain perceptive knowledge; and these are six, the organs of smell, taste, sight, touch, hearing, and the mind [or the perceptive power]; and these, by their connexion with their objects, having overpowered the darkness of ignorance which had enveloped the internal organ,\(^2\) produce an evolution of it as influenced by the quality of goodness, so that it forthwith assumes the form of the object as illumined by the light of the Brahma-soul. Hence it is said in the Gita (xiv. 11),

"Light arises in this body through all its avenues."

But when we say that joy, sorrow, etc., are also perceived [as well as external objects], and speak of them as modifications of the understanding\(^3\) which is associated with the individual soul,—it must be remembered that these

---

1 If we said that 'a sign, when recognised as abiding in the minor term, etc., is the cause of an inference,' it might be objected that in this case no inference could be drawn if the sign were past or future at the time of inferring (see Bhaisajyapari-choheda, sl. 66). He replies that in his view (as in that of the Sankhyas) an effect is always existing in its cause, and therefore the sign will still be equally present, though latent.

2 Compare with this my note, suprd, p. 100.

3 Buddhi.
are made manifest by the soul's own immediate light; and we have no need to assume the process of an evolution of the quality of goodness in the understanding to account for their being perceived,—since it would be uselessly cumbrous. These in truth are to be illumined by the witness Soul directly. There are therefore only three proofs, revealed speech, inference, and sense-perception, like the three organs of sight in Rudra, neither more nor less,—and like them they imply an identity with the moon, the sun, and fire. The supposed proof called Comparison is only useful for comprehending the direct meaning of a word; and this is effected by the mind with the assistance of the "analogous" form of inference, starting from the recognised fact that a well-known word is applied to the same object to which the unknown word is applied [as in the stock instance that 'a bos gaurus means an animal like a cow,'] just as we determine by analogy the metaphorical meanings of the words and phrases of poetry. 'Comparison' is therefore included in the three above-mentioned proofs and is not required as a separate one. We do not extend this discussion on the different proofs any further here, as it has been fully discussed by us in the 'Touchstone of the first principles of the Nyāya,' and in the 'Touchstone of the first principles of the Vedānta.'

1 Siva's right eye is the sun, his left is the moon, and his third eye in the centre of his forehead is fire. I suppose that the sun properly stands for revelation as being the brightest, the moon for inference (from its connexion with pāksha as 'the lunar fortnight' and 'the minor term,') and the five fires for the five senses. In the text, however, the moon is put first in the compound (according to the rule abhyarhitam cha) as being the monarch of the stars, planets, and brāhmans, see Vishṇu Pur. I. xxii.

2 For the sāmānyata drīṣṭa form of inference see Nyāya Sūtras, i. 5.—it is where the inference is drawn from generic qualities, the specific ones being unnoticed, as 'it is a substance because it has the nature of earth.' The 'sign' is not here the cause or the effect, as in the pūrvaṇa or āsūnavat form.

3 This is contrary to the Nyāya as well as the Vedānta, both of which accept Comparison (upamāna) as a proof. Cf. my notes to the Kusumāṇjali, translation, iii. sections 10–12.

4 Or this might mean, "just as we determine the meaning of the word 'section as applied to poetry.'"

5 I know nothing of these two works; neither is mentioned in Dr. Hall's Bibliographical Index.
The ‘intellect’ [or ‘understanding’] associated with the individual soul is the same as the ‘mind’; this faculty possesses the power of contraction and expansion; and in this way we account for the simultaneousness and non-simultaneousness of perceptions.

Since the intellects thus associated with the individual souls sprang from the egoism of Iśwara [or Brahmā], the idea of ‘I’ is grasped directly [without any action of the perceptive faculty or any evolution of the intellect itself] as residing in the intellect, just like pain, pleasure, etc.

Again, since the subtle elements, the gross elements, the organs of sensation and action, etc., were produced by the intellect of Iśwara, all this [external world] is to be known by Iśwara’s intellect,—it can therefore be grasped by the soul and by its associated senses.

1 Here follows a digression on ‘perception.’

2 The Sānkhya considers ‘intellect,’ ‘egoism,’ and ‘mind’ as quite distinct from each other; the Vedānta holds that the internal organ has a fourfold division from its different modifications. Thus understanding or intellect (buddhi) is that modification of the internal organ which consists in assurance; mind (manas), that which consists in resolution or irresolution; thought (chitta), that which consists in investigation; and egoism (ahamkāra), that which consists in self-consciousness. See Vedānta-sūtra, p. 8.

3 According to the Sānkhya two or more perceptions may be simultaneous, as the smelling, seeing and touching of a flower,—according to the Nyāya they are successive, as the mind, being atomic, can only receive one sensation at a time,—the apparent simultaneousness is only caused by very rapid succession, like the apparent circle of light caused by a rapidly whirled torch. Our author maintains that the mind, which he here identifies with the intellect (buddhi), is not atomic but susceptible of expansion and of contraction, and when it is thus expanded it can receive several sensations at the same time, when contracted it can only receive one.

4 Cf. suprd, p. 100 and p. 109.

5 The Sānkhya and Vedānta hold that pain, pleasure, etc., are qualities which reside in the intellect but are reflected upon soul, and so wrongly attributed to it; the Nyāya of course calls them qualities of soul.

6 The pandit quotes a niyama or principle, चावळ्स वृक्षा फ़ियाते तत् तत्तथ बुधि-वेद भविष्य.

7 This passage is very obscure. I can only suppose that it means that our intellects having sprung from Iśwara’s egoism, must be capable of being connected with the external world which was produced by his intellect (see p. 91). The process by which it is known is that before described; the senses remove the darkness, and our intellect, being evolved so as to assume the shape of the object, is then illumined by the soul’s light. (The subtle elements are only perceptible to yogins.)
The five gross elements, the five subtil elements, the eleven organs [of sense and action], egoism, intellect, Nature, the soul and the Supreme Lord—these form the aggregate of the twenty-six first principles.

Manifestation\(^1\) and disappearance are changes [of the existing], from the connexion with the result of the action expressed by the verb. (100).

The author proceeds to discuss a mundane creation and destruction, as being collaterally related to the subject. Now creation is defined as a ‘manifestation,’ i.e. the competency of an already existing thing to produce its effects; while ‘disappearance’ is its incompetency to produce them; thus too, increase, decrease, etc., will similarly be only changes of the already existing. How so? Because in such phrases as ‘he makes a pot,’ ‘he destroys a pot,’ etc., we have a relation specified between the object and the result implied by the meaning of the root; and this relation can only take place in that which is, not in that which is not, as has been said in the Gītā (ii. 16), “Existence cannot belong to that which is not, nor non-existence to that which is.”

So too by such phrases as ‘it exists,’ ‘it is destroyed,’ etc., we similarly understand that the subject is the site of the action implied by the root; but this power to be a site can only belong to that which is.

Now ‘manifestation’ [or creation] means the being connected with the initial moment [from which the subsequent series of events dates], or, as it may be more accurately defined, it is the being a counter-entity to destruction;—since our former definition was not strictly correct, as it is impossible to point out a really initial moment [as the sequence of creations and aeons is eternal]. But you have no right to say that, as every manifestation must have had its manifestation, we must

\(^1\) For चाविकारे भावा read with all the M.SS. आविकारेभावा.
plead guilty to the faults of an 'ad infinitum regression' or 'cumbrousness'; for the union of all the pot's antecedents (as the clay, the wheel, etc.) is really the manifestation of the pot's manifestation; and if you hesitate to grant our definition, your objections will apply with equal force to your own hypothesis of 'production,' since here too you will have to concede a similar unending succession of previous productions.¹

And thus we may define the 'antecedent non-existence' of a pot as the succession of continued previous manifestations and disappearances, while 'destruction' [or 'emergent non-existence'] will be its 'disappearance'; and this destruction will be sometimes absolute, as in the case of the deceased Devadatta's body or of the intellects of those souls which have attained

¹ I give a translation of my pandit friend's clear note on this hard passage.

'An opponent might thus argue: "But if you accept the idea of 'manifestation' and reject that of 'production,' is your 'manifestation' itself continuous or occasional? If it is continuous, why should it not be eternal? If it is occasional, then the manifestation of this said manifestation will be either continuous or occasional. But if it is continuous, you will again have to concede that it is eternal; or if it is occasional, you will have again to allow a manifestation of this occasional manifestation, and so on. Thus you will be involved in the fault of an 'ad infinitum regression.' Or on the other hand, if, in order to avoid this fault, you allow that the second or third manifestation was produced, not manifested, you will be involved in the fault of 'cumbrousness,' because if the idea of production is to be conceded at all, it might as well be allowed at the very first step."

'Ve however reply:

"'We grant that if we accepted the idea that a pot's manifestation was itself manifested, and then went on to concede a further manifestation of this second manifestation, we should be involved in one of the two faults you allege; but we do not concede this. We hold indeed that the pot is manifested, not produced; but we do not allow a second separate manifestation of this manifestation,—we maintain that this manifestation of the manifestation is only another expression for the sum total of the causes which are said, in your phraseology, to produce the effect, the pot; as wherever this sum total is found, there the manifestation takes place. This explanation removes all fear of an 'ad infinitum regression,' as there is no continued succession of supposed manifestations.

"'Nor, again, is your own hypothesis of production a whit more free from the same charge. For we may in turn ask you whether this 'production' of yours is continuous or occasional. If it is continuous, then why is it not eternal? if it is occasional, we ask whether there is a production of this production or not? and so on, thus involving either an ad infinitum regression, or the fault of 'cumbrousness.' And you will similarly have to assume, as we did, that the production of the first production is not something separate but is only another expression for the sum total of the causes, as in our case.'"
liberation. But the so-called 'mutual non-existence' and 'absolute non-existence' are not really distinct forms of non-existence, since the former is only the possessing mutually exclusive properties, and the other is only the same as the thing's site [i.e. the absence of the pot really means only the spot of ground where it should have been but is not]. Otherwise, we should have to accept another absence in the first absence and so on ad infinitum.\(^1\)

But in a 'mundane destruction' (pralaya) we have only the absence of any developments other than that particular one called a mundane destruction. But there is no difficulty in this hypothesis with regard to the arising of subsequent creations, since the latent influences produced by past acts [which are to germinate into future merit and demerit, and determine subsequent births] remain permanent in a very subtil form and are not destroyed.

Thus closes our threefold investigation into the doctrine of Faith.

May Krishna's brightness, set off by the Kaustubha gem, abide in your hearts, as he was seen clothed in yellow garments, himself dark blue like a cloud, with his long eyes like a lotus petal, holding the pipe, and adorned with the dust of the cows.\(^2\)

---

\(^1\) My pandit friend thus explains this passage: "Mutual non-existence is not something distinct, but only the possession of mutually exclusive properties. Thus 'a pot is not cloth; 'cloth is not a pot;' we have here an example of mutual non-existence. Now the pot has those qualities constituting pot-hood (ghaatatwa) which are contrary to those which exist in cloth, and similarly cloth has those qualities constituting cloth-hood (pataatwa) which are contrary to those which exist in a pot.—So too 'absolute non-existence' [as in the phrase 'a pot is not there'] is not something distinct, but is really the same as the ground where the pot is not, i.e. the absence of the pot is recognised in the ground [this is the Mimamsa doctrine, see Siddhanta-muktavali, p. 9]. This has been accepted in order to avoid the necessity of allowing an infinite succession of absences. For as we must allow that there is no pot in the absence of a pot, we must perforce concede that there is the pot's absence in this aforesaid absence; and if this second absence be something existing by itself, a third absence of the pot will similarly have to be conceded as existing in it, and so on ad infinitum. Hence we maintain that the absence of a pot is not something existing by itself, but simply the spot of ground where we expected to find it and it was not there."

\(^2\) In l. 3 the MSS. have parimanditam.
There was in the bracelet of Bengal (Gauḍa), sprung from a renowned world-jewel, a leader of the wise, named Viśārada, who held the post of monarch over all the rulers of the earth; from him sprang Jaleśwara, chief of the learned, and general of kings; by Swapneśa his offspring, was this investigation into the doctrine of Faith composed.

Here ends the second daily portion of the third chapter of the Commentary on the Hundred Aphorisms of Śaṅḍilya, composed by the most learned Swapneśwara, and with it ends the chapter and the book.

1 Cf. the lines,

In earth's dark cirlet once the precious gem
Of living light, O fall'n Jerusalem.